চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 107 Sunday, 17 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১০৭ সংখ্যা ❋ ৩ চৈত্র, ১৪৩০ রবিবার, ১৭ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সাজদা আহমেদ।...বিস্তারিত পাতা ৩

মাথা ঘুরছে, লো প্রেসার, ধপ ধপ করে পড়ে যাচ্ছে। পড়া শুরু হয়েছে উপর থেকে, নীচ অবধিও পড়া শুরু হবে।’’ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ভারত বাংলাদেশের পাশে ছিল বলেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে অন্য কোনো শক্তিশালী দেশ অশুভ খেলার সাহস পায়নি। মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।...বিস্তারিত পাতা ৬

রনজি ট্রফির পারিশ্রমিক দ্বিগুণ বা তিনগুণ করে দেওয়া হোক। তাহলেই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে উৎসাহী হবেন ক্রিকেটাররা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

হাওড়ার স্কুলে ‘সারপ্রাইজ ভিজিট’

ভোটের দিন সকাল থেকে রাস্তায় থাকব’, ‘দুর্নীতি রুখতে কড়া দাওয়াই রাজ্যপালের

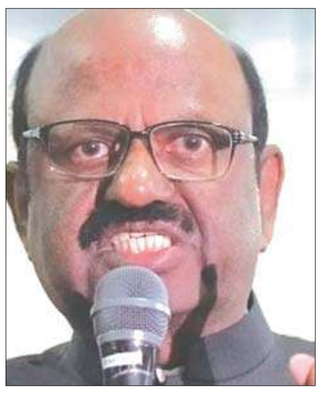

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ মার্চ ঃ ভোটের দিন ভ্রাম্যমাণ রাজভবন! সকাল থেকে নিজেই তিনি থাকবেন রাস্তায়। ভোটে একটিও যে হিংসা যে বরদাস্ত নয়, সে বার্তাও আরও একবার দিলেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের কড়া বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। শনিবার সকালে রাজ্যপাল বলেন, লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পর্ব থেকে ভোট ময়দানে থাকবে। সাধ্যমতো চেষ্টা করব। সকলের ঘুম ভাঙার আগেই রাস্তায় নামব। জন রাজভবন বা ভ্রাম্যমাণ রাজভবন হিসাবে থাকব। মানুষের সবসময় কাছে পাবেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো রক্ত নিয়ে হোলি খেলা চলবে না। মানুষের রক্ত দিয়ে রাজনীতির হোলি খেলা বরদাস্ত নয়। বলে রাখা ভালো, ভোট হিংসা নিয়ে আগেও সোচ্চার হয়েছেন রাজ্যপাল। তবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে রাজ্যপালের হুঁশিয়ারি যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রাজ্যপাল বোসের মন্তব্য নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা। রাজ্যপালের মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তবে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। রাজ্যপালকে সুকুমার রায়ের ‘পাগলা দাশু’ পড়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ভোটের দিন রাজ্যপালের রাস্তায় কোনও কাজ নেই। তার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় বাহিনী যাতে বিজেপির ক্যাডারের মতো কাজ না করে সেদিকে নজর রাখুন। এদিকে, শনিবার সাতসকালে লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে টোটো চেপে আমজনতার মতো হাওড়ার স্কুলে যান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সকাল সাাে ৯টা নাগাদ রাজভবন থেকে বেরন। গঙ্গায় লঞ্চ পেরিয়ে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে যান। সঙ্গে ছিলেন তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা। মাথায় কালো টুপি, গায়ে সাদা জামা পরা রাজ্যপালকে প্রথমে চিনতে পারেননি কেউ। খবর পাওয়ার পরেই হাওড়া সিটি পুলিশের সমস্ত পদস্থ কর্তা ছুটে আসেন। তিনটি টোটো ভাড়া করেন। টোটো চালকদের হাওড়ার একটা বড় স্কুলে নিয়ে যেতে বলেন। টোটো চালকরাই তাঁকে গঙ্গার ঘাট থেকে মিনিট পাঁচেকের দূরত্বে হাওড়ার একটি হিন্দি মাধ্যম স্কুলে নিয়ে যান। ওই স্কুলের সামনে নেমে রাজ্যপাল তিনটি টোটো চালককে ৫০০ টাকা করে ভাড়া দেন। তার পর ঢুকে পড়েন স্কুলে। রাজ্যপালকে দেখে হইচই পড়ে যায় গোটা স্কুলে। পরে স্কুল থেকে বেরনোর সময় রাজ্যপাল বলেন, ‘আমি বাংলাকে আবিষ্কার করতে চাই। সবচেয়ে ভালো উপায় স্কুলে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে মেশা। সেটাই আমি করেছি। আমি খুব উসাহিত এবং উজ্জীবিত পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে। এই বাংলার পড়ুয়ারা সারা পৃথিবীর মধ্যে সেরা।’’ রাজ্যপাল গাড়িতে ওঠার আগে বলেন, ‘থ্রি চিয়ার্স ফর টিচারস অ্যান্ড থ্রি চিয়ার্স ফর স্টুডেন্স।’’

নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ হতে হবে ঃ অধীর চৌধুরী

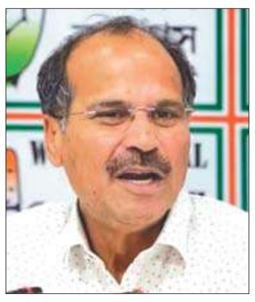

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ ঃ নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ হতে হবে, কোনও দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়। এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাঁর মতে, যখন আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়, ক্ষমতাসীন দল ভোটারদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, নির্বাচন কমিশনের আচরণ সবার জন্য সমান এবং সুষ্ঠু হওয়া উচিত। লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডি জোট প্রসঙ্গে অধীর বলেছেন, ইন্ডি জোটের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে, আমাদের যদি বিজেপির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় তবে আমরা জোটের অধীনে একত্রিত হয়ে তা করতে পারি। এর আগে আমরা দেখেছি, বিহার-বাংলার দলগুলিও এই বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাহুল গান্ধীকে তাঁর নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু তার পরে কী হল, আমাদের তাঁকে জিজ্ঞাসা করা উচিত... ভিতরের গল্প কী? জানি না, এর পেছনে হয়তো অন্য কোনও রহস্য থাকতে পারে।

এবার বাড়িতে বসেও ভোট দেওয়া যাবে, কারা এই সুবিধা পাবেন?

নয়া দিল্লি, ১৬ মার্চ ঃ ভোটকর্মীদের জন্য ব্যালট ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এবার ভোটদানে নাগরিকদের সুবিধা দিতে আরও এক নতুন নিয়ম চালু করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এবার বাড়িতে বসেও দেওয়া যাবে ভোট, যার নাম দেওয়া হয়েছে হোম ভোটিং প্রশেস। দেশে এই প্রথমবার লোকসভা ভোটে চালু হচ্ছে এই প্রক্রিয়া। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এবারের লোকসভা নির্বাচন থেকে শুরু হবেহোম ভোটিং প্রশেস। তবে সকলের জন্য নয়, প্রবীণ নাগরিকদের জন্যই এই নিয়ম চালু হচ্ছে। মূলত, ৮৫ বছরের বেশি যাঁদের বয়স বা যাঁদের কোনও শারীরিক সমস্যা রয়েছে তাঁদের জন্যই বাড়িতে বসে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন। ভোটের দিন ঘোষণার প্রাক্কালে শনিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানান, ৮৫-ঊর্ধ্বদেরহোম ভোটিং প্রশেস এর জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হবে। রিটার্নিং অফিসার তাঁদের বাড়িতে গিয়ে পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ করবে। রাজীব কুমার জানান, ইতিমধ্যে কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে হোম ভোটিং প্রশেস বাস্তবায়ন হয়েছে। এবার প্রথম লোকসভা নির্বাচনে এই প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন করা হবে। এদিন লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়। আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে লোকসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে। মোট ৭ দফায় ভোট হবে। ভোটের ফল প্রকাশিত হবে ৪ জুন।

দেশে লোকসভা ভোট ৭ দফায়, ফলাফল ৪ জুন

লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা, সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশন

মোদি ও নির্বাচন কমিশনের রাজ্য সফরের পরেই প্রতীক্ষার অবসান হল। দেশের ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের। শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা কমিশনের ফুল বেঞ্চের। এ বছর ২০২৪-এ দেশের সাধারণ নির্বাচন হবে ৭ দফায়। নির্বাচন শুরু ১৯ এপ্রিল। লোকসভার ভোটগণনা ৪ জুন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এদিন জানিয়েছেন, সাত দফার ভোট হবে যথাক্রমে ১৯ এপ্রিল, ২৬ এপ্রিল, ৭ মে, ১৩ মে, ২০ মে, ২৫ মে এবং ১ জুন। এই মুহূর্তে দেশে প্রায় ৯৬.৮০ কোটি ভোটার রয়েছেন। নতুন ভোটার প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ। যুব ভোটারের (২০-২৯ বছর বয়সি) সংখ্যা ১৯.৭৪ কোটি। এবার ৮৫ বছরের বেশি বয়সি ভোটারের সংখ্যা ৮২ লক্ষ। মোট পুরুষ ভোটার ৪৯.৭০ কোটি। এ বছর মহিলা ভোটার ৪৭.১০ কোটি। তৃতীয় লিঙ্গ বা ট্রান্সজেন্ডার ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৪৮ হাজার। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় সাাে ১০ লক্ষ। এ বছর নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার হবে ৫৫ লক্ষ। কমিশনের ঘোষণা করা সূচিঃ-প্রথম দফা ঃ (১০২ কেন্দ্র)তারিখঃ ১৯ এপ্রিল। দ্বিতীয় দফা (৮৯ কেন্দ্র), তারিখঃ ২৬ এপ্রিল তৃতীয় দফা (৯৪ কেন্দ্র) তারিখ ৭ মে। চতুর্থ দফা (৯৬ কেন্দ্র) তারিখ ১৩ মে। পঞ্চম দফা (৪৯ কেন্দ্র) তারিখ ২০ মে। ষষ্ঠ দফা (৫৭ কেন্দ্র), তারিখ ২৫ মে। সপ্তম দফা (৫৭ কেন্দ্র) তারিখ ১ জুন। ভোটগণনা ৪ জুন। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবরকম বন্দোবস্ত করছে নির্বাচন কমিশন। রাজীব কুমার জানিয়েছেন, ভোটে যতদূর সম্ভব কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হবে। কোনও রাজ্যেই কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। সোশাল মিডিয়া, টেলিভিশনের মাধ্যমেও নজর রাখা হবে। অ্যাপের মাধ্যমে বেনিয়মের অভিযোগ পেলে ১০০ মিনিটের মধ্যে সমাধান করা হবে। কমিশন ভোট ঘোষণা করে দেওয়ার অর্থ আজ থেকেই কার্যকর হয়ে গেল নির্বাচনী আচরণবিধি। অর্থা গোটা দেশের আইনশৃঙ্খলার ভার চলে গেল নির্বাচন কমিশনের হাতে। ইডি-সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সির নিয়ন্ত্রণও ভোটপ্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলে যাবে কমিশনের হাতে। কেন্দ্রের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার আর কোনও জনকল্যাণমুখী প্রকল্প ঘোষণা করতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গে ৭ দফায় ৪২টি কেন্দ্রে ভোটের তারিখ- ১৯ এপ্রিলঃ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার। ২৬ এপ্রিলঃ রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও দার্জিলিং। ৭ মেঃ মালদা উত্তর, মালদা দক্ষিণ, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ। ১৩ মে ঃ বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর, আসানসোল, বীরভূম, বোলপুর। ২০ মেঃ শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, দমদম, বসিরহাট, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, হুগলি, আরামবাগ লোকসভা আসনে। ২৫ মে ঃ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল। ১ জুন ঃ দমদম, বারাসত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, যাদবপুর।

সিবিআই তলবে নিজামে শাহজাহানের ভাই আলমগির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ সিবিআই তলবে সাড়া। নিজাম প্যালেসে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগির। শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ পৌঁছন তিনি। আলমগিরকে আগামী সপ্তাহে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে ইডি। এদিকে, এদিন আলমগির ছাড়াও শাহজাহান ‘ আরও বেশ কয়েকজন নিজাম প্যালেসে যান। পৃথক মামলায় তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করেছে ইডি। গত ৫ জানুয়ারি, সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আকুঞ্জপাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। সেখানে গিয়ে আক্রান্ত হন তিন আধিকারিক। শাহজাহান অনুগামীদের হামলায় ঝরে রক্ত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গাড়িতেও ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। সন্দেশখালির শাহজাহানের বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক অভিযোগ। বিঘার পর বিঘা জমি, ভেড়ি দখল এবং নারী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। দফায় দফায় আগুন জ্বলে সন্দেশখালির বিভিন্ন প্রান্তে। অশান্তির মাঝে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ভোররাতে গ্রেপ্তার হন শাহজাহান। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এর পর সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তভার নেয় সিআইডি। শেখ শাহজাহান কার হেফাজতে থাকবে, তা নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে সন্দেশখালির। হেফাজতে নেওয়ার পর থেকে সিবিআই একাধিকবার সন্দেশখালিতে যায়। শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। শাহজাহান ‘ সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই শাহজাহানের গাড়িশালারও খোঁজ পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শাহজাহানের ভাইকে বাড়িতে গিয়ে নোটিস দিতে আসেন তদন্তকারীরা। সেই নোটিস পাওয়ার পরই শনিবার সকালে নিজাম প্যালেসে পৌঁছন তিনি। উল্লেখ্য, এর আগে গত ১১ মার্চ শাহজাহান শেখের ‘ডান হাত’ জিয়াউদ্দিন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। সেদিনই গ্রেপ্তার করা হয় আরও ২ শাগরেদ ফারুখ আকুঞ্জি এবং দিদার বক্সকেও। নিজাম প্যালেসে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সন্দেশখালি কাণ্ডে সেটাই ছিল সিবিআইয়ের হাতে প্রথম গ্রেপ্তারি।

বিজেপিকে ৪ আসনে বেঁধে রাখার হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ নির্বাচনের আগে ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যবাণী নতুন কিছু নয়। বিশেষত বিভিন্ন সংস্থা ও সংবাদমাধ্যমের কাটাছেঁড়ায় ভোটের আগেই যেন ফল সহজেই অনুমেয় হয়ে যায়। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আবহেও তা ঘটছে। ইতিমধ্যে নানা সংস্থা প্রাক ভোট সমীক্ষায় কে, কটি আসন পাবে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করেছে। তবে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলে দিলেন, লোকসভা ভোটে বাংলায় বিয়াল্লিশের মধ্যে তৃণমূল কটি আসন পাবে আর বিজেপিকে কীভাবে রুখতে হবে। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে কুণাল ঘোষ বলেন, লোকসভা ভোটে তৃণমূল ৩০ থেকে ৩৫ আসন নিশ্চিতভাবে পাবে। বাম, কংগ্রেস শূন্য পাবে। কোথাও কোনও আসন পাবে না তারা। আর বিজেপিকে কীভাবে দুটি, তিনটি, চারটি আসনে বেঁধে রাখা যায়, তা দেখতে হবে। আমাদের টার্গেট বাংলায় বিয়াল্লিশটার মধ্যে বিয়াল্লিশটা আসন। তবে ৩০ থেকে ৩৫ আসন নিশ্চিত। এর পর তা কতটা এগোনো যায়, দেখতে হবে। প্রশ্ন করা হয়েছিল কটি দফায় ভোট হবে? কুণাল ঘোষের বক্তব্য, আমরা চেয়েছি একদফায় ভোট হোক। বেশি দফায় ভোট করে কী হবে? বরং স্কুল, কলেজগুলিতে বেশিদিন ধরে কেন্দ্রীয় বাহিনী তাতে পড়াশোনার ক্ষতি। এছাড়া মানুষজনও বিব্রত থাকবেন। আমরা চাই, বাংলার ৪২ আসনে একদফায় ভোট হয়ে যাক। রাজ্যে অবাধ , শান্তিপূর্ণ ভোটের পরিবেশ আছে। একদফায় ভোট হলে সমস্যা নেই। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে তৃণমূল ৪২-এর মধ্যে ৩৪ টি আসন পেয়েছিল। উনিশের ভোটে তৃণমূলের আসন সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২২-এ। এবার চব্বিশে তাঁদের টার্গেট ৩৫।

দমদমে টানা ৫২ ঘণ্টা কাজ, বাতিল ১৪৩টি ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ টানা ৫২ ঘণ্টা ধরে দমদম স্টেশনে চলবে ইন্টারলকিংয়ের কাজ। তার ফলে শনিবার মধ্যরাত থেকে শিয়ালদহ উত্তর শাখায় বাতিল একাধিক লোকাল। মোট ১৪৩টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে বলেই রেল সূত্রে খবর। বেশ কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তবে শনিবার সকাল থেকেই তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ট্রেন না পাওয়ায় বিপাকে নিত্যযাত্রীরা। পূর্ব রেল সূত্রে খবর, দমদমের ইন্টারলকিং সিস্টেমটি ১৯৯৬ সাল থেকে কাজ করছে। সেই সিস্টেম আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর ঠিক সে কারণেই দমদম স্টেশনে চলবে নন ইন্টারলকিংয়ের কাজ। তার জেরে টানা ৫২ ঘণ্টা শিয়ালদহ শাখায় মোট ১৪৩টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শিয়ালদহ-রানাঘাট, শিয়ালদহ-হাবড়া, শিয়ালদহ-হাসনাবাদ, শিয়ালদহ-মধ্যমগ্রাম, শিয়ালদহ-দমদম ক্যান্টনমেন্ট, শিয়ালদহ-বারাসত, শিয়ালদহ-গোবরডাঙা, শিয়ালদহ-বনগাঁ, শিয়ালদহ-বর্ধমান, শিয়ালদহ-কাটোয়া, শিয়ালদহ-দত্তপুকুরের শাখায় একাধিক লোকাল বাতিল থাকবে। এ ছাড়াও শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর, শিয়ালদহ-নৈহাটি, শিয়ালদহ-ডানকুনি শাখার বেশ কয়েকটি লোকাল। এছাড়া বারাকপুর-দমদম, বিবাদী বাগ-কৃষ্ণনগর সিটি জংশন, মাঝেরহাট-মধ্যমগ্রাম, মাঝেরহাট-বারাসত, হাসনাবাদ-মাঝেরহাট, ক্যানিং-বারাসত, বারাসত-হাসনাবাদ, হাসনাবাদ-দমদম জংশন, বালিগঞ্জ-ব্যারাকপুর ও মাঝেরহাট-নৈহাটি শাখার কিছু ট্রেন। বাতিল শিয়ালদহ-জঙ্গিপুর এক্সপ্রেস, আসানসোল ইন্টারসিটি এবং শিয়ালদহ-সিউড়ি এক্সপ্রেসও। রবিবার বাতিল কোন কোন ট্রেন-শিয়ালদহ-হাবড়া, শিয়ালদহ-হাসনাবাদ, শিয়ালদহ-ডানকুনি, শিয়ালদহ-বারাসত, শিয়ালদহ-গোবরডাঙা, শিয়ালদহ-দত্তপুকুর, শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর, শিয়ালদহ-নৈহাটি, ব্যারাকপুর-দমদম জংশন, বিবাদী বাগ-কৃষ্ণনগর সিটি জংশন, মাঝেরহাট-মধ্যমগ্রাম, মাঝেরহাট-বারাসত, হাসনাবাদ-মাঝেরহাট, দত্তপুকুর-মাঝেরহাট-সহ একাধিক ট্রেন। বাতিল শিয়ালদহ-সিউড়ি এক্সপ্রেসও। সোমবার সকাল থেকে আবার এই শাখায় রেল চলাচল স্বাভাবিক হবে।

তেলেঙ্গানার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে কংগ্রেস ও বিআরএস ঃ প্রধানমন্ত্রী

নগরকুরনুল, ১৬ মার্চ ঃ কংগ্রেস ও ভারত রাষ্ট্র সমিতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার তেলেঙ্গানার নগরকুরনুলে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস ও বিআরএস তেলেঙ্গানার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। প্রথমে ছিল বিআরএস-এর ‘‘মহা লুট’’ আর এখন কংগ্রেসের ‘‘বুড়ি নজর’’। তেলেঙ্গানাকে ধ্বংস করার জন্য কংগ্রেসের কাছে ৫ বছরই যথেষ্ট। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, তেলেঙ্গানার জনগণও বলছেন, তৃতীয়বার মোদী সরকার। প্রধানমন্ত্রী মোদী যোগ করেছেন, মোদীর পরিবার ১৪০ কোটি ভারতীয়। গত ২৩ বছর ধরে, আগে মুখ্যমন্ত্রী এবং এখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, আপনারা আমাকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি নিজের জন্য কোনও দিন ব্যবহার করিনি। আমি যদি দিনরাত কাজ করে থাকি, তা ১৪০ কোটি পরিবারের সদস্যদের জন্য। মোদী কি গ্যারান্টি মানে - গ্যারান্টি পূরণের নিশ্চয়তা। লোকসভা নির্বাচনের ভোট প্রচারে গিয়ে কর্ণাটক সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, কর্ণাটকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে, অসামাজিকদের সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শনিবার কর্ণাটকের কালাবুরাগীতে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, কালাবুর্গিতে মানুষের এই ভিড় এবং আপনাদের সকলের মুখে এই উৎসাহ, কর্ণাটক লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে রেকর্ড সংখ্যক আসনে জয়ী করার সংকল্প করেছে, এখন সমগ্র কর্ণাটক বলছে এইবার আমরা ৪০০ পার করব। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আপনাদের সকলের ক্ষোভ আমি বুঝতে পারছি। এটা এমন একটা পার্টি যে তারা যতই জামাকাপড় বদল করুক না কেন, তাদের কার্যক্রম বদলাবে না। অতএব, কর্ণাটকের মানুষ জাগ্রত হয়েছে... মানুষ কংগ্রেসের সত্য জানতে পেরেছে। কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে মোদী বলেছেন, এই লোকজন তরুণদের কাছে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে বসলেও এখন সেই যুবকদের বৃত্তি বন্ধ করে বৃত্তি কাটছে। কংগ্রেসই তরুণদের অধিকার হরণ করার পাপ করছে। কংগ্রেসের লুটপাটের অবস্থা এমন যে সরকারের কাছে ছোটখাটো উন্নয়ন কাজের জন্যও টাকা নেই... কোনও সরকার কি এভাবে চলতে পারে?

আরও ৫টি গ্যারেন্টি ঘোষণা করতে চলেছে কংগ্রেস ঃ খাড়গে

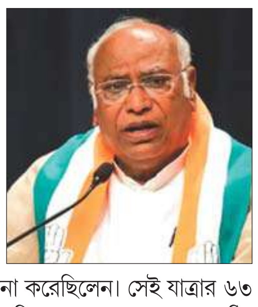

বেঙ্গালুরু, ১৬ মার্চ ঃ আরও ৫টি গ্যারেন্টি ঘোষণা করতে চলেছে কংগ্রেস, শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা বলেন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি শনিবার সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ একটি বিশেষ ঘোষণা করা হচ্ছে কংগ্রেস দলের তরফ থেকে। কারণ এদিন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণা করবে। তিনি আরও বলেন, মণিপুর থেকে রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সূচনা করেছিলেন। সেই যাত্রার ৬৩ দিনের মাথায় কংগ্রেস দল কৃষক, যুবক এবং মহিলাদের জন্য অনেক গ্যারেন্টি ঘোষণা করেছে। প্রত্যেকটি গ্যারেন্টির জন্য ৫টি করে পয়েন্ট রয়েছে। শনিবার আরও ৫টি গ্যারেন্টি ঘোষণা করতে চলেছে কংগ্রেস দল। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যাযবিচারের জন্যই আবারও গ্যারেন্টি দেওয়া হচ্ছে। এই ন্যায়গুলির মধ্যে শ্রমিক ন্যায় ও হিসেদারি ন্যায়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

দিল্লি থেকে ফিরেই স্বমেজাজে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ তৃণমূলের ব্যারাকপুরের প্রার্থী তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে ফের দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছেন অর্জুন। শুধু তাই নয়, সরাসরি পার্থর নাম উল্লেখ করে অর্জুন বলেন, অপেক্ষা করুন। দুয়ারে ইডি! সন্দেশখালি টু নৈহাটি ট্রেন চালু হচ্ছে। সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বেআইনি কারবারের সঙ্গে পার্থ ভৌমিক যে জড়িত তাঁর প্রমাণ আমার হাতে রয়েছে। অর্জুনের আরও দাবি, আমি প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না। শাহজাহান-শিবু হাজরার সঙ্গে পার্থ ভৌমিকও নৈহাটিতে প্রচুর জমি কিনেছেন। হোটেলের ব্যবসা থেকে মাছের ব্যবসা, কত কী করেছেন, শাহজাহানের সঙ্গে পার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সব নথি আমার কাছে আছে। সময় এলেই দেখতে পাবেন। জবাবে পাল্টা প্রতিক্রিয়া ধেয়ে এসেছে পার্থ ভৌমিকের কাছ থেকেও। পার্থ বলেন, ওনার কাছে যদি প্রমাণ থাকে তাহলে টিভিতে মুখ না দেখিয়ে যেখানে জমা করার করতে বলুন না! একই সঙ্গে অর্জুনকে ’বন্ধু’ সম্বোধন করে পার্থ বলেন, এসব মিথ্যে বলে টিভির পর্দায় মুখ দেখানো যায়, মানুষের মন জয় করা যায় না। নমিনেশন জমা করব, তখন সব দেখে নেবেন। বৃহস্পতিবার নৈহাটির হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করার সময় অর্জুন সিংকে কটাক্ষ করে পার্থ বলেছিলেন, অর্জুন সম্পর্কে আমি আর কী বলব! ওর ভাইপো বলছে পাল্টুরাম! বিহারের নীতীশ কুমার! তারই জবাবে এদিন প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সরাসরি পার্থর নাম উল্লেখ করে ’দুয়ারে ইডি! সন্দেশখালি টু নৈহাটি ট্রেন চালু হচ্ছে।’ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অর্জুন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন অর্জুন। বিজেপির টিকিটে লোকসভা ভোটে জেতার পর অবশ্য ফের তৃণমূলে ফেরেন তিনি। এবারেও টিকিট না পেয়ে শুক্রবার ফের বিজেপিতে ফিরেছেন অর্জুন। প্রসঙ্গত অর্জুন দলবদলের কথা বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে জানাতেই পাল্টা হিসেবে অর্জুনের ভাইপো সৌরভ সিংহকে নিজের নির্বাচনী এজেন্ট করেন পার্থ। তারপরই কাকুর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন সৌরভ। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, ’অর্জুনকে ব্যাকফুটে ঠেলতে প্রচারে সৌরভই পার্থর প্রধান হাতিয়ার হতে চলেছে।’

ছুটির দরখাস্ত, সরকারি কর্মীদের জন্য বদলে গেল নিয়ম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ বদলে গেল রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটির আবেদন করার নিয়ম। ছুটির জন্য আর হাতে লেখা দরখাস্ত গ্রাহ্য হবে না। এবার অনলাইনেই করতে হবে ছুটির যাবতীয় আবেদন। শুক্রবার থেকে অর্থ দপ্তরের জন্য এই নিয়ম চালু হয়েছে। পরে অন্যান্য দপ্তরেও এই নিয়ম বলব করা হবে। এদিনই অর্থ দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নয়া নিয়মের কথা জানায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ক্যাজুয়াল লিভ (সিএল) হোক বা কম্পেনসেটরি ক্যাজুয়াল লিভ (সিসিএল) ছুটির দরখাস্ত করতে হবে ‘হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ ব্যবহার করে।

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পদত্যাগ আপ-এর অসম প্রদেশ উপ-সভাপতির

গুয়াহাটি, ১৬ মার্চ ঃলোকসভা নির্বাচনের প্রাক-মুহূর্তে পদত্যাগ করেছেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র অসম প্রদেশ উপ-সভাপতি জিতুল ডেকা। পার্টি হাইকমান্ডের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে আপ-এর অসম ইউনিটের উপ-সভাপতি জিতুল ডেকা তাঁর সিদ্ধান্তের কারণ উল্লেখ না করে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।উল্লেখ্য, এর আগে আম আদমি পার্টি অসমের রাজধানী গুয়াহাটি লোকসভা আসন থেকে তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করেছে। দল অবশ্য আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ডিব্রুগড় এবং শোণিতপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

সময়মতো টিকা দিয়ে রোগমুক্ত করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী যাদবের

ভোপাল, ১৬ মার্চ ঃমধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব রাষ্ট্রীয় টিকাকরণ দিবসে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে মোহন যাদব রাষ্ট্রীয় টিকাকরণ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।সামাজিক মাধ্যমে মোহন যাদব লিখেছেন, রাষ্ট্রীয় টিকাকরণ দিবসে সমগ্র দেশ ও রাজ্যের জনগণকে উষ্ণ শুভেচ্ছা! আসুন, এই দিনে আমরা সকল গর্ভবতী মহিলা, নবজাতক এবং আমাদের ছোট শিশুদের সময়মতো টিকাদান করি এবং অন্যদেরকে মারণ রোগ সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করি।

বাতিল বহু ট্রেন চলছে দেরিতে, সপ্তাহান্তে ভোগান্তি যাত্রীদের

কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ শিয়ালদহের উত্তর শাখায় বহু লোকাল ট্রেন বাতিল। কয়েকটি ট্রেন চললেও, চলছে দেরিতে। সপ্তাহান্তে ট্রেন চলাচল অস্বাভাবিক থাকায় ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বহু যাত্রী।শনিবার থেকে দমদম স্টেশনে নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। টানা ৫২ ঘণ্টা কাজ চলার কারণে শিয়ালদহ শাখার মোট ১৪৩টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই অফিস যাওয়ার সময়ে দমদম স্টেশনে তাই যাত্রীদের ভিড় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। দূর পাল্লার কয়েকটি ট্রেন দমদম স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

বালি ব্যবসায়ী কৃষ্ণ মোহন সিংয়ের বাড়িতে ইডির অভিযান

পাটনা, ১৬ মার্চ ঃ ব্যবসায়ী কৃষ্ণ মোহন সিংয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বেআইনি বালি খনি মামলার তদন্তের স্বার্থে ইডির আধিকারিকরা শনিবার এই অভিযান কার্য চালায়। শনিবার বিহারের আরাহ জেলার একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়েছে ইডি। অবৈধ বালি খনন এবং এর বিক্রির সঙ্গে জড়িত ছিল বালি ব্যবসায়ী কৃষ্ণ মোহন সিং। এই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলা রয়েছে। সেই সংক্রান্ত মামলার তদন্তের স্বার্থেই বালি ব্যবসায়ীর ঠিকানায় অভিযান শুরু করেছে ইডি।প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে আধিকারিকরা। বিহার রাজ্যের পুলিশের সঙ্গে ইডির আধিকারিকরা যৌথভাবে এই অভিযান চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

হায়দরাবাদে তেলের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন, ১০ ঘন্টায় চেষ্টায় এল নিয়ন্ত্রণে

হায়দরাবাদ, ১৬ মার্চ ঃ তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি তেলের গোডাউনে। শুক্রবার রাতে হায়দরাবাদের টোলিচৌকি এলাকায় অবস্থিত একটি তেলের গোডাউনে আগুন লাগে, মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। রাতের অন্ধকারে তেলের গোডাউনটি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন নিভেছে প্রায় ১০ ঘন্টা পর শনিবার সকালে।দমকল জানিয়েছে, শুক্রবার রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ একটি তেলের গোডাউনে আগুন লাগে। শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ দমকল কর্মীরা আগুন নিভিয়েছেন। আগুন নেভাতে সারারাত কাজ করেছে দমকলের ১২টি ইঞ্জিন। হায়দরাবাদের দমকল অফিসার শ্রীনিবাস রেড্ডি বলেছেন, আগুন নেভাতে প্রায় ১০ ঘন্টা সময় লেগেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দিলেন কেজরিওয়াল, পেলেন আগাম জামিনও

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ ঃ আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। শনিবার সকালে আদালতে সশরীরে হাজিরা দেন কেজরিওয়াল। দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় বারংবার ইডি-র হাজিরা এড়িয়েছেন কেজরিওয়াল, এরপরই আদালতের দ্বারস্থ ইডি। ইডি-র দু''টি অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেজরিওয়ালকে ডেকে পাঠায় আদালত। সেই সমনে সাড়া দিয়ে শনিবার সকালে এসিএমএম দিব্যা মালহোত্রার এজলাসে হাজিরা দেন কেজরিওয়াল।দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের এসিএমএম এদিন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ১৫ হাজার টাকার জামিন বন্ড এবং ১ লক্ষ টাকার সিউরিটিতে জামিন প্রদান করে। ইডি-র উভয় অভিযোগেই জামিন পেয়েছেন কেজরিওয়াল।এএপি দলের আইনি প্রধান সঞ্জীব নাসিযার বলেছেন, আদালত মুখ্যমন্ত্রীকে (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) তলব করেছিল। শেষ সময়ে তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত হযেছিলেন, যখন তাঁকে আবারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, সশরীরে হাজির হবেন। তিনি শনিবার হাজির হয়ে জামিনের বন্ড জমা দিয়েছেন। জামিন দেওয়া হয়েছে। আদালতে জামিন পাওয়ার পর ফেলে বাড়িতে ফিরে যান কেজরিওয়াল।

১৪০ কোটি ভারতীয় আমার পরিবার, তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিশেষঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ ঃ ১৪০ কোটি ভারতীয় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্কটি আমার কাছে বিশেষ, এই কথা লিখে প্রধানমন্ত্রী ১৪০ কোটি ভারতীয় উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শনিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীর এই চিঠিটি শেয়ার করেছেন।প্রধানমন্ত্রী ১৫ মার্চ ১৪০ কোটি ভারতীয় পরিবারের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেছেন। এই চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী সরকারের প্রচেষ্টার কারণে ভারতীয়দের জীবনের পরিবর্তনকে তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ বলে মনে করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চিঠিতে লিখেছেন, আপনার এবং আমাদের মেলবন্ধন এখন এক দশক পূর্ণ হতে চলেছে। আমার ১৪০ কোটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যে বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং সমর্থনের এই শক্তিশালী সম্পর্কটি তৈরি হয়েছে সেটা আমার কাছে কতটা বিশেষ তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তিনি আরও লিখেছেন, আমার পরিবারের সদস্যদের জীবনে যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে তা গত ১০ বছরে আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় অর্জন এবং সবচেয়ে বড় সম্পদ। দরিদ্র, কৃষক, যুবক ও মহিলাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টার অর্থবহ ফলাফল আমাদের সামনে রয়েছে।

প্রায় ৬.৫ কোটি টাকার নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করিমগঞ্জের চুরাইবাড়িতে, বাজেয়াপ্ত লরি, ধৃত দুই

বাজারিছড়া (অসম), ১৬ মার্চ ঃ প্রায় ৬.৫ কোটি টাকার নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী চুরাইবাড়িতে। নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারে ব্যবহৃত ১৪ চাকার একটি লরি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যপ্রদেশের অশোকনগরের বাসিন্দা তথা লরি চালক রবি শর্মা এবং পাথারকান্দির (অসমের করিমগঞ্জ জেলাধীন) কলকলিবস্তির সুশীল শুক্লবৈদ্য বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।বাজারিছড়া থানাধীন চুরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, আজ শনিবার সকালে পিবি ১৩ বিডি ৫৫৩৪ নম্বরের মুরগির দানা বোঝাই একটি ১৪ চাকার লরি উত্তরপ্রদেশের বেরাস থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশের জন্য আসে। চুরাইবাড়ি ওয়াচপোস্টে কর্মরত পুলিশ কর্মীদের নিয়ে তিনি ওই লরিতে তালাশি চালান। তালাশি অভিযানে মুরগির দানার বস্তার আড়াল থেকে ৪০২ কার্টুনে ৬৪,৩২০ শিশি নেশাজাতীয় এসকাফ কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত কফ সিরাপ এসকাফগুলির কালোবাজারি মূল্য প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা বলে, জানান ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি।ধৃতদের পাচারের অভিযোগে লরির চালক ও সহচালক যথাক্রমে রবি শর্মা এবং সুশীল শুক্লবৈদ্যকে আটক করা হয়। ধৃতদের বয়ানের ওপর ভিত্তি করে তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ অফিসার প্রণব।

'লটারি কিং' দিনমজুর থেকে ধনকুবের,নির্বাচনী বন্ডে একাই দিয়েছেন ১৩৬৮ কোটি টাকা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সুপ্রিম কোর্টের ধমকে নির্বাচন কমিশনের হাতে নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত সকল তথ্য তুলে দিয়েছিল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার (১৪ মার্চ), সেই তথ্য নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। একের পর এক আর্থিক দুর্নীতি, অর্থ তছরুপের অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নজরে। বেশ কয়েকবার ইডি তল্লাশিও চলেছে তাঁর ঘরে। শেষবার গত ৯ মার্চ তাঁর জামাইয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এহেন প্রচার-প্রদীপের আড়ালে থাকা সান্তিয়াগো মার্টিন থুড়ি 'লটারি কিং' নির্বাচনী বন্ড কেনায় পিছনে ফেলে দিয়েছেন দেশের তাবড় শিল্পপতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে। আইন ও বিচারের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে যাওয়া ফিউচার গেমিং নামে এক অখ্যাত সংস্থার মালিক লটারি কিং ১৩৬৮ কোটি টাকার চাঁদা দিয়েছেন রাজনৈতিক দল বা দলগুলিকে।সান্তিয়াগো মার্টিনের দাতব্য সংস্থার ওয়েবসাইট বলছে, মায়ানমারের ইয়াঙ্গনে দিনমজুর হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯৮৮ সালে তিনি ভারতে চলে আসেন এবং তামিলনাড়ুতে একটি লটারি এন্টারপ্রাইজ তৈরি করেন। তারপর থেকে লটারি কোম্পানির বপু বৃদ্ধি ঘটে ছড়িয়ে পড়ে কর্নাটক, কেরল ও উত্তর-পূর্ব ভারতেও। এরপর তিনি সরকারি লটারি প্রকল্পগুলির সঙ্গে হাত মেলান। তখন তাঁর ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে ভুটান ও নেপালেও।লটারি জগতের রাজদণ্ড একহাতে রেখে সান্তিয়াগো এরপর প্রবেশ করেন ইমারতি, বস্ত্র এবং হোটেল ব্যবসায়। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্মান বাড়াতে তিনি লটারি সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি হন। তাঁর ফিউচার গেমিং সলিউশনস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড লটারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করায় সান্তিয়াগোকে লটারি কিং নামে ডাকতে শুরু করে লোকজন। এরপর লটারি কিং ঢুকে পড়েন অনলাইন গেমিং, ক্যাসিনো এবং স্পোর্টস বেটিং ব্যবসায়। স্টেট ব্যাঙ্কের দেওয়া নির্বাচন কমিশনকে তথ্যে দেখা যাচ্ছে লটারি কিং ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৩৬৮ কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড কিনেছেন। অর্থ তছরুপ দমন আইনে (পিএমএলএ) ২০১৯ সাল থেকে ইডির নজরে রয়েছেন সান্তিয়াগো মার্টিন।২০২৩ সালের মে মাসে ইডি আধিকারিকরা কোয়েম্বাতুর এবং চেন্নাইয়ে তল্লাশি চালান। সিবিআইয়ের চার্জশিটেও তাঁর নাম রয়েছে। তাতে অভিযোগ, ফিউচার গেমিং সিকিম সরকারের লটারিকে কেরলে খুচরো ব্যবসায় পরিণত করেছিলেন। এরফলে সিকিম সরকারের ৯১০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।নির্বাচনী বন্ড খরিদ করার মধ্যে রয়েছে হায়দরাবাদের মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার। যারা ৯৬৬ কোটি টাকার বন্ড কিনেছে। অন্যান্য নামগুলি হল, অ্যাপোলো টায়ার্স, ভারতী এয়ারটেল, সিয়েট টায়ার্স, সিপলা, ডিএলএফ কমার্শিয়াল ডেভেলপার্স, ডঃ রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজ, এডেলউইজ, গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ, ইন্ডিগো, আইটিসি, জিন্দাল গ্রুপ, কেভেন্টার, কেপি এন্টারপ্রাইসেজ, ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক, পিরামল এন্টারপ্রাইসেজ, পিভিআর, স্পাইসজেট, সুলা ওয়াইনস, সান ফার্মা, টোরেন্ট পাওয়ার, আল্ট্রাটেকসিমেন্ট, বর্ধমান টেক্সটাইলস, বেদান্ত এবং ওয়েলস্পান।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা!কাঠগড়ায় কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিধানসভার অধিবেশনে বসে পর্ন দেখায় অভিযুক্ত বিজেপি নেতা উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন! দক্ষিণ ভারতের সেই রাজ্য কর্নাটকে এ বার এক নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে।রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন ১৭ বছর বয়সী এক নাবালিকার মা। পুলিশকে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে এবং বিচারের আশায় মেয়েকে নিয়ে ইয়েদুরাপ্পার কাছে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তো সাহায্য করেননি, উলটে তাঁর মেয়েকে যৌন নিগ্রহ করেছেন বলে অভিযোগ। নাবালিকার মা'র কথায়, গত ২ ফেব্রুয়ারি ইয়েদুরাপ্পার বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁরা। মেয়ের ধর্ষণ মামলায় যাতে সিট গঠন করে তদন্ত করা হয়, সেই দাবিই করেছিলেন তিনি। তবে তাঁর অভিযোগ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথা শোনার পর মেয়েকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যান এবং দরজা বন্ধ করে দেন। অন্তত ৫ মিনিট তাঁরা ভেতরে ছিলেন! ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর ইয়েদুরাপ্পাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, নাবালিকাকে সত্যিই ধর্ষণ করা হয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করছিলেন তিনি! একই সঙ্গে, বিষয়টি বাইরে কাউকে না বলতেও নাকি নির্দেশ দিয়েছিলেন ইয়েদুরাপ্পা। এমন ঘটনার পর ইয়েদুরাপ্পার নির্দেশে ভয় পাননি নাবালিকার মা। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশে অভিযোগ করেছেন। ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে পকসো আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪(এ) ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। যদিও ইয়েদুরাপ্পার অফিস থেকে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বরং তাঁদের দাবি, এই মহিলা তাঁর মেয়েকে নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এর আগে ৫৩টি মামলা করেছেন। সবকটিই ভুয়ো। তাই এই নতুন অভিযোগকে তাঁরা পাত্তা দিচ্ছেন না। পাশাপাশি বলা হয়েছে, এবার এই মহিলাকে কিছু অর্থ সাহায্যও করেছেন ইয়েদুরাপ্পা।

নিজাম প্যালেসে হাজিরা শাহজাহানের ভাই আলমগির-সহ কিছু ঘনিষ্ঠর

কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ সিবিআইয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে শনিবার সকালে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিলেন শাহজাহান শেখের ভাই আলমগির শেখ। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েক জন সন্দেশখালির বাসিন্দা নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছেন। প্রত্যেকেই শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় সিবিআই এঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকে। একই সঙ্গে শনিবার পৃথক মামলায় সন্দেশখালির কয়েক জনকে তলব করে ইডিও। তাঁদের সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়। আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। অন্যতম মূল অভিযুক্ত শাহজাহান এখন তাঁদেরই হেফাজতে রয়েছেন। সিবিআইয়ের দল বেশ কয়েক বার সন্দেশখালি থেকে ঘুরে এসেছে। সন্দেশহভাজনদের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে এবং ধরিয়ে এসেছে তলবের নোটিস। শাহজাহানের ভাই আলমগিরের বাড়িতেও গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। সেই নোটিস অনুযায়ীই শনিবার সকালে তিনি

সম্ভাবনা বেশি ভারত-চিন যুদ্ধের, আমেরিকার গোয়েন্দা রিপোর্টে

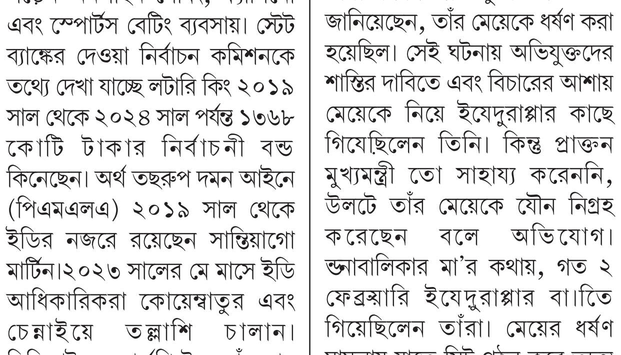

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের উত্তেজনা এখনও অব্যাহত। কাশ্মীরের অস্থিরতা বা ভারতে কোনও জঙ্গি হামলা থেকে দুই দেশের যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারত-চিন বড় ধরনের সংঘর্ষে জড়াতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করল আমেরিকার গোয়েন্দা সূত্র। সূত্রের বক্তব্য, শুধু ভারত নয়, অন্যান্য দেশের মাটিতেও চিন তাদের ঘাঁটি গাড়তে সক্রিয়। তার মধ্যে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে রিপোর্ট বলছে, বেজিংয়ের উদ্দেশ্যই হল শক্তির আস্ফালন এবং চিনের স্বার্থকে বিদেশের মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া।চিন সীমান্তে বাড়তি প্রায় দশ হাজার সেনা মোতায়েন করছে ভারত। আমেরিকার রিপোর্টে ভারত এবং পাকিস্তানের সীমান্ত নিয়েও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নিয়ন্ত্রণরেখায় ২০২১ সালে সংঘর্ষবিরতি চুক্তিঃ পুর্ননবীকরণের পর ঝড়ের আগের স্তব্ধতা দেখা যাচ্ছে। এই আপাত শান্তির মধ্যে ভারত বা পাকিস্তান কেউই কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে মেরামত করার ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপই করেনি। ভারত ব্যস্ত থেকেছে ঘরোয়া রাজনীতির অগ্রাধিকার নিয়ে, আসন্ন ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে। পাকিস্তান হাবুডুবু খেয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে।২০২০ সালের পর থেকে ভারত-চিন কোনও রকম আন্তঃ সীমান্ত সংঘর্ষে জড়ায়নি ঠিকই। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েন করা হয়েছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর। ফলে সামান্য এবং বিচ্ছিন্ন কোনও হাতাহাতির ঘটনাও পরিণত হতে পারে বড় মাপের অস্ত্র যুদ্ধে। চিনের সেনা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা, সাইবার হামলা, আমেরিকার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টার মতো বিষয়গুলিও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত নরেন্দ্র মোদী গত সপ্তাহে অরুণাচল প্রদেশে ১৩,০০০ ফুট সুড়ঙ্গের উদ্বোধন করেছেন, যার ফলে তাওয়াং-এ দ্রুত সেনা ও অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছনো সম্ভব হবে। দু'দেশের পক্ষ থেকেই সীমান্তে পরিকাঠামো বাড়ানোর তোড়জোড় পড়ে গিয়েছে। আমেরিকার গোয়েন্দা তথ্য বলছে, বেজিং ২০৩৫ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত জাতীয় সেনাবাহিনী তৈরি করায় মন দিয়েছে।

২৩-২৭ মার্চ ত্রিদেশীয় সফরে যাচ্ছেন এস জয়শঙ্কর যাবেন সিঙ্গাপুর, ফিলিপিন্স ও মালয়েশিয়া

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ ঃ আগামী ২৩-২৭ মার্চ ত্রিদেশীয় সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। ত্রিদেশীয় সফরে সিঙ্গাপুর, ফিলিপিন্স ও মালয়েশিয়া যাবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিন দেশে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের।শনিবার বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ২৩ থেকে ২৭ মার্চ সিঙ্গাপুর, ফিলিপিন্স এবং মালয়েশিয়া সফরে যাবেন। এই সফর তিনটি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বাড়ানোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে এবং পারস্পরিক আঞ্চলিক ইস্যুতে যুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান করবে।

ধুবড়িতে মহিলা খুনের দায়ে অর্থ জরিমানা সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পুলিশ কনস্টেবলের

ধুবড়ি (অসম), ১৬ মার্চ ঃ ধুবড়িতে মহিলা খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন অসম পুলিশের জনৈক কনস্টেবল। সাজাপ্রাপ্তের নাম মুকুটচন্দ্র রায়।ধুবড়ির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ জনৈক গৃহবধূকে খুনের দায়ে পুলিশ কনস্টেবল মুকুটচন্দ্র রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন। অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল মুকুটচন্দ্র রায়কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে তাকে অতিরিক্ত ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলেও রায় দিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ।আদালতের বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর দীনেশ চৌধুরী জানান, ঘটনা ২০১২ সালের। নিহত মহিলার স্বামী সুকুলচন্দ্র দেবশর্মা গোলকগঞ্জ থানায় একটি এফআইআর দাখিল করে বলেছিলেন, ঘটনার দিন তাঁর স্ত্রী কণিকা দেবশর্মা বাড়িতে একা ছিলেন। সেই সুযোগে অভিযুক্ত মুকুটচন্দ্র রায় তার বাড়িতে প্রবেশ করে কণিকার সঙ্গে যৌন আচরণে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে। তখন নির্যাতিতা কণিকা দেবী চিৎকার করতে শুরু করলে অভিযুক্ত মুকুট রায় তাকে গালিগালাজ করে তাঁর ঘাড় ও গলা চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করে।জঘন্য গোটা ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তাঁদের চার বছরের মেয়ে, বলেন বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর দীনেশ চৌধুরী।তিনি জানান, ঘটনার পর নিহতের স্বামী সুকুলচন্দ্র দেবশর্মা গোলকগঞ্জ থানায় মুকুটচন্দ্র রায়কে অভিযুক্ত করে যে এফআইআর দায়ের করেন তার ভিত্তিতে ৬০৬২০১২ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর জানান, তদন্ত শেষে কেস ডায়েরির উৎপাদানের উপর ভিত্তি করে মামলাটি অতিরিক্ত ও দায়রা জজ সৈয়দ বুরহানুর রহমানের আদালতে পেশ করা হয়। সে অনুযায়ী ৩৫৭২০১৩ নম্বরে মামলা নিয়ে শুনানি পর্ব চলে। বেশ কয়েকবার শুনানি শেষে শুক্রবার অভিযুক্ত মুকুটচন্দ্র রাযকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এই মামলায় ষোলোজনের সাক্ষবাক্য গ্রহণ করেন বিচারক।আইনজীবী জানান, আদালতের রায়ে আরও বলা হয়েছে, অভিযুক্ত যে অপরাধ করেছেন তা গুরুতর। অভিযুক্ত ভুক্তভোগীকে প্রচণ্ড শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে জঘন্য, অমানবিক ও বর্বরোচিত কাজ করেছেন। কণ্ঠ চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করেছে। সে জন্য তাকেও (সাজাপ্রাপ্ত) কারাগারে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।এদিকে এক দশকের অপেক্ষান্তে শুক্রবার শেষ বিকেলে প্রদত্ত রায়ে খুনের শিকার পরিবার স্বস্তি ও সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

বিহারের আরা-তে একাধিক ঠিকানায় অভিযান ইডি-র, অর্থ তছরূপ মামলায় চলছে তল্লাশি

আরা, ১৬ মার্চ ঃ অর্থ তছরূপ মামলায় বিহারের আরা-তে একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি অভিযানে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরট (ইডি)। শনিবার সকাল থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের একটি টিম আরায় বালি ব্যবসায়ী কৃষ্ণ মোহন সিংয়ের ঠিকানায় অভিযান চালায়। বাইরে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা।ইডি সূত্রের খবর, অর্থ তছরূপ মামলায় বিহারের আরার একাধিক স্থানে অভিযান চলছে। যেসব স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী কৃষ্ণ মোহন সিংয়ের বাসভবনও।

যে ব্যক্তি সংবিধানের শপথ নিয়েছেন, তাঁর আইন মেনে চলা উচিত কেজরিওয়াল প্রসঙ্গে মনোজ

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ ঃদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন পাওয়া নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সংবিধানের শপথ নিয়েছেন, তাঁর আইন মেনে চলা উচিত। আদালতের সমন পাওয়ার পর শনিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, আদালত তাঁকে জামিনও দিয়েছে।এরইপ্রেক্ষিতে বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, ইডি-র দায়ের করা অভিযোগের মামলায় তিনি ১৫ হাজার টাকার বন্ডে জামিন পেযেছেন। তিনি জামিনে আছেন এবং আদালত তাঁকে ইডি সমনের জবাব দিতে এবং আইন মানতে বলেছে। যে ব্যক্তি সংবিধানের শপথ নিয়েছেন, তাঁর আইন অনুসরণ করা উচিত।

ধানবাদে বালি ব্যবসায়ী পুঞ্জ সিংয়ের ঠিকানায় ইডির অভিযান

ধানবাদ, ১৬ মার্চ ঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ফের একবার বালি ব্যবসায়ী পুঞ্জ সিংয়ের ঠিকানায় হানা দিল। শনিবার সকাল থেকেই ইডির টিম ধানবাদের মেমকো মোড় এলাকায় পুঞ্জ সিংয়ের বাড়ি এবং ঝরিয়া হাতলিবাঁধে তাঁর ভাই সতেন্দ্র সিংয়ের বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে। অভিযান চলাকালীন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কাউকে বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।ইডির আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বালি ব্যবসায়ী পুঞ্জ সিংয়ের বাড়িতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সমস্ত সদস্যের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বাড়িতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, তদন্ত চলাকালীন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পেয়েছেন আধিকারিকরা। পুঞ্জ সিং বিহারে ৪০০ কোটি টাকার বালি কেলেঙ্কারির অভিযোগে অভিযুক্ত। এই ঘটনায় এর আগে কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে ইডির আধিকারিকরা।

রাজস্থানে ফের ভাঙন কংগ্রেসে, বিজেপিতে যোগ দিলেন করণ সিং যাদব

জয়পুর, ১৬ মার্চ ঃআসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজস্থানে ফের ভাঙন ধরল কংগ্রেসে। এবার বিজেপিতে যোগ দিলেন রাজস্থানের আলওয়ারের প্রাক্তন সাংসদ করণ সিং যাদব। শুধুমাত্র করণ নন, আরও অনেকেই শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন।আলওয়ার থেকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এবার টিকিট পাননি করণ সিং যাদব। এ জন্য দলের সিনিয়র নেতা ভানওয়ার জিতেন্দ্র সিংকে দায়ী করেন তিনি, শুক্রবারই কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন করণ। আর শনিবার তিনি বিজেপিতে যোগদান করলেন।

তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন এলাকায় চোরের দৌরাত্ম্য

তেলিয়াড়া (ত্রিপুরা), ১৬ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার প্রাক্কালে রাতের তেলিযামুড়া নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ায় সিরিজ চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত আমজনতা। পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে লাঠি হাতে প্রহরা দিচ্ছেন গ্রামবাসীর।জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া শহরে সিরিজ চুরির ঘটনা চরম আতঙ্কে এলাকার জনগণ। গভীর রাতে চোরের দল যোলোঘরিয়া, ইচারবিল, ত্রিশাবাড়ি, নেতাজিনগর, রাজনগর ইত্যাদি এলাকায় হানা দিচ্ছে। এরপর ঘর থেকে নগদ অর্থ এবং স্বর্ণালঙ্কার সহ মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কিত সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির সাধারণ মানুষ। পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে বিভিন্ন এলাকার

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৭মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৩চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩চৈত্র মাস মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২২ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৬ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২২ঃ০১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০০ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা হবে
বৃষভ রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
মিথুন রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনি যদি বেড়াতে
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান
সিংহরাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযোগে করে থাকেন
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিযন্ত্রণের
কুম্ভ রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। এই রাশিচক্রের কিছু স্থানীয় নেত্রিকে আজ জমি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ।
মীন রাশিঃস্বাস্হ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে পারেন। তবে আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা

সুষ্ঠু অবাধে ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে তৎপর নির্বাচন আধিকারিক এর দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মার্চঃ সুষ্ঠু অবাধে ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে দিল্লিতে নির্বাচন সদনের সঙ্গে রাজ্যের নির্বাচন আধিকারিক এর দপ্তর ও তৎপর হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ডক্টর আরিজ আফতাব জানিয়েছেন ৭ দফার ভোটে কোনভাবেই অশান্তির ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। এজন্য সব বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। এবারে বুথের সংখ্যা আশি হাজার ৫৩০। মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা পাঁচ হাজার ৯৪২। সেই সঙ্গে প্রতি জেলায় একটি করে বুথ থাকবে যা পরিচালনা করবে বিশেষভাবে সক্ষম ভোট কর্মীরা এর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ এর ভগবানগোলা ও উত্তর ২৪ পরগনার বরানগরের সাবেক উপনির্বাচন। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক স্পষ্টভাবে আজ জানিয়েছেন যে ভোট প্রচারে রাজনৈতিক দলগুলি যেন তাদের প্রচারে ভাষার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। এর অন্যথা হলে নির্বাচন কমিশন তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ করবে বলে জানানো হয়েছে। ১৮ বছরের নিচে কোন ছেলে মেয়েকে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। এখনো পর্যন্ত ৬৮ কোটি টাকার বেশি।

মন্ত্রীদের ভাতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিল অনুমোদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মার্চঃ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজ্যের বিধায়ক, মন্ত্রীদের ভাতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিলটিকে অনুমোদন দিয়েছেন। রাজ্যপাল ওই বিলে স্বাক্ষর করেছেন বলে এক্স হ্যান্ডেলে বিবৃতি দিয়ে রাজভবনের তরফে আজ জানানো হয়েছে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বিধানসভা অধিবেশনে রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী,বিধায়ক দের ভাতা বাড়ানোর জন্য বিল পাশ করানো হল। এতদিন রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য আটকে ছিল। এখন রাজ্যপাল সই করায় এপ্রিল মাস থেকে তা কার্যকর হতে চলেছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। নতুন আইনে , বিধায়ক তথা মন্ত্রী সকলের ক্ষেত্রেই ৪০ হাজার টাকা করে বেতন বাড়ানো হল। মন্ত্রীরা বেতন হিসাবে আগে পেতেন ১১ হাজার টাকা। এখন তা বেড়ে হল ৫১ হাজার টাকা।বিধায়কদের আগে বেতন ছিল ১০ হাজার টাকা, সেটা বেড়ে হল ৫০ হাজার। এবার থেকে মন্ত্রীরা বেতন ও অন্য ভাতা মিলিয়ে মোট পাবেন ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, বিধায়করা পাবেন ১লক্ষ ২২ হাজার টাকা। ৭ মাস বাদে এই বিলে অনুমোদন দিলেন রাজ্যপাল।

সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন সাজদা আহমেদ

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৬ মার্চ ঃ সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সাজদা আহমেদ। শনিবার বাগনানের একটি হলে হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সভার পরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন প্রার্থী সাজদা আহমেদ, তিনি বলেন তিনি এলাকার উন্নয়নে এবং ১০০দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে,সহ একাধিক বিষয়ে লোকসভায় সরব ছিলেন, এছাড়াও তার নামে নিখোঁজ পোষ্টার পড়ার বিষয়টি বিরোধীদের চক্রান্ত বলে জানান। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, তিনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস ৩৬৫দিন মানুষের সঙ্গে আছেন, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক অরুণাভ সেন বলেন সর্ব প্রথম পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম ঘোষণা করেন,বিধায়ক ডা, নির্মল মাজী, বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, বিধায়ক সুকান্ত পাল, বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহসভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, সহ একাধিক নেতৃবৃন্দ।

২০০ মিলিয়ন টন মাল লোডিংয়ের মাইলফলক অতিক্রম করেছে

কলকাতা, ১৬ মার্চঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে চলতি আর্থিক বছরের (২০২৩-২৪) ১৫.০৩.২০২৪ পর্যন্ত মোট ২০০.০০১ মিলিয়ন টন মূল মাল লোড করেছে। এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে। এসইআর আগের আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৯৪ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে। মালবাহী লোডিং থেকে রাজস্ব উৎপাদনও আগের বছরের একই সময়ে ১৭২৯৭.৬৬ কোটি টাকার তুলনায় বেড়ে ১৮১৩১.১৬ কোটি টাকা হয়েছে। অতএব, -এর জন্য মালবাহী লোডিং থেকে আয়ও ৪.৮২ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শাহজাহানের নামাঙ্কিত সন্দেশখালি মার্কেটের দখল নিল বিজেপি

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ মার্চঃ তৃণমূলের সাসপেন্ড নেতা শাহজাহান শেখের নামাঙ্কিত সন্দেশখালির মার্কেটের 'দখল' নিল বিজেপি। তৃণমূলের পতাকা খুলে সেখানে উড়ল বিজেপির পতাকা। এ নিয়ে তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া, ''পতাকা লাগালেই ভোট পাওয়া যায় না।'' শনিবার সন্দেশখালিবাসীর অভিযোগ জানতে যখন শিবির করেছেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালরা, তখন শাহজাহানের নামাঙ্কিত মার্কেটে উড়ল বিজেপির পতাকা। সরবেড়িয়ায় অবস্থিত শাহজাহানের নামাঙ্কিত ওই মার্কেটের ছাদ থেকে বাজারের ভিতরে পদ্ম আঁকা পতাকা টাঙানো হয়। যে বিশাল মার্কেট আছে সেই মার্কেটের ভিতরে এবং বাইরে টাঙানো হয় বিজেপির পতাকা। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সন্দেশখালি-সহ

সরবেড়িয়া এলাকায় তাঁদের সংগঠন ছিল। কিন্তু শাহজাহান এবং তাঁর বাহিনীর ভয়ে বিজেপির পতাকা লাগানো যেত না কোথাও। বিজেপি মিটিং-মিছিল করতে পারত না। এখন শাহজাহান সিবিআইয়ের হেফাজতে। তাই বিজেপির কর্মী এবং সমর্থকেরা সাহস পেয়েছেন। সন্দেশখালির বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহ বলেন, ''সন্দেশখালি-সহ সরবেড়িয়া এলাকায় আমাদের সংগঠন ছিল। কিন্তু শাহজাহান ও তাঁর বাহিনীর ভয়ে বিজেপির পতাকা লাগাতে যেত না। বিজেপি মিটিং-মিছিল করতে পারত না। এখন শাহজাহান ও তাঁর বেশ কয়েক জন অনুগামীর কেউ কেউ সিবিআই হেফাজতে তো কেউ জেলে রয়েছেন। তাই বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা এখন পতাকা লাগানোর সাহস পেয়েছেন। তাই পতাকা লাগাচ্ছেন।'' অন্য দিকে, এ নিয়ে সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর মন্তব্য, ''পতাকা লাগাতেই পারে। ফ্ল্যাগ লাগিয়ে ভোট হয় না। তবে কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে ফ্ল্যাগ লাগিয়ে আনন্দ-উল্লাস করাটাও ঠিক নয়।'' ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার ওই বছরেই তৈরি হয় সন্দেশখালির এই মার্কেট। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এই মার্কেটের জমিও জোর করে দখল করা হয়েছিল। প্রায় ১ একর ১৫ শতক জায়গায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মার্কেট তৈরি হয়েছিল। নাম দেওয়া হয় 'শেখ শাহাজাহান মার্কেট'। গত ৫ জানুয়ারি ইডি এই মার্কেটেও হানা দিয়েছিল। মার্কেটের একটি দোকানে শাহজাহানের অফিস রয়েছে।

জওয়ান সাদ্দাম মল্লিকের দেহ ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো গ্রামের বাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১৬ মার্চঃ কাশ্মীরে কর্মরত অবস্থায় মৃত মুর্শিদাবাদের সুতি বিধানসভার অন্তর্গত বহুতালী গ্রামের সেনা জওয়ান সাদ্দাম মল্লিকের দেহ ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো গ্রামের বাড়িতে। শুক্রবার রাতে শ্রীনগর থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে তার মৃতদেহ নিয়ে আসা হলে শনিবার সকালে মৃতদেহ সুতির বহুতালী গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সুতির বহুতালী হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় চাকরির চেষ্টা করেছিলেন সাদ্দাম। ২০২২ সালে বিএসএফে যোগ দেন তিনি। প্রথমে মণিপুরে তাঁর এক বছর প্রশিক্ষণ চলে। তারপর জম্মুকাশ্মীরে ৪২৫ ব্যাটেলিয়নে সাদ্দামের স্থায়ী পোস্টিং হয়। সাদ্দামের বাবা আগেই মারা গেছেন। বাড়িতে আছে মা ও ছোট ভাই। দুই বোন বিবাহিত। পরিবারের হাল ধরতে বিএসএফে চাকরি নিয়েছিল সাদ্দাম। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিএসএফের তরফে জানানো হয় জম্মুর সোপিয়ান জেলায় একটি পোস্টে ডিউটি করার সময় সাদ্দাম গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। পরিবারের ধারণা পাক জঙ্গীদের গুলিতে শহিদ হয়েছে সাদ্দাম। এদিকে, সাদ্দামের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছতেই শোকে ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার।শনিবার সুতির বহুতালী গ্রামের সেনা জওয়ান সাদ্দাম মল্লিকের দেহ নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকা জুড়ে।এদিকে সেনা জওয়ানের দেহ বাড়ি আসতেই তার বাড়ি যান জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ খলিলুর রহমান। মৃত জওয়ানের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে ২৫টির বেশি আসনে জিতব, দাবি অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গে ২৫টির বেশি আসনে জিতব বলে ফের দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ''আমরা পশ্চিমবঙ্গে ২৫টির বেশি আসনে জিতব। একটি রাষ্ট্র যখন তুষ্টি ও ভোটব্যাংকের রাজনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তখন না আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় না উন্নয়নও ঘটতে পারে না। ভোটব্যাঙ্কের জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অনুপ্রবেশ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে বীরভূমের সিউড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, ''৩৫ আসনে জয় চাই।'' গত নভেম্বরে কলকাতার ধর্মতলার সভা থেকে বলেছিলেন, ৩৫ টপকে যেতে হবে। আর সম্প্রতি বাংলা সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলে গিয়েছেন, ''৪২টি আসনেই পদ্ম ফোটাতে হবে।'' বৃহস্পতিবার একটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,''গত ভোটে আমরা ১৮টায় জিতেছিলাম। এ বার ২৫ আসন পার করে এগিয়ে যাব। আমাদের দু'জন বিধায়ক ছিলেন।

উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক নিখোঁজ', এই মর্মে পোস্টার হিন্দমোটর অঞ্চলে

দুরন্ত বার্তা, হিন্দমোটর হুগলি, ১৬ মার্চ ঃ শুক্রবারই কার্যত ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলেন তৃণমূল কাঞ্চন মল্লিক। ভোটের প্রচারে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন এই তৃণমূল নেতা। পরিষ্কার বলেছিলেন, 'পার্সোনাল জিনিস নিয়ে এখন কথা বলব না।' কিন্তু এবার তাঁরই এলাকায় পড়ল 'নিখোঁজ' পোস্টার। আর যা শুনে একদম স্পষ্ট উত্তর দিলেন বিধায়ক। বললেন, ''এই তো আমি 'উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক নিখোঁজ'। এই মর্মে পোস্টার পরে হিন্দমোটর অঞ্চলে। অভিনেতা কাঞ্চন উত্তরপাড়ার বিধায়ক হওয়ার পর তাঁকে তার বিধানসভা এলাকায় খুব একটা দেখা যায় না বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর শনিবার উত্তরপাড়ায় এসে শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচার করেন তিনি। 'নিখোঁজ' শুনে কাঞ্চন বলেন, ''এই তো আমি। গতকাল কোন্নগরে কল্যাণদার প্রচার কে করল। বিধায়কের অফিস আছে সেখানে কে বসেছিল? বিধায়কের তহবিলের খরচ কীভাবে হচ্ছে? এত উত্তর আমি কাকে দেব বলুন। এবার যারা দেখতে পাচ্ছে তারা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না দেখতে চান তাহলে তো আমার কিছু করার নেই। একজন বিধায়কের নির্দিষ্ট জায়গা নির্দিষ্ট অফিস থাকে। সেখানে আমি বসি। পরিষেবা দিই। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি খবর নেওয়া খুব মুশকিল। ইচ্ছা করে কেউ যদি মুখ ঘুরিয়ে থাকে তাহলে আমি কি করতে পারি। কিন্তু বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য প্রণয় রায় পাল্টা কটাক্ষের সুরে বলেন,কাঞ্চন মল্লিকের এখন হানিমুন পিরিয়ড চলছে। এখন ওনাকে পাওয়া যাবে না এটাই স্বাভাবিক। আর আগেই বা ওনাকে কবে পাওয়া গিয়েছে। যারা ওনাকে প্রার্থী করেছে,যে দল ওনাকে প্রার্থী করেছিল তাদের জবাব দেওয়া উচিত সাধারণ মানুষের কাছে।

৩ দফায় ভোট হলে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়বে, কিন্তু কেউ আমাদের কথা শুনলো না ঃচন্দ্রিমা

কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ ৩ দফায় ভোট হলে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়বে, কিন্তু কেউ আমাদের কথা শুনলো না, লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য একথা বলেন। তিনি শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে ৩ দফায় ভোট নেওয়া হলে ভোটারদের উপস্থিতি আরও বেশি হবে, কিন্তু কেউ আমাদের কথা শুনলো না। নির্বাচন হচ্ছে ৭ দফায়। তিনি আরও বলেন, এতগুলো দফায় ভোট হওয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে। তার কারণ যদি এতগুলো দফায় ভোট হয় তাহলে যেসব রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক শক্তি আছে তাঁরা টাকার অঙ্ককে কাজে লাগাতে পারবে। যেসব রাজনৈতিক দলের টাকা নেই তাঁদের ক্ষেত্রে এতগুলো দফায় ভোট হওয়া অসুবিধার।

'নেতারা পদের জন্য ছুটে, কর্মীরা সব সময় খাটে '

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ১৬ মার্চ ঃ পাঁশকুড়ার ভোট প্রচারে এসে দীপক অধিকার (দেব)বললেন নেতারা পদের জন্য ছুটে কিন্তু কর্মীরা সব সময় খাটে! তৃণমূল প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর আজ প্রথম পাঁশকুড়াতে সরকারি ভবনে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিনেতা দীপক অধিকারী ভোট প্রচারে আছেন। বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেন যে নেতারা সবসময় পদের জন্য ছুটে কিন্তু কর্মীরা মূলত লড়াই করে। আমি ব্যক্তিগত কাউকে আক্রমণ করব না সবাই সব প্রচার করবে। আমার বিপক্ষে যে দাঁড়িয়েছে তিনি ও তার কি কাজ করেছে মানুষকে তুলে ধরবে আর আমি দশ বছর মানুষের জন্য কি কাজ করেছি সেটা তুলে ধরবো। আমার লক্ষ্য ছিল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। সেটা বাস্তবায়ন হবে। আমি চাই সবাই যোগ্য সম্মান পাক সে বিরোধী দল হোক বা আমাদের দলের কর্মীরা।

যুব সমাজে জনপ্রিয়তার শীর্ষে কংগ্রেস নেতা আসিফ ইকবাল, জঙ্গিপুরের প্রার্থী হিসাবে চাইছেন আমজনতা

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১৬ মার্চ ঃ ছাত্র যুব সমাজে জনপ্রিয়তার শীর্ষে কংগ্রেস নেতা আসিফ ইকবাল। ফারাক্কার তরুণ এই আইকন আসিফ ইকবাল বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস প্রার্থী হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলেই রাজনৈতিক মহলের অভিমত। বেশকিছুদিন আগে ফারাক্কায় আদানি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জোর করে জমি অধিগ্রহণের সময় আদানি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখ ছিলেন আসিফ ইকবাল।

আদানি গ্রুপ ভারত থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা জেলায় একটি ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করেছে। এই প্রকল্পটিকে একটি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের পরিবেশবাদীরা এর আগে উদ্ভিদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। পরিকল্পনা অনুসারে, গোড্ডা থেকে বিদ্যুতের তারগুলি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রবেশ করতে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা এবং মালদা সহ উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার মধ্য দিয়ে যাবে। আদানির পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সাপ্লাই কোম্পানি ফারাক্কা সহ জেলার কয়েকটি গ্রামে উচ্চ-ক্ষমতার বৈদ্যুতিক লাইন বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। অবশেষে ২০২২ সালের জুলাই মাসে ফারাক্কায় একটি বড় সংঘর্ষ হয়. যখন ফারাক্কার বেনিয়াগ্রাম এবং ইমামনগর গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিবাদ করে এবং সেই সময়ে প্রকল্পটি বন্ধ করতে সক্ষম হয়। বিক্ষোভকারীদের মতে, হাইটেনশন বৈদ্যুতিক তার বিছানোর বিষয়ে তাদের সাথে পূর্বে কোনো আলোচনা হয়নি। আদানির বিরুদ্ধে সেই সময় প্রতিবাদের মুখ ও প্রধান ব্যক্তি ছিলেন যুব নেতা আসিফ ইকবাল। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আম ও লিচু চাষীদের ন্যায় প্রদান করতে বিক্ষোভকারীদের পাশে দাঁড়ান তিনি। আসিফ ইকবালকে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ আটক করেছিল, মারধর করেছিল এবং তার হাত ভেঙে গিয়েছিল

কিন্তু আদানি বা প্রশাসনের কাছে নত স্বীকার করেননি তিনি।

আসিফ ইকবাল ছিলেন একমাত্র কংগ্রেস নেতা যিনি আদানির বিরুদ্ধে কৃষক ও জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই সাধারন মানুষ, ছাত্র, যুব সমাজের প্রত্যেকের মধ্যেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে চলে এসেছেন কংগ্রেস যুব নেতা আসিফ ইকবাল।

প্রার্থী হিসেবেও আসিফ ইকবালকেই চাইছেন জঙ্গিপুরবাসী।

মন্ত্রী পার্থর বিরুদ্ধে ফের দুর্নীতির অভিযোগ অর্জুনের

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ মার্চ ঃ তৃণমূলের ব্যারাকপুরের প্রার্থী তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে ফের দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছেন অর্জুন সিং। শুধু তাই নয়, সরাসরি পার্থর নাম উল্লেখ করে অর্জুনবাবু বলেন, অপেক্ষা করুন। দুয়ারে ইডি! সন্দেশখালি টু নৈহাটি ট্রেন চালু হচ্ছে। সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বেআইনি কারবারের সঙ্গে পার্থ ভৌমিক যে জড়িত তাঁর প্রমাণ আমার হাতে রয়েছে। অর্জুনবাবুর আরও দাবি, আমি প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না। শাহজাহান-শিবু হাজরার সঙ্গে পার্থ ভৌমিকও নৈহাটিতে প্রচুর জমি কিনেছেন। হোটেলের ব্যবসা থেকে মাছের ব্যবসা, কত কী করেছেন, শাহজাহানের সঙ্গে পার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সব নথি আমার কাছে আছে। সময় এলেই দেখতে পাবেন।জবাবে পাল্টা প্রতিক্রিয়া ধেয়ে এসেছে পার্থ ভৌমিকের কাছ থেকেও। পার্থ বলেন, ওনার কাছে যদি প্রমাণ থাকে তাহলে টিভিতে মুখ না দেখিয়ে যেখানে জমা করার করতে বলুন না! একই সঙ্গে অর্জুনবাবুকে বন্ধু সম্বোধন করে পার্থ বলেন, এসব মিথ্যে বলে টিভির পর্দায় মুখ দেখানো যায়, মানুষের মন জয় করা যায় না। মনোনয়ন জমা করব, তখন সব দেখে নেবেন।

হাওড়া ময়দান থেকে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড স্ট্রেচ ৭০ হাজার মার্ক অতিক্রম করে প্রথম দিনেই

কলকাতা, ১৬ মার্চ ঃ গ্রীন লাইনের হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড স্ট্রেচ পর্যন্ত বাণিজ্যিক মেট্রো পরিষেবা ১৫.০৩.২০২৪ (শুক্রবার) থেকে শুরু হয়েছে প্রথম দিনেই। এই স্ট্রেচে ফুটফল সত্তর হাজার ছাড়িয়েছে এই স্ট্রেচে মোট ফুটফল নিবন্ধিত হয়েছে। ৭০২০৪ হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনে সর্বোচ্চ (২৩৪৪৪) জনপদ নিবন্ধিত হয়েছে হাওড়া মেট্রো স্টেশনে ২০৯২৩ জন যাত্রীর পদদলিত হয়েছে। মহাকরণ এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনগুলি প্রথম দিনেই যথাক্রমে ১৩৪৫৩ এবং ১২৩৮৪ ফুটফল নিবন্ধন করেছে জীবনের সর্বস্তরের এবং কলকাতা, হাওড়া এবং শহরতলির বিভিন্ন এলাকা থেকে যাত্রীরা এই মেট্রোতে হুগলি নদীর তলদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠতে তাদের আনন্দ এবং উদযাপন দৃশ্যমান ছিল মেট্রো কর্মীরা তাদের একটি মসৃণ এবং স্মরণীয় ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। যাত্রীরাও সমন্বিত টিকিট সহ এসপ্ল্যানেড এবং কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনগুলিতে করিডোর পরিবর্তন করা সুবিধাজনক বলে মনে করেছেন মেট্রো কর্মীরা। তাদের নিজ নিজ মেট্রো খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে পর্যাপ্ত কাউন্টার খোলা হয়েছে। এবং যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ও মসৃণ যাত্রার সুবিধার্থে স্মার্ট কার্ড, টোকেন, কাগজ ভিত্তিক কিউআর টিকেটও উপলব্ধ করা হয়েছে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের একটি খুব সস্তা, দ্রুত এবং ট্রাফিক স্নার্ল-মুক্ত যাত্রা প্রদান করেছে যা কলকাতা এবং শহরতলির জন্য একটি চূড়ান্ত ট্র্যাফিক সমাধান হতে চলেছে।

কোভিড পরিস্থিতিতে বিধিনিষেধ অমান্য করার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় হাজিরা দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ বাম নেতৃত্বরা

আগরতলা, ১৬ মার্চ ঃ কোভিড পরিস্থিতিতে বিধিনিষেধ অমান্য করার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় হাজিরা দিতে আগরতলায় সিজেএম আদালতে গেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ সিপিএমের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

আদালতে মামলা নথিভুক্ত হওয়ার পর থেকেই দফায় দফায় হাজিরা দিয়ে যাচ্ছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রাক্তন মন্ত্রী বিধায়করা। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শনিবার আদালতে হাজিরা দিতে উপস্থিত হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী পবিত্র কর, মানিক দে, বাদল চৌধুরী। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন শংকর প্রসাদ দত্ত, কৃষ্ণা রক্ষিত, রমা দাস, মধুসূদন দাস প্রমুখ বাম নেতা-নেত্রী। এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ আদালতে হাজির হন বাম নেতৃত্বরা। যদিও আদালত তাদের থেকে খুব একটা সময় নেয়নি। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, মানুষের স্বার্থে, শ্রমিকদের স্বার্থে, বেকারদের স্বার্থে কথা

বলায় প্রশাসন মুখ বন্ধ করতে একটি মামলা নথিভুক্ত করে। সে মামলার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালত বাম নেতৃত্বদেরকে হাজিরা দিতে বলেছে। তিনি বলেন বিচারকরা সেই অর্থে কোন কিছু না বলে পরবর্তী সময় ধার্য্য করে দেন। প্রসঙ্গত ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতির সময় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াতে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা নথিভুক্ত করে। যদিও সেই পরিস্থিতির সময় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৪৪ নং ধারা জারি ছিল। সেই অনুসারেই পুলিশ উক্ত বাম নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিল।

সিঙ্গুরের ডাকাত কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে এবং দেয়াল লিখন এর মধ্য দিয়ে প্রচার শুরু করলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ মার্চঃ আজ সিঙ্গুর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও নেতৃত্বের উদ্যোগে হুগলী লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি সিঙ্গুরের ডাকাত কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে এবং দেয়াল লিখন এর মাধ্যমে প্রচার শুরু করলেন। পাশাপাশি সিঙ্গুরের জামিন বেড়িয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক ও নেতৃত্বের সাথে নিয়ে এক কর্মী বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন তিনি। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না হুগলী তৃণমূল কংগ্রেস

সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা ধনিয়াখালীর বিধায়িকা অসীমা পাত্র সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

ওই সভায় রচনা ব্যানার্জি বলেন এই সিঙ্গুর থেকেই মমতা ব্যানার্জি আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেখান থেকেই আমি এবারের লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তিনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের এবং সাধারণ মানুষের ঐকান্তিক ভালবাসাকে পাথেয় করে এই লড়াইয়ে আমি জয়যুক্ত হব।

মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় কোনভাবেই জিততে পারবেন না। মানুষের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই ২০১৯ সালে মানুষের কাছে এসেছিলেন আর এখন ভোট চাওয়ার জন্য ২০২৪ এ মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাইছেন।

কিন্তু মমতা ব্যানার্জির সামগ্রিক উন্নয়নে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েই রচনা ব্যানার্জিকে জয়যুক্ত করবেন। আজকের এই কর্মী বৈঠকে তৃণমূল নেতৃত্ব ছাড়াও বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বর্ষব্যাপী নিরলসভাবে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করে চলছেন ঃ রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৬ মার্চ ঃ সামগ্রিক টিকাকরণ শুরুর পূর্বে পোলিও, বসন্ত ইত্যাদি রোগে অনেকের জীবনহানি হত। স্বাস্থ্যকর্মীরা বর্তমানে বর্ষব্যাপী নিরলসভাবে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করে চলছে। শনিবার রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু জাতীয় টিকাকরণ দিবস- ২০২৪ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় রাজভবনে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল টিকাকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। রাজ্যপাল বলেন, অনুষ্ঠানে টিকাকরণের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকার উপর রাজ্যপাল গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজ্যপাল বলেন, এবছর প্রথমবারের মতো রাজভবনে জাতীয় টিকাকরণ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু শিশুদের পোলিও ডোজ খাওয়ান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রঞ্জন বিশ্বাস, রাজ্যপালের উপসচিব রতন ভৌমিক, জেলা টিকাকরণ আধিকারিক ডাঃ ঈষিতা গুহ, রাজভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অম্লান দত্ত প্রমুখ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১০৭ সংখ্যা, রবিবার, ৩ চৈত্র, ১৪৩০

কাশ্মীরে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী ?

রাষ্ট্রপুঞ্জ এখন ঝামেলায় পড়ে গিয়েছে। যেভাবে রাশিয়া চিন রাষ্ট্রপুঞ্জের ওপরে খবরদারি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তা পড়ে গিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল। এদিকে ইজরায়েল তো বলেই দিয়েছে রাষ্ট্রপঞ্জে যদি ইজরায়েলি বিরোধী কোনও প্রস্তাব পাশ করা হয় তাহলে সেটা কিন্তু ইজরায়েলের দেশের পক্ষে বিপদজনক হবে। ইজরায়েল জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করেছে। হামাস জঙ্গি গোষ্ঠী বিরুদ্ধে তাদের লড়াই। এদিকে ভা রত ইজরায়েলকে সমর্থন দিচ্ছে আবার অন্য দিকে ভারত প্যালেস্টাইনদের জন্য মানবিক সাহায্য পাঠাতে শুরু করেছে। আবার অন্য দিকে ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ যা শেষ হচ্ছে না। রাশিয়া আবার ইউক্রেনের দখলীকৃত স্থানে নির্বাচন করানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে এক্ষনদেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ইউক্রেন এখন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিভ গেল আমেরিকার দিকে আবার মারিয়ুপোল সহ অন্যান্য রুশ অধিকৃত স্থান রাশিয়ার দখলে থাকলো। কিভকে যে রাশিয়া গ্রহণ করতে পারবে না সেই রকমভাবে প্রতিরক্ষা বেষ্টনি গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে ব্রিটেন এবং আমেরিকার বসে রয়েছে। ফলে নিশ্চিন্তে বসবাস করছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। তাঁর আর কোনও ভাবনা নেই। কিভকে এখন সুরক্ষিত রাখাই হচ্ছে তাঁর লক্ষ্য। ইউক্রেন যুদ্ধের গতি প্রকৃতি দেখলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কথা মনে পড়ে যায়। জার্মানকে ভাগ করে নিয়েছিল রাশিয়া এবং আমেরিকা। ইউক্রেন নিয়ে সেই ধরনের খেলা চলতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে ইউরোপ থেকে শুরু করে গোটা বিশ্ব বেশ চিন্তিত। রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠন করে তো তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কোনও লাভই হচ্ছে না। রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে। এদিকে হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে তুরস্ক, ইরান এবং ইরাক সহ বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশ। ইজরায়েল এখন নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে যুদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে। আর এদিকে আমেরিকা এবং ব্রিটেন ইজরায়েলকে যুদ্ধ করতে সাহস দিতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া এবং চিন এ ব্যাপারে চুপ করে বসে রয়েছে। মুখ দিয়ে তারা কোনও কথা বলতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তারাও অপরাধী। চিন তো প্রস্তুত হয়ে গিয়েছি তাইওয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। কী কারণে তা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল সেটাও একটি রহস্য বলা যেতে পারে। এদিকে ভারতের দিকে তাক করে পাকিস্তানের নয়া সরকার হুমকি দিতে শুরু করে দিয়েছে। আবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে ঘটলা পাকানোর চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এদিকে ভারত কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে ফেলেছে। ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করে দিয়েছে। তার ফলে কাশ্মীরকে এখন ভারতের অন্য রাজ্যগুলির মতো থাকতে হচ্ছে। বিশেষ রাজ্যে হিসাবে কাশ্মীরকে আর দেখা হবে না জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতর। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি কাশ্মীর সফর করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তো পরিস্কার করে না বললেও বুঝতে পারা যাচ্ছে যে কাশ্মীরে এবারে একজন হিন্দুকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। বিজেপি সেই কাজ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। পরিবারতন্ত্র কাশ্মীরে আর চলবে না। হিন্দু পণ্ডিতদের রাজ শুরু হবে।

চিন এশিয়ার দিকে ঝঁকুছে

ভারত, আমেরিকা এবং ইউরোপকে জব্দ করতে চিন এখন এশিয়ার দিকে ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান দিয়ে তারা যাত্রা শুরু করেছিল। পাকিস্তানকে ভারত বিরোধী অবস্থায় রেখে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। বাংলাদেশের ওপরে চিন নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আওয়ামি লিগের নেত্রী খেশ হাসিনা ভারতের পক্ষে থাকায় সেটা করতে পারছে না চিন। নেপালকে ভারত বিরোধী করে তোল চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানকার প্রধানমন্ত্রী একটি সময়ে ভারত বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। এরপরে আসছে ভুটানের কথা। ভুটানকে ভারত বিরোধী করে তোলার দিকে চিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ভূটানের রাজা ভারতের পক্ষে থাকায় চিন বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়ে গিয়েছে। ইউরোপ, ভারত এবং আমেরকিাকে জব্দ করতে চিন কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে। মলদ্বীপ চিন প্রবেশ করেছে। সেখানে একটি সামরিক বন্দর তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বলে বিশেষ সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে তাইওয়ানের দিকে চিনের নজর ছিল। কিন্তু তাইওয়ানের নির্বাচন চিন বিরোধী নেতা লাই ছিং জয়ী হয়েছেন। তার ফলে চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তাইওয়ানের সবচেয়ে বিপদজ্জনক ব্যক্তি হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ছিং। এদিকে চিন থেকে বলা হয়েছে যে তাইওয়ান গ্রহণের ক্ষেত্র চিন তাদের ভূমিকা থেকে সরে আসছে না। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রী বলেছেন যে তাইওয়ানের মানুষ যদি স্বাধীনতার কথা ভাবে এবং যদি তারা চিনের হাত থেকে বের হয়ে আসার কথা ভাবতে শুরু করে তাহলে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন তাইওয়ান এবং চিন অতীতে আলাদা কোনও দেশ ছিল না। এদিকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে রাশিয়া যেমন মনে করে থাকে ইউক্রেন তাদের অংশ সেটা একটি স্বাধীনতা সার্বভৌ রাষ্ট্র নয়। ঠিক সেই রকম চিন তাইওয়ানকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নিতে চাইছে না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

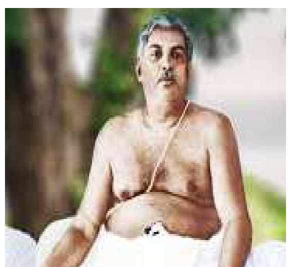

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন জীবন ধর্মের সবচেয়ে সেরা কি? সেটা হচ্ছে মাতৃভক্তি। মায়ের প্রতি আকর্ষন অনুভব করা। মায়ের প্রতি যার আকর্ষন রয়েছে তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। এটা হচ্ছে মাতৃ আশির্বাদ। এর থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। মায়ের ভক্তি পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। আবার মাতৃভক্তি কোনও সময়ে ঋণ হয় না। মাতৃভক্তি হচ্ছে অকৃত্রিম। এই জগতে সেরা হচ্ছে মাতৃভক্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে যাঁরা সুনাম অর্জন কবেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মাতৃভক্ত। । বিদ্যাসাগর মাতৃভক্তির জোরে তিনি বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যেখানে জ্ঞান দেখেছেন সেখানেই ছুটে গিয়েছেন জ্ঞান আহরণ করার জন্য। জ্ঞান দিলে জ্ঞান ফুরিয়ে যায় না। সেটা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। কোনও রকমে পেট চালানো যেতে পারে। কিন্তু বড় কাজ করতে গেলে বড় মনের পরিচয় দিতে হয়। বড় মনটাকে অর্জন করতে হয়। বড় মন পাওয়ার জন্য সাধনা করতে হয়। যিনি সাধনা করতে পেরেছেন তিনিই বড় মনটাকে গ্রহণ করতে পারেন। সকলের দ্বারা বড় মন অর্জন করা সম্ভব হয় না। সত্যের মধ্যে রয়েছে বড় মন লুকিয়ে। সত্যকে জয় করতে হবে। সেটাকে জয় না করতে পারলে একবারে তলিয়ে যেতে হবে। আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মাথা তুলে শক্তভাবে দাঁড়াতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা হচ্ছে মাতৃশক্তি। মাতৃশক্তি সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। মা যদি সত্যবাদী না হয় তাহলে তাঁর শক্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। অসৎ মা কোনও সময়ে তাঁর সন্তানদের শক্তি দিতে পারে না।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদনও এগিয়ে আসেন

কলকাতায় ডেভিড হেয়ারের মূর্তি স্থাপনের ইচ্ছায়

রবীন্দ্র কুমার শীল

ডেভিড হেয়ারকে কেউ ইংরেজ বলে না। তার কারণ তিনি সব সময়ে বাংলার মানুষের উন্নতির কথা ভাবতেন। কী করে বাংলার ছেলেমেয়েরা উন্নত জীবন যাপন করতে পারবে তার কথা ভাবতেন। বাংলার শিক্ষার উন্নতি জন্য তিনি সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বাংলা নবজাগরণের যুগে রাজা রামমোহন রায় যখন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনসমর্থন আদায় করতে শুরু করে দিয়েছেন তখন থেকে বাংলায় বহু হিতৈষী ইংরেজরা এসে উপস্থিত হয়েছিল। ইঁনাদের মধ্যে রয়েছেন উইলিয়াম কেরি, ডেভিড হেয়ার, ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন, জন মার্শাল সহ আরও অনেকে। তাঁদের উৎসাহে বাংলা জাগতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলার প্রাচীন খোলস ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আধুনিক পোশাক পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পর হিন্দু কলেজ স্থান করা হয়েছিল। এই হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি তখন বাংলার অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে একটি সংস্থা তৈরি করেছিলেন। যদিও পরে এই 'ইয়ং বেঙ্গল' সমাজের মধ্যে ঝড় তুলতে সমর্থ হয়েছিল। হিন্দু কলেজে যখন ডিরোজিওকে নিয়ে বিতর্ক হতে শুরু করে দিয়েছে তখন ডেভিড হেয়ার বাংলার শিক্ষা জগতে প্রবেশ করেছেন এবং শিক্ষা জগতে উন্নততর করে তোলার চেষ্টা করতে শুরু করেছেন। কলকাতায় মেডিকেল কলেজে প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে সেই সময়ে মধুসূদন গুপ্তের শবব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন ডেভিড হেয়ার। সংস্কৃত কলেজ এবং হিন্দু কলেজ তখন পাশাপাশি ছিল। সংস্কৃত কলেজ থেকে পাশ করে শিক্ষক হচ্ছেন বিদ্যাসাগর। আর মাইকেল হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করে কবি হচ্ছেন। বহু ইংরেজ ভারতে এসে এখানকার মানুষ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাদের পরিচয় বিলাতের চেয়ে বাংলায় বেশি করে পাওয়া যায়। বাংলায় বেশি করে ইংরেজরা আসতে শুরু করে দিয়েছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তখন কলকাতা ছিল ইংরেজ শাসকদের প্রাণ কেন্দ্র। এই কলকাতা থেকে সারা ভারত জুড়ে প্রভাব বিস্তার করার কৌশল রপ্ত করতো ব্রিটিশ শাসকেরা। হায়দ্রাবাদের নবাব ওয়াজেদ আলিকে কলকাতায় নির্বাসন দিয়েছিল ইংরেজরা। তারা ওয়াজেদ শাহকে গ্রেফতার করে কলকাতায় নিয়ে আসে। তখন ওয়াজেদ আলি শাহ মেটিয়াব্রুজে প্রসাদ নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। যাই হোক কলকাতা হচ্ছে ইংরেজ শাসকদের একটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। এখান থেকেই শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে একেবারে বার্মা পর্যন্ত ইংরেজরা নজরদারি চালাতো। কলকাতায় ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২) সাতষট্টি বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করার পর তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থের জন্য একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মর্তি তৈরি করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মতো পণ্ডিতেরা। ১৮৪২ সালের ১ জুন ডেভিড হেয়ারের পরলোগমন হলে তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য কলকাতার মেডিকেল কলেজে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই স্মরণ সভায় ডেভিড হেয়ারের উপস্থিত ছিলেন রাজা কৃষ্ণনাথ রায়, সত্যচরণ ঘোষাল, বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দিগম্বর নিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ সহ প্রায় পাঁচশো জন্য মানুষ। এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার এইচ এইচ গুডিভ, ডাক্তার এফ মোয়াট, ক্যাপ্টেন প্যাট্রিক, ক্যাপ্টেন ডি এল রিটার্ডসন, জে সি সি সাদারল্যাণ্ড প্রমুখ ডেভিড হেয়ারে বন্ধু এবং অনুরাগীরা। এই সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে ডেভিড হেয়ারের নামে কোনও স্মৃতিসদন তৈরি করা হবে না। তার পরিবর্তে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। একটি মূর্তি কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। সেই কমিটি অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করে। ওই শোকসভায় দিগম্বর মিত্র বলেছিলেন যে হেডিভ হেয়ারের নামে একটি স্মৃতি সদন তৈরি করে সেখানে মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর হোক। মূর্তি বা তৈলচিত্র তৈরি করা যেতে পারে। সভায় জি এল রিচার্ডসন দিগম্বর মিত্রের কথাকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এই শোকসভায় হরচন্দ্র ঘোষ 'লাইসিয়াম' নির্মাণ করার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিলেন। বহু তর্ক বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে ডেভিড হেয়ারের একটি পূর্ণাকৃতি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। মেডিকেল কলেজে প্রথম সভায় হয়েছিল। তারপরেই দ্বিতীয় সভা হল হিন্দু কলেজে। সেই সভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন। দ্বিতীয় সভায় অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেখানকার সংগৃহীত অর্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে জমা রাখার সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়। দাতাদের সুবিধার জন্য হিন্দু কলেজ, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী এবং কার টেগোর কোম্পানি অফিসে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। ব্রিটিশ সরকার এই টাকা দেয়নি। কারণ ডেভিড হেয়ার ব্রিটিশ হলেও তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন না। তবে তিনি শিক্ষাদীক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং ছেলেরা যাতে ভালো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার দিকে নজর দিয়েছিলেন। তিনি ডাক্তার ছিলেন না। তবুও তিনি কলকাতার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তারপরে ডাক্তার গুডিভ এসে মেডিকেল কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ডেভিড হেয়ারের খুব সুনাম ছিল। তার ফলে পনেরো থেকে কুড়ি দিনের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছিল আট হাজার দুশো কুড়ি টাকা। 'বেঙ্গল হরকরা' (১২ জুলাই ১৮৪২ সালে) সংবাদপত্র থেকে পাওয়া গিয়েছিল কত অর্থ সংগ্রহ হয়েছে এবং কারা কারা অর্থ দিয়েছেন তার একটি তালিকা। কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় স্ট্যাচু তহবিলে সর্ব্বোচ্চ দাতা ছিলেন। তিনি দান করেছিলেন তিন হাজার টাকা। বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী দিয়েছিলেন এক হাজার টাকা। রামগোপাল ঘোষ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছিলেন পাঁচশো টাকা। দিগম্বর মিত্র দুশো, প্যারিচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী এবং নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর একশো টাকা করে দিয়েছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র আর রাজনারায়ণ বসু দু'জন দিয়েছিলেন পঞ্চাশ টাকা। দাতাদের তালিকার মধ্যে ছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন দত্ত তখন মাইকেল বলে পরিচিতি লাভ করেননি। হেয়ারের স্মৃতি রক্ষায় তিনি কুড়ি টাকা দিয়েছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী চল্লিশ টাকা এবং প্যারীচরণ সরকার পঁচিশ টাকা দিয়েছিলেন। ছোটো বড় আরও বহু লোক টাকা দিয়েছিল ডেভিড হেয়ারের মূর্তি গড়তে তাঁর স্মৃতি রক্ষা কমিটিতে।

প্রথম থেকেই কলকাতার এক শ্রেণির ইংরেজরা ডেভিড হেয়ারকে সুনজরে দেখতো না। তারা গোড়া থেকে স্ট্যাচু তৈরি করার বিরোধিতা করতে শুরু করে। 'বেঙ্গল হেরাল্ড', 'লিটারেরি গেজেট', এবং শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় হেয়ারের মূর্তি বসানো নিয়ে নানান কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের অভিমতকে সমর্থন করে 'লাইসিয়াম' নির্মাণ করার পক্ষে মত দিয়েছিল। এই পত্রিকা আশা প্রকাশ করেছিল যে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষা যেমন বাতিল হয়ে গিয়েছিল ঠিক সেই রকম হেয়ারের স্মৃতিরক্ষাও বাতিল হয়ে যাবে। ১৮৪২ সালে ৭ জুলাই 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ওই বিষয়ে লিখেছিল-"Monday : July 4- As account appears this morning in the journals of a public meeting of the friends of the Late Mr. David Hare, for the purpose of determining on the suitable tribute o his memory, when it was determind to erect the statue in honour of him. The subscriptions received amount to more than 8000 Rupees. We think with Capt. Richardson that the building of a Lyceum would have been more appropriate. We hope the committee will not allow the matter to drop, as in the case of Rammohan Roy"। 'বেঙ্গল হেরাল্ড', 'লিটারেরি গেজেট' এবং 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' হেয়ারের মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকে। কলকাতার দৈনিক 'ইংলিশম্যান' অর্থ আদায়ীকৃত ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলতা থেকে অনুমান করে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ১৮৪২ সালের ১৪ জুলাই সাপ্তাহিকীতে লিখেছিল -"Monday : 11 July- The proposal to erect a Lyceum instead of a statue to commemorate the services of the late David Hare, has been negatived, and a statue voted to his memory. Nature never intended his form and figure as a model for a statuary; and we regrett he vote on more ground than one. The subcriptions amount according to a list published in this day's Englishmen , to 8220 Rs : of which 5000 Rs. are given by three indiviuals." হেয়ারের অনুরাগীরা দমবার পাত্র ছিলেন না। তাঁরা হেয়ারের মূর্তি প্রতিষ্ঠার বিরোধীদের মুখের ওপরে জবাাব দিতে শুরু করলেন। হেয়ার অনুরাগী রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' এই প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন মানুষের সৎ গুণ থাকলেও স্ট্যাচু করা হয়। শ্রীহান থাকলেই তাঁর স্ট্যাচু করা চলবে না এটা কোনও কথাই হতে পারে না। গ্রীক দার্শনিত সক্রেটিসও ছিলেন কদাকার এবং কুৎসতি। তবুও তাঁর মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। হেয়ারের অনুরাগীদের যুক্তি ১৮৪২ সালে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যে উদ্দীপনায় উদ্যোগ গ্রহণ শুরু হয়েছিল সেই উৎসাহ ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছিল। ফলে ইংরেজরা আবার শুরু করলো ঠাট্টা তামাশা। ইংরেজি পত্রিকাগুলি গোড়া থেকে হেয়ারের মূর্তি বসানোর ব্যাপারে নানা রকম কুমন্তব্য করতে শুরু করে দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে চাঁদা তোলার উৎসাহ খানিকটা স্তিমিত হয়ে গেলে হেয়ারের অনুগামীরা চুপ করে বসেছিলো না। প্রথম থেকেই তাঁদের ইচ্ছা ছিল ইতলি থেকে হেয়ারের মূর্তি তৈরি করা হবে। মূর্তি যাতে নিখুঁত হয় তার জন্য স্ট্যাচু কমিটি ডেভিড হেয়ারের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন। যোসেফের কাছ থেকে হেয়ারের একটি তৈলচিত্র এবং মুখের ছাঁচ ইতালির ভাস্করের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে কলকাতায় ছিলেন প্রথিতযশা শিল্পী কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট। যোশেফ হেয়ার এবং কোলসওয়ার্দি গ্র্যান্ট দুইজন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মূর্তি তৈরি করার জন্য এই সব গুলি ইতালির ভাস্করে কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। স্ট্যাচু কমিটির সম্পাদক হরচন্দ্র ঘোষ মূর্তি গড়ার জন্য বড় বল বিদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানগুলি ইতালিতে না থাকার ফলে ইংল্যাণ্ডেই হেয়ারের মূর্তি গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে খ্যাতনামা শিল্পী ছিলেন এডওয়ার্ড হজেস বেলি। তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল হেয়ারের তৈলচিত্র এবং তাঁর মুখের আবয়ব। ....

(ক্রমশ)

রাজস্থানের মাড়বারে 'রাঠোর' শব্দটা খ্যাতি

বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতের উত্তর-পশ্চিমের প্রান্তিক রাজ্য রাজস্থান- মেবার, মাড়বার আর আরাবল্লী পাহাড় নিয়ে গড়া। রাজস্থানের ২য় বৃহত্তম শহর যোধপুর মাড়বারের কেন্দ্রীয় শহর; নীলনগরী বা 'ব্লু সিটি' নামেই খ্যাত এবং থর মরুভূমির হাতার মধ্যেই এর অবস্থান। মাড়বার অঞ্চল দীর্ঘদিন যাবৎ রাঠোর রাজপুতদের শাসনাধীন হয়েই ছিল। 'রাঠোর' শব্দটা খুব সম্ভব 'রাষ্ট্রকূট' নামের অপভ্রংশ। প্রাচীন জাতি রাষ্ট্রকূটদের পতনের পরে তারা উত্তরদিকে সরে গিয়ে কনৌজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে (গাহড়বাল বংশ)। তাদের শেষ সম্রাট জয়চাঁদ ছান্দওয়াড়ের যুদ্ধে নিহত হন। এরপর তাঁর গোষ্ঠীর লোকেরা মাড়বার অঞ্চলে এসে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মাড়বারে আসার পরে রাঠোরদের রাজধানীগুলি ছিল যথাক্রমে - পালি(১২৪৩-১৩৯৫), মান্দোর (১৩৯৫-১৪৫৯) এবং ১৪৫৯ থেকে যোধপুর। যোধপুর আগেই বলা হয়েছে যে যোধপুর রাজস্থানের ২য় বৃহত্তম শহর। জনসংখ্যা ১.৫২ মিলিয়ন। ঐতিহাসিক মারোয়াড় রাজ্যের রাজধানী। থর মরুভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে স্থাপিত বহু প্রাসাদ, মন্দির ও দুর্গ সমন্বিত যোধপুর এক আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র; রাজস্থান ও ভারতের নীলনগর নামে পরিচিত। মেহরানগড় কেল্লাকে বৃত্তাকারে আবেষ্টন করে বিস্তৃত এই প্রাচীন শহর বর্তমানে নগর-প্রাচীর ছাড়িয়ে আরও বহুদূরে ছড়িয়ে গেছে। ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন রাঠোর বংশের রাজপুত প্রধান রাও যোধা। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি জয় করে মান্দোরের এই বাসিন্দা মারোয়াড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যার রাজধানী হয় যোধপুর। মুঘলদের সঙ্গে রাঠোরদের দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধ চলেছিল।

রাও গঙ্গা এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাঠোর যোদ্ধা মালদেও রাঠোরের রাজত্বকালে মারবাড় মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা বজায় রেখেছে। চন্দ্রসেন রাঠোরের মৃত্যুর পরে ১৫৮১ খ্রি. মারবাড় মুঘলদের অধীন হয়। কিন্তু লড়াই থেমে থাকেনি। বিরোধের মধ্যেই, ১৬৭৮ খ্রি. রাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হয় এবং তার অব্যবহিত পরেই জন্ম নেন তাঁর পুত্র অজিত সিংহ। তাঁকে কিন্তু সম্রাট ঔরঙ্গজেব রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেননি। এই সময়েই রাঠোব বীর দুর্গাদাস ৩১ বছর ধরে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মারবাড়কে মুঘলদের শাসনমুক্ত করেন। ১৮ শতকের শেষভাগ থেকে ১৯ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই রাজ্যের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল সিন্ধিয়া আর হোলকার গোষ্ঠী। মারাঠাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়ে এবং অন্তর্কলহে দীর্ণ হবার ফলে রাঠোররা দুর্বল হয়ে পড়ে। গত ১১ মার্চ দেখতে গিয়েছিলাম মেহরানগড় কেল্লা; তার সচিত্র বিবরণ আগে দিয়েছি। ১৪ তারিখ দেখে এলাম মান্দোর গার্ডেন - পুরোনো কেল্লা ও সংগ্রহশালা। রক্ষণাবেক্ষণ ভালো নয়। আলো সব জায়গায় ঠিকমতো পাইনি। তবু, আজ তারই কিছু ছবি দিলাম। রাজস্থান মানেই ইতিহাস। বীরের ইতিহাস। সেই কারণে রাজস্থানকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বহু উপন্যাস লিখেছেন। ডক্টর রমেশ মজুমদার রাজপুতানার ইতিহাস রচনা করে গিয়েছিলেন। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজপুর বীরাই প্রেরণা ছিল।

তবলাও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে

বিশেষ প্রতিবেদন

জাকির হুসেন আল্লারাকা কোরেশি ৯ মার্চ, ১৯৫১, ভারতের বোম্বেতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওস্তাদ আল্লাহ রাখা খানের ছেলে, একজন সুপরিচিত ভারতীয় তবলা বাদক। জাকির ড্রামের ওপারে পৌঁছানোর সাথে সাথে তবলা বাজাতে শুরু করেন। তার বাবার সাথে তার অধ্যয়ন নিবিড় ছিল আপনি দিনের ২৪ ঘন্টা সংগীতের পরিবেশে বড় হন, তিনি বলেছিলেন, এবং আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। হুসেন সাত বছর বয়সে কনসার্ট খেলতে শুরু করেন এবং ১২ বছর বয়সে সফর শুরু করেন।

তবলা চতুর্দশ শতাব্দীতে কণ্ঠ, যন্ত্রসঙ্গীত এবং নৃত্য সঙ্গীতের সাথে বিকশিত হয়েছিল এবং এটি দুটি ড্রামের সমন্বয়ে গঠিত। এককে বলা হয় দায়ান (ডানে), মেডেন (মহিলা), বা তবলা ; অন্যটিকে বলা হয় বি আয়ান (বাম), দু (পুরুষ), বা ধম। তবলা বাজানোর জন্য , সঙ্গীতশিল্পী যন্ত্রটিকে মেঝেতে বিশ্রাম দেন এবং এটির পিছনে সোজা বা বাঁকানো অবস্থায় বসেন। তিনি বাম হাতে বাম ড্রাম এবং ডান হাতে ডান ড্রাম বাজান। বাম ড্রাম কাঠ, কাদামাটি বা তামা দিয়ে তৈরি হয় যা ভেতর থেকে ফাঁপা হয়ে যায়। এর শেল কাঠের একক ব্লক থেকে উদাস হয়। ডান ড্রামটি সাধারণত কালো কাঠ থেকে ফাঁপা হয়। নীচে উপরের থেকে প্রশস্ত। উভয়ই চামড়ার স্ট্র্যাপের সাথে বেঁধে রাখা চামড়া দিয়ে আবৃত, যা চামড়ার বন্ধনী দ্বারা ড্রামের শরীরের উপর প্রসারিত হয়। এই স্ট্র্যাপগুলি পিচ বাড়াতে বা কম করার জন্য টানা যেতে পারে। সঙ্গীতশিল্পী সু-প্রতিষ্ঠিত সময় চক্র (তালাস) বাজায় যেগুলো ঢোল বাজান (বোল) থেকস নামে সম্পাদিত হয় । তবলা ভারতীয় ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত । হুসেন একজন উদ্ভাবক হিসাবে পরিচিত তবে ধারাবাহিকতার সাথে উদ্ভাবনের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন দেখেন আপনাকে আপনার ঐতিহ্যের খুব কাছাকাছি থাকতে হবে, তবে বিশ্বের যা অফার করছে তার কিছু ইনজেক্ট করতেও সক্ষম হবেন। ভারতীয় সঙ্গীতের জন্য এটি দেখার সময়। বাইরের বিশ্ব শুধু ভারতীয় সঙ্গীত থেকে ধার নেওয়ার চেয়ে বাইরে। ক্ষু

তবলা বাজানো খুব কমই অচল। একটি রাগ পরিবেশন করার জন্য অন্যান্য সঙ্গীতশিল্পীদের সাথে ইম্প্রোভাইজেটরি ইন্টারপ্লে জড়িত থাকে, যার জন্য প্রখর স্বজ্ঞাত বোধের প্রয়োজন হয়। তবলা বাদকের একটি আকর্ষণীয় কাজ আছে, হুসেন বলেন। ক্ষুমঞ্চে থাকাকালীন তিনি কিছুটা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মতো। প্রধান যন্ত্রশিল্পী কী করবেন সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই, তাই তাকে যা করতে হবে তা হল মঞ্চে বসে অপেক্ষা করা যতক্ষণ না যন্ত্রশিল্পী একটি রচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সময়ে, তিনি খুঁজে পান তিনি কি করতে যাচ্ছেন, তিনি কি ধরনের মেজাজে আছেন, তার মেজাজ কেমন। প্রথম পাঁচ থেকে আট মিনিটের মধ্যে, আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে অনুমান করতে হবে যে সংগীতশিল্পীটি কী। আমাদের ঘটনাস্থলেই বুঝতে হবে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে তার সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চায় অথবা আপনি বলতে পারেন আমি একজন ক্যাচার ; কিন্তু যদি ক্যাচারটি না জানত যে কলসটি কী নিক্ষেপ করছে, তবে এটি একটি খুব আলাদা বলের খেলা হবে। হুসেন নিউ ইয়র্ক সিটির ফিলমোর ইস্টে রবি শঙ্করের সাথে পারফর্ম করে আমেরিকান ক্রিকেটে অভিষেক করেন। নিউইয়র্কে থাকাকালীন, তিনি গিটারিস্ট জন ম্যাকলাফলিনের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাদের বন্ধুত্ব শক্তি গঠনের দিকে পরিচালিত করে, একটি বাদ্যযন্ত্র দল যাতে ভারতীয় বেহালাবাদক এল. শঙ্করও ছিলেন। বছরের পর বছর ধরে, হোসেন কিছু সেরা ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদের সাথে এসেছেন

আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ

বিশেষ প্রতিবেদন

আজকের দিনে জন্মগ্রহণকারী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৯৩০ সালের ১৪ জুলাই নোবেলজয়ী সহকর্মী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে জার্মানিতে তাঁর বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন। দুটি মন বিজ্ঞান, ধর্ম এবং দর্শনের ধারণাগুলি আবিষ্কার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মধ্যকার কথোপকথন ১৯৩০ সালের ১৪ জুলাই আইনস্টাইন তাঁর বার্লিনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই দুজন জ্ঞান নক্ষত্র যখন এক সাথে হয়, তখন গভীর আলোচনা হবেই। তাঁরাও আলোচনা করেছিলেন মানব ইতিহাসের গভীর ও জটিল কিছু বিষয় নিয়ে। আলোচনার বিষয় ছিলো সত্য, সুন্দর ও চেতনা নিয়ে। একজন জগত সেরা বিজ্ঞানী, আরেকজন অন্তর্জগত নিয়ে ভাবা একজন দার্শনিক। তাদের দুজনের কথোপকথন ছিলো ইতিহাসের পাতায় নাম লেখানোর মতো। নিচের কথোপথনটি (Science and the Indian Tradition- When Einstein Met Tagore বইটির অংশ বিশেষ। ব্রেইন পিকিন্স এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সেই অংশ বিশেষের অনুবাদ নিচের লেখাটি। রবীন্দ্রনাথ আপনি গণিত দিয়ে স্থাল-কাল ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত আছেন। আর আমি এ দেশে এসে চিরন্তন জগত ও বাস্তবতার জগত সম্বন্ধে লেকচার দিচ্ছি। আইনস্টাইন আপনি কি মনে করেন স্বর্গ পৃথিবী থেকে আলাদা কোনো বস্তু? রবীন্দ্রনাথ না, আলাদা নয়। মানুষের আচরণেই মহাবিশ্বের রূপ ধরা পড়ে। এমন কিছু নেই যা মানুষ দিয়ে বোঝা যায় না। এ থেকে বোঝা যায় মানব সত্য মহাবিশ্বের সত্য এক। আমি এ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্যে বিজ্ঞানের একটা দিক উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি। বস্তু ইলেকট্রন-প্রোটন দিয়ে গঠিত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে বস্তুকে কঠিন মনে হয়, এর ভেতরটা ফাঁকা। একইভাবে মানবতা এমন অনেক স্বতন্ত্র মানুষ দিয়ে তৈরি। কিন্তু তাদের মাঝে এক

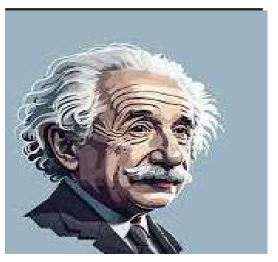

ধরণের ভেতরকার যোগসূত্র আছে, যা এই পৃথিবীকে একতাবদ্ধ করে। আমি কলা, সাহিত্য আর মানুষের ধর্মীয় বোধ নিয়ে চিন্তা করে এই ভাবনাটি পেয়েছি। আইনস্টাইন মহাবিশ্ব সম্বন্ধে দুই ধরনের ধারণা দেয়া যায়। এক ধরনের ধারণা যেখানে পৃথিবী মানুষের উপর নির্ভরশীল। আরেক ধরনের ধারণা যেখানে পৃথিবী মানুষ থেকে স্বাধীন। রবীন্দ্রনাথ যখন মহাবিশ্ব মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, তখন তা আমরা পরম সুন্দর ও সত্য হিসেবে অনুভব করি। আইনস্টাইন এটা তো মানুষ নির্ভর মহাবিশ্বের ধারণা। রবীন্দ্রনাথ এটা ছাড়া আর কোনো ধারণা থাকতে পারে না। এই পৃথিবী মূলত মানুষের পৃথিবী। পৃথিবী সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও একজন বৈজ্ঞানিক মানুষের দৃষ্টি। সত্যের কিছু কার্যকারণ ও উপভোগের মাপকাঠি আছে। পরম মানুষ আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ করে। আইনস্টাইন এটা মানব সত্তার অনুধাবন। রবীন্দ্রনাথ হ্যাঁ। একটি একক পরম সত্তা। আমাদের আবেগ ও কাজকর্মের মাধ্যমে একে অনুভব করতে করতে হবে। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে বুঝতে পারি পরম সত্তার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। বিজ্ঞান ব্যক্তি সত্তা নিয়ে চিন্তিত নয়। বরং বিজ্ঞান বিশ্ব সত্তা নিয়ে ভাবে এবং সত্য কখনোই ব্যক্তিগত বিষয় নয়। ধর্ম এই সত্যকে বোঝে। এই সত্য তাদের সবাইকে এক সুতোয় গাঁথে। ব্যক্তি সত্তা বিশ্ব সত্তায় রূপ নেয়। ধর্ম সত্যে মূল্য যোগ করে। আমরা সত্যকে ভালো হিসেবে জানি

অনুব্রতর অভাববোধ করবেন, তারাপীঠে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু শতাব্দীর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ মার্চ ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অনুব্রত মণ্ডলের অভাববোধ করবেন বীরভূমের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। শনিবার তারাপীঠে পুজো দিয়ে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে প্রচার শুরু করে এমনটাই জানালেন বিদায়ী সাংসদ। বীরভূমে নির্বাচন মানেই একটা নাম সবার আগে উঠে আসত। সেটি হল বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। প্রায় দেড়বছর আগে যিনি গরুপাচার মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হয়েছেন।

বর্তমানে তিহাড় জেলে বন্দি। সেই অনুব্রতকে ছাড়া প্রথমবার বীরভূমে কোনও লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল। এই অনুব্রতর সঙ্গে শতাব্দীর মন কষাকষির জেরে অনেক জল ঘোলা হয়েছিল। খোদ দলনেত্রীকে নামতে হয়েছিল পরিস্থিতি সামলাতে। বীরভূম লোকসভার প্রচারে নেমে প্রার্থী সেই শতাব্দী রায়ের অকপট স্বীকারক্তি, তিনি এই নির্বাচনে অনুব্রতর 'অভাববোধ' করবেন। রাজ্যে যে কোনও নির্বাচনের আগে নকুলদানা, চড়াম-চড়াম, গুড়- বাতাসার মতো শব্দবন্ধনী শোনা যেত। ভোটের কয়েকমাস আগে থেকেই এক সরগরম পরিবেশ তৈরি করে দিতেন অনুব্রত। কিন্তু, এবার লোকসভা নির্বাচনে অনুব্রত মণ্ডল নেই। নেই তাঁর গরমাগরম বক্তব্যও। এই আবহে তৃণমূলের অভেদ্য দুর্গ বীরভূম এখন তাদের হাতের নাগালে বলে মনে করছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। তবে, নির্বাচনী প্রচারে নেমে বিরোধীদের সেই সব আশাআকাঙ্খাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বীরভূম লোকসভার তিনবারের সাংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। তিনি স্বীকার করে নিলেন, অনুব্রত মণ্ডলের অভাববোধ অবশ্যই করবেন। কিন্তু, অনুব্রতর দীর্ঘদিনের তৈরি করা সংগঠনের লোকজন রয়েছে। তাঁরা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে কাজ করবেন। অনুব্রতর নেতৃত্বে তৃণমূলের ভোট 'যেভাবে' হত, তাঁর নেতা-কর্মীরাও তা অনুসরণ করবেন। শতাব্দীর কথায়, তিনি নেই ঠিকই। কিন্তু, তাঁর তৈরি সংগঠনের মানুষগুলো আছেন। একটা মানুষ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিশ্চই তাঁকে মিস করব।

বহু আন্দোলন সংগ্রামের পরও এসটি শংসাপত্র সহ সরকারি একাধিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ মার্চ ঃ বহু আন্দোলন সংগ্রামের পরও এসটি শংসাপত্র সহ সরকারি একাধিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত তারা। তাই এবার কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন নয়, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহুর্তে সরাসরি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি মালদা জেলা কৃষান জাতি সেবা সমিতির। গোটা উত্তরবঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের উপর কৃষাণ জনজাতির বসতি রয়েছে। মালদা জেলার মানিকচক, গাজোল সহ বিভিন্ন ব্লকে সেই সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। কৃষাণ জাতির বাসিন্দাদের অভিযোগ তাদের এসটি শংসাপত্র না থাকার কারণে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা বঞ্চিত সরকারি একাধিক পরিষেবা থেকে। মালদা জেলা কৃষাণজাতি সেবা সমিতির সম্পাদক আশীষ মন্ডল জানান, আমরা ৪০ বছর ধরে কৃষাণ জাতির জন্য এস টি শংসাপত্রের জন্য লড়াই করে আসছি। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তারপরও সেই প্রতিশ্রুতি আজও পূরণ হয়নি। এমনকি মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকে এসেও মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনো আমরা বঞ্চিত। তাই আমরা এবার লোকসভা ভোটে কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করবো না। আলোচনা করে আগামীতে ভোট বয়কটের পথে আমরা হাঁটতে পারি। এদিকে কৃষান জনজাতির এই হুঁশিয়ারিতে লেগেছে রাজনৈতিক ছোঁয়া। মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি জানান, ভোট বয়কট করা ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে কখনো উচিত নয়। তৃণমূলের এই সরকার তাদের বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এসটি শংসাপত্র করে দেওয়ার জন্য। গত বিধানসভা ভোটেও আমরা দেখেছি। তবে তাদের পাশে বিজেপি সরকার রয়েছে। পাল্টা কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। মালদা জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি, শুভময় বসু জানান, কৃষাণ জাতির বিহারে এস টি শংসাপত্র আছে। বাংলায় নেই এই দাবি নিয়ে তারা বহুদিন ধরে আন্দোলন করছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাদের প্রতি সহানুভূতি হয়ে, রাজ্য সরকারের যে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত এখন কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। তবে তারা যাতে ভোট বয়কটের পথে না যায়। মমতা ব্যানার্জির সরকার তাদের পাশে রয়েছে।

খাঁচাবন্দি হলো চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ মার্চ ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া চাবাগানের ১২ নং সেকশনে বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দি হলো একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। জেলার বীরপাড়া চা বাগানে প্রায়ই চিতাবাঘ দেখা যায়। কয়েকদিন আগে চিতাবাঘের আক্রমণে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। চিতাবাঘ ধরতে গ্যারগাণ্ডা নদীর তীরে খাঁচা পেতেছিল বন দপ্তর। শনিবার সকালে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জলদাপাড়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

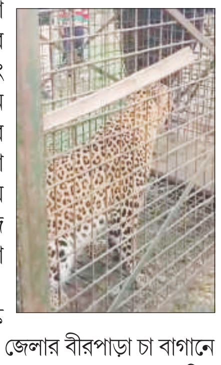

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৭২, তারিখঃ ১৫.০৩.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএল–এইচডব্লুএইচ–২৫–২১–৩২৭৪–আর, কাজের নামঃ** ৩ বছরের জন্য অ্যাক্সেসরীজ মেরামতি সহ এলএইচবি পাওয়ার কারে ফিট করা কির্লোস্কার ডিজেল ইঞ্জিনের ''বি'' এবং ''সি'' চেক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২৮,২৯,৩৪১ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ২,১৪,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-545/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভোটের আগেই রায়গঞ্জবাসী পেল নতুন ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ মার্চ ঃ নির্বাচন ঘোষণার আগে মোক্ষম চাল বিজেপির। রায়গঞ্জ তথা জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি মেনে রাধিকাপুর থেকে সরাসরি দিল্লীগামী পূর্ণাঙ্গ ট্রেন চালু করল রেলওয়ে মন্ত্রক। শুক্রবার রাতে এই নির্দেশ হাতে পেতেই উচ্ছ্বসিত বিজেপি নেতৃত্ব। আগামী রবিবার থেকেই আনন্দবিহার থেকে ভায়া রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, রাধিকাপুর পর্যন্ত এই ট্রেন চলাচল শুরু হতে চলেছে বলে বিজেপির দাবি। ওয়াকিবহল মহলের মতে, রায়গঞ্জ আসনে এখনও প্রার্থী ঘোষণা না হওয়ায় তৃণমূলের তুলনায় বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়ছিল বিজেপি। এখন এই নয়া ট্রেন চালু হওয়ায় ভোটবাক্সের দৌড়ে যেন অনেকটাই এগিয়ে গেল বিজেপি। মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। যদিও শুধু এই দিল্লীগামী নতুন ট্রেনই নয়, রেল মানচিত্রে পিছিয়ে থাকা রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, রাধিকাপুরকে বারসোই পর্যন্ত যুক্ত করতে রায়গঞ্জ থেকে বিহারের বারসোই পর্যন্ত নতুন জাতীয় সড়ক নির্মাণের নোটিফিকেশনও জারি হতে পারে বলে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার। এই রাস্তা নির্মাণ হলে বারসোই স্টেশন থেকে সহজেই দূর পাল্লার বহু ট্রেন ধরতে পারবেন রায়গঞ্জ লোকসভাবাসী। ওদিকে ভোটের আগে গ্যাসের দাম কমানো আর এই দিল্লির নতুন ট্রেন দেওয়া বিজেপির ভোট আদায়ের কারসাজি, ভোট মিটলে গ্যাসের দামও বৃদ্ধি হবে আর এই ট্রেনও বন্ধ হয়ে যাবে বলে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

দুর্ঘটনায় আহত তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর স্বামী, মৃত্যু দুই সন্তানের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ মার্চ ঃ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন সিমলাপালের তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রিয়া লোহার। নির্বাচনী সভা থেকে ফেরার সময়ে দুর্ঘটনায় হারালেন দুই সন্তান। গুরুতর আহত হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী সহ তাঁর স্বামী। শুক্রবার রাতে বাঁকুড়ায় দলের এক সভায় কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর নির্বাচনী প্রস্তুতি সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন রিয়া। সভা শেষ হওয়ার পর স্বামী কৃষ্ণ লোহারের সঙ্গে দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে বাইকে জামবেদিয়া গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ। সূত্রের খবর, সিমলাপাল থেকে ভূতশহরের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার উলটো দিক থেকে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন তাঁরা। ঘটনাস্থলেই ঋষি লোহার (৫) ও তিথি লোহার (৩) নামে তৃণমূল নেত্রীর দুই সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় রিয়া এবং তাঁর স্বামী কৃষ্ণ লোহার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে ট্রাকটিকে ধরা গেলেও ঘটনার পর থেকে চালক পলাতক।

সাংসদ তহবিলের অর্থ ফেরত চলে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ ঃ বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায় নিজের সাংসদ তহবিলের অর্থ মানুষের কাজে খরচ করতে পারেননি। এজন্য সাংসদ তহবিলের টাকা ফেরত চলে যাচ্ছে। চাঞ্চল্যকর এই

অভিযোগ নিয়ে জলপাইগুড়িতে প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূলের কিষাণ খেত মজদুর নেতা নিতাই কর সহ অন্যান্য নেতা- কর্মীরা। তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচনে জয়ের পর থেকে বিজেপি সাংসদকে চোখে দেখা যায় না। অভিযোগ, বিজেপি সাংসদ বড় বড় ভাষন দিলেও কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করেননি তিনি। নিজেদের সমস্যার সমাধান না হওয়ায় সাংসদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছেন জলপাইগুড়ির মানুষ। নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে এভাবেই বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলছেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। প্রার্থী অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়ের হয়ে দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করেছেন তারা। তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরছেন দলীয় কর্মীরা।

পানীয় জল-রাস্তার দাবিতে বিক্ষোভ, তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন উপপ্রধান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ ঃ পানীয় জল থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত চা বাগানের শ্রমিকরা। পাশাপাশি বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে খোদ শাসকদলের উপপ্রধানই প্রধানের বিরুদ্ধে সরব হলেন। উপপ্রধানকে অন্ধকারে রেখে সমস্ত কাজকর্ম করছে প্রধান বলে অভিযোগ। লোকসভা ভোটের মুখে জলপাইগুড়িতে প্রধান, উপপ্রধানের কাজিয়া। এই নিয়ে এবার কটাক্ষ বিজেপির। প্রায় এক বছর ধরে বিশুদ্ধ পানীয় জল মিলছে না, পাশাপাশি রাস্তাঘাট বেহাল। এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের করলা ভ্যালি চা বাগান এলাকার বাসিন্দারা। সেই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানও। তাঁর অভিযোগ প্রধান সরকারি প্রকল্প সহ উন্নয়ন করলা ভ্যালি চা বাগান এলাকায় পৌঁছে দিতে পারছেন না। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ মন্ডলের বক্তব্য, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ। বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ চলছে। জলের সমস্যা দেখে নেওয়া হচ্ছে'। তাঁর অভিযোগ, 'সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ির বিভিন্ন চা বাগান এলাকার বাসিন্দাদের পাট্টা প্রদান করে। সেই সময় পাট্টার জন্য ফর্ম ফিলাপ করতে উপপ্রধান ও তার বাবা বাধা দেন। আমরা দলীয় নেতৃত্বদের নিয়ে সেই কাজ করি। এরপর থেকেই উপপ্রধান আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায়'। বিজেপি নেতা শ্যাম প্রসাদ বলেন, 'কাটমানির জন্যই উপপ্রধান তার দলেরই প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন। এরকম ঘটনা জেলা জুড়ে কেন রাজ্য জুড়েই রয়েছে। তৃণমূল দলের কাছে এগুলো নতুন ঘটনা নয়। এই দল হচ্ছে কাটমানির দল। এখন মানুষ বুঝে গেছে'।

চোলাইয়ে আসক্ত শিশুরাও, ঠেক ভাঙতে গিয়ে আক্রান্ত গ্রামের মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ মার্চ ঃ মদের ভাটি ভাঙতে গিয়ে মদ ব্যবসায়ীদের আক্রমণের মুখে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। ৫ মহিলাকে বেধ।ক মারধরের অভিযোগ। এলাকায় রমরমিয়ে চলছে চোলাইয়ের কারবার। সেই কারবার রুখতে গিয়ে এবার আক্রমণের শিকার হলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। গোষ্ঠীর পাঁচ মহিলাকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মালিকপাড়া গ্রামের। ঘটনার পর কোতুলপুর থানার দ্বারস্থ হয়ে চোলাইয়ের কারবারি তথা হামলাকারীদের নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন গোষ্ঠীর মহিলারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মালিকপাড়া গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে একাধিক চোলাই মদের ঠেক। গ্রামে চোলাই সহজলভ্য হওয়ায় গ্রামের পুরুষেরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। বাদ যাচ্ছে না শিশুরাও। গরিব পরিবারগুলির উপার্জনক্ষম পুরুষরা নেশাসক্ত হয়ে পড়ায় চূড়ান্ত অর্থকষ্ট শুরু হয়েছে পরিবারগুলিতে। এই অবস্থায় গ্রামে চোলাইয়ের কারবার রুখতে গ্রামের স্বনির্ভর দলের মহিলারা গতকাল কোমর বেঁধে নামে। মহিলারা বেআইনিভাবে চলা চোলাইয়ের ঠেকগুলি ভাঙতে গেলে, আচমকাই তাঁদের উপর লাঠিসোটা নিয়ে চোলাইয়ের কারবারীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বেধড়ক মারধর করা হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। আহত অবস্থায় ওই ৫ মহিলাকে স্থানীয় গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে অবিলম্বে গ্রামে চোলাইয়ের বেআইনি কারবার রোখার দাবিতে এবং হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে কোতুলপুর থানার দ্বারস্থ হন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বাকি মহিলারা।

PWD (GOVT. OF WB) TENDER

NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Abridge Short Notice Inviting Quotation off line for the works of 1. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election 2024 at Krishak Bazar under Joypur PS & Hatuara Model School (Left Side building) under Purulia (M) PS** in the District of Purulia." 2. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **Loksabha Election, 2024 at Patharbandh CRPF camp under Balarampur PS** in the District of Purulia." **NIQ No. 41 of 2023-2024** The quotations will be received upto 02:00 pm on 19-03-2024 and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http://wbpwd.gov.in**

Sd/ A. Maji
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

আমেরিকায় বন্দুকবাজের গুলিতে খুন, ২০ দিন পর দেশের বাড়ি ফিরল বাঙালি নৃত্যশিল্পীর কফিনবন্দি দেহ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ মার্চ ঃ প্রায় ২০ দিন পর অবশেষে বাংলার ছেলে নৃত্যশিল্পী অমরনাথ ঘোষের কফিনবন্দি নিথর দেহ এসে পৌঁছাল বীরভূমের দেশের বাড়িতে। আমেরিকা থেকে তাঁর মৃতদেহ সিউড়ির রবীন্দ্র সদনে আনা হয়। সেখানে তাঁর মৃতদেহ দেখে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন সিউড়ির সংগীত এবং নৃত্যশিল্পী মানুষেরা। তাঁদের তরফ থেকে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয় প্রয়াত অমরনাথ ঘোষকে। অপরদিকে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন অমরনাথের কাকা, কাকিমা। তাঁর মৃতদেহ প্রথমে সিউড়ির বিভিন্ন জায়গায় শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রাখা হবে

এবং তারপর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। সিউড়ির রবীন্দ্রপল্লির বাসিন্দা ছিলেন অমরনাথ ঘোষ। পেশায় নৃত্যশিল্পী অমরনাথ পেশাগত কারণেই থাকতেন আমেরিকাতে। সেখানে পিএইচডি করছিলেন। প্রায় দিন ২০ আগে অমরনাথের এক আত্মীয়কে ফোন করে তাঁর মার্কিন মুলুকের এক বন্ধু জানান যে, অমরনাথের মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকার রাস্তায় তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু সরকারিভাবে তখনও পরিবারকে কিছু জানানো হয়নি। ঘটনার খবর নিশ্চিত করতে তাই পরিবারের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসন ও পুলিসের দ্বারস্থ হয়। অমরনাথের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, এরপরই আমেরিকা থেকে মৃতের সম্পর্কের দিদির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। চিকাগোর ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, মার্কিন মুলুকে সেন্ট লুইসে গুলি করে বাঙালি নৃত্যশিল্পী অমরনাথ ঘোষকে খুনের ঘটনা অত্যন্ত কড়া ভাবে দেখছে ভারত। বাঙালি নৃত্যশিল্পী অমরনাথ ঘোষের খুনের তদন্তে যেন কোনও ফাঁক না থাকে সেই বিষয়টি সেন্ট লুইস পুলিসের সঙ্গে অত্যন্ত কড়া ভাবে দেখা হচ্ছে। এক অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজের গুলিতে খুন হয়েছেন অমরনাথ। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও পুলিসের সঙ্গে দূতাবাস যোগাযোগ রেখে চলছে। তদন্তে তাঁদের সহযোগিতা করা হচ্ছে। অভিযুক্তকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। একইসঙ্গে অমরনাথের পরিবারের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা ও সমবেদনাও জ্ঞাপন করে ভারতীয় দূতাবাস। প্রসঙ্গত, মার্কিন মুলুকে বন্ধু অমরনাথের মৃত্যুতে সঠিক তদন্ত ও বিচার চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাক্তন বিগ বস প্রতিযোগী ও অভিনেত্রী দেবলিনা ভট্টাচার্য্য। প্রয়াত শিল্পী পরিবারের একমাত্র সন্তান ছিলেন। বাবা-মা আগেই প্রয়াত হয়েছেন। মা ৩ বছর আগে মারা যান। শৈশবেই বাবা মারা গেছেন। এদিন অমরনাথেরও দেহ এসে পৌঁছাল সিউড়ির বাড়িতে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার অধীনে। ই–টেন্ডার নংঃ ৩৪৪_২০২৩–২৪, কাজের বিবরণঃ** এইএন/বর্ধমানের অধীনে কমিউনিটি হলের নবীকরণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১৮,৭৭,৬১৬.৮০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩৭,৬০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৬ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-549/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হংকং মার্কেটে অভিযান, বাজেয়াপ্ত নকল পণ্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ ঃ দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ ছিল শিলিগুড়ি হংকং মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন নামিদামি কোম্পানির নকল পণ্য। এই মর্মে বোম্বে হাইকোর্টে একটি মামলা দাখিল হয়। বোম্বে হাইকোর্টের নির্দেশে শিলিগুড়ি হংকং মার্কেটে এসে পৌঁছান বন্দে হাইকোর্টের এক আধিকারী ও শিলিগুড়ি থানা, খালপাড়া আউট পোস্ট এবং পানিট্যাংকে আউট পোস্টের বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিযান চালিয়ে প্রায় পাঁচটি দোকানে থেকে বিশাল অন্য বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। বেশ কয়েকটি দোকান ইতিমধ্যে সিল করেছে পুলিশ। বোম্বে হাইকোর্টের আধিকারিক জানান, বিভিন্ন নামিদামি কোম্পানির আসল বোতলের মধ্যে, নকল পণ্য রিফিল করে চড়া দামে শিলিগুড়ির হংকং মার্কেটে বিক্রি করা হতো। কোর্টের নির্দেশ মত আজ এখানে অভিযান চালানো হয় এবং প্রচুর নকল পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। দোকানগুলিতে নোটিশ দিয়ে সিল করে দেওয়া হয়েছে।

পণ্য লোডিংয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন

মালিগাঁও, ১৬ মার্চ ঃ অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য সামগ্রীর সরবরাহ বহাল রাখতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য আনলোডিংয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ১২৩৮ টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই

সময়ের তুলনায় ৭.৮ শতাংশ অধিক। এই অর্থবর্ষের ২০২৩-এর এপ্রিল থেকে ২০২৪- এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১২৭৫০ টি পণ্যবাহী রেক উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে আনলোড করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, সার, সিমেন্ট, কয়লা, অটোমোবাইল, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সময়সীমার মধ্যে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৭২৫ টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৯৭ টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৭৯টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৯ টি রেক, মণিপুরে ০২টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ০৭টি রেক এবং মিজোরামে ০৯টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২২৩টি পণ্যবাহী রেক ও বিহারে ১৭৪ টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণ ও বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পাদন করা হচ্ছে যার ফলে পণ্যবাহী ট্রাফিকের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পণ্য আনলোডিং বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর চলাচলও বৃদ্ধি পেয়েছে।

লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে রাজগঞ্জে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ ঃ রাজগঞ্জে লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে। জেলার চেয়ারম্যান কে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার যুব সহ-সভাপতি সেখ ওমর ফারুক। রাজগঞ্জে আজ তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু কর্মসূচি ছিল, সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলার চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়, রাজগঞ্জ বাজারে একটি রাস্তার কাজ দেখতে যায় চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়, তখনি খগেশ্বর রায় কে সামনে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার সহ-সভাপতি শেখ ওমর ফারুক। খগেশ্বর রায় কে তিনি জানিয়ে দেয় দলের কর্মসূচিতে আমাকে ডাকা হয় না, এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক কর্মসূচি হয় সেখানে আমাকে ডাক দেওয়া হয় না, আমি জানতেও

পারি না। এই বিষয়ে শেখ ওমর ফারুক জানায় দলের অনেক অনুষ্ঠান হলেও আমাকে খবর দেওয়া হয় না, বর্তমানে আমাকে কেউ ফোন করে না তাই দলের কোন অনুষ্ঠানে যাই না, ওরাই জানে কেন ডাকে না, এই বিষয়ে চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় কিছু বলতে না চায় না, অন্য দিকে এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম ব্যানার্জি জানায় দলের সব কর্মসূচি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেওয়া হয়, কেউ দেখেও না দেখার ভান করলে আমাদের কিছু করার নেই, আর এক জন একাধিক পদ পেয়েও কিছু জানে না তা বিশ্বাস করা যাবে না, আমরা সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, মমতা ব্যানার্জিকে ভালোবাসি। যেভাবেই হোক দলের কোন কর্মসূচির খবর আমরা পেলে আমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায. সেখানে যোগদান করি।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা হতেই চালু আদর্শ আচরন বিধি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা হতেই চালু আদর্শ আচরন বিধি। সেই নিয়ম মেনে জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দপ্তর থেকে খুলে দেওয়া হচ্ছে মমতা ব্যানার্জীর ছবি দেওয়া রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পোস্টার। তবে শহর জু।ড়ে রয়েছে এরকম বহু পোস্টার। ব্লকের কর্মীরাও শহর ও সংলগ্ন এলাকায.পোস্টার খোলা ও সাদা রং করে ঢেকে দেওযার কাজ শুরু করেছেন।

বেশি লিড দিলেই পুরষ্কার, সভায় দাবি কাজল শেখের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনে যে বেশি ভোটে লিড দিতে পারবে তার জন্য থাকবে বিশেষ পুরস্কার। কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা কাজল শেখ এর। সামনে লোকসভা নির্বাচন, আর মাত্র মাস খানেক বাকি। লোকসভা নির্বাচনে নানুরের ১১ টা অঞ্চলের মধ্যে কম্পিটিশন হবে। যে বেশি ভোটে লিড দিতে পারবে তাদের জন্য থাকবে বিশেষ পুরস্কার। তৃণমূলের কর্মী সভা থেকে বার্তা বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতির কাজল শেখ- এর। এদিন নানুর ব্লকের দাসকলগ্রাম করেয়া গ্রাম ২ নম্বর অঞ্চলের সাদিনগর গ্রামে কর্মীসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের পুরস্কার দেওয়ার বার্তা কাজল শেখের। উপস্থিত ছিলেন, বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অসিত কুমার মাল, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, নানুর বিধানসভার বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি, নানুর ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য নেতা কর্মী। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'যারা পুরনো কর্মী আছে নবীন প্রবীন সকলকে নিয়ে পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে, বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ সকলকে একসঙ্গে বসিয়ে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে যেতে হবে'। তিনি আরও বলেন, 'নানুর ব্লকের যে ১১টি পঞ্চায়েত আছে। এই ১১টা পঞ্চায়েতের মধ্যে কম্পিটিশন হবে। যে বেশি ভোটে লিড দেবে তার জন্য অবশ্যই কিছু গিফট কিছু পুরস্কার দেওয়া হবে নানুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। সেই উপহার নেওয়ার জন্য তৈরি হন। নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশন করুন'।

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-46/2023-24 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District- Purulia, 01(One) no. works/Schemes under 5 th SFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2024_DM_686536_1. Document download/ sell starting from 15.03.2024 up to 28.03.2024 16.00 PM. Bid submission starting from 15.03.2024 up to 28.03.2024 at 16:00 PM. And Opening on 30.03.2024 at 16:05 P.M. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1.Re-e-Tender Reference No-P-I/13/360/BEUP/EO/2023-24, Dated-15/03/2024 Tender ID: 2024_ZPHD_686924_1 has been floated Construction of Open Stage at Dakshinbati fund BEUP (2023-24). Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

খাওয়া-দাওয়া

কি ভাবে বানাবেন রকমারি ঠান্ডাই, রইল তার কিছু টিপ্স

রঙে রঙে রাঙিয়ে ওঠার দিন দোল। বসন্ত মানেই দোল উৎসব। রঙের বাহার। আর খানাপিনা ছাড়া বাঙালির বসন্ত উৎসব বৃথা! এদিন বাড়িতে অথিতি সমাগম লেগেই থাকে। তাঁদের তাক লাগাতে বানিয়ে ফেলুন রকমারি ঠান্ডাই। শরীরে রঙের ছোঁয়া লাগার পাশাপাশি মনেও লাগুক বসন্ত। ঝটপট রেসিপি জেনে নিন।

স্পেশ্যাল ঠান্ডাইঃ

উপকরণ-

১ লিটার দুধ, ৫০ গ্রাম কাজু, ৫০ গ্রাম আমন্ড, ৫০ গ্রাম পেস্তা, ১০গ্রাম চারমগজ, ১ টেবিল চামচ পোস্ত, স্বাদমতো চিনি, ১ চা চামচ গোলাপ জল, ২ টেবিল চামচ গোলাপের পাপড়ি, ৫-৬টি ছোট এলাচ, ৪-৫টি গোলমরিচ, সামান্য কেশর, ১ ইঞ্চি দারুচিনি, ১ টেবিল চামচ মৌরি।

প্রণালী-

প্রথমে সমস্ত বাদাম, চারমগজ ও পোস্তও জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ভিজে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে নিন। এরপর একটি মিক্সারে সমস্ত উপকরণ (চিনি ও দুধ বাদে) দিয়ে ভালো করে পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে অল্প দুধ ব্যবহার করতে পারেন। তারপর দুধ ভালো করে ফুটিয়ে ঘন করে নিন। এর মধ্যে স্বাদমতো চিনি, কেশর ও বেটে রাখা মিশ্রণটি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। তারপর ফের একবার ফুটতে দিন। একবার ফুটে এলেই নামিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে নিন। তারপর ফ্রিজে ১ ঘন্টা রেখে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পরিবেশন করুন স্পেশাল ঠান্ডাই।

ভাঙের লস্যিঃ

উপকরণ-

ভাঙ লাড্ডু, দুধ, চিনি, নারকেল দুধ, আলমন্ড, ১ চিমটি গরম মসলা, জল, সন্দেশ, প্রয়োজন অনুযায়ী বরফ কাজু-কিসমিস, কনডেন্স মিল্ক

প্রণালী-

প্রথমে একটি বড় পাত্রে দুধ ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখতে হবে। এরপর একটি বাটিতে সন্দেশগুলো চটকে তাতে কাজু, কিসমিস, আলমন্ড, নারকেল দুধ, গরম মশলা, চিনি, কনডেন্স মিল্ক, ও অবশেষে ভাঙের লাড্ডু দিয়ে দিয়ে একটি গাঢ় পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে। তারপর দুধের সাথে এই পেস্ট মিশিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন। এবার একটি বড় গ্লাসে বরফ কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন হোলি স্পেশাল ভাঙের লস্যি।

ভারত পাশে ছিল বলেই নির্বাচন নিয়ে কোনো দেশ অশুভ খেলার সাহস পায়নি ঃ সেতুমন্ত্রী

ঢাকা ১৬ মার্চ ঃ ২০২৪ ভারত বাংলাদেশের পাশে ছিল বলেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে অন্য কোনো শক্তিশালী দেশ অশুভ খেলার সাহস পায়নি বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ওসেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, অন্য শক্তিধর দেশগুলোর মতো ভারত আমাদের নির্বাচন নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেনি। তারা বলেছে, বাংলাদেশের নির্বাচন বাংলাদেশ করবে। ভারত পাশে ছিল বলে অনেক শক্তিধর দেশও আমাদের নির্বাচন নিয়ে অশুভ খেলা খেলতে পারেনি।' সেতুমন্ত্রী শনিবার রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ভারতের সঙ্গে গায়ে পড়ে তিক্ততার সম্পর্ক তৈরি করে সমস্যার সমাধান সম্ভব না। ভারতের সঙ্গে যে অবিশ্বাসের দেওয়াল তৈরি হয়েছিল শেখ হাসিনা ও মোদি সরকার তা ভেঙে দিয়েছে। তিনি বলেন, যখন কথা বলি তখন বিশ্বাস থেকেই বলি। বাংলাদেশে ৭৫ থেকে একুশ বছর কারা শাসন করেছিল? সেই একুশ বছর প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে বৈরিতা সৃষ্টি করেছিল। সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী বলেন,২১বছর যারা শাসন করেছিলো, এই সময়ে তারা ভারতের সঙ্গে বৈরিতা তৈরি করেছে। যে গুলো দ্বিপক্ষীয় শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করে সমাধান করা যায়, সে গুলোওতারা করেনি। শেখ হাসিনার সময় সীমান্তসহ নানা সমস্যা আলোচনা করে সমাধান করা হয়েছে। মোদী আর হাসিনার সম্পর্কের অনেক সন্দেহের দেওয়াল ভেঙে দিয়েছেন। তিস্তা চুক্তিরও ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে, ধৈর্য ধরতে হবে সমাধান হবে। তিক্ততার সৃষ্টি করে এইসব সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াতের সংহিংসতার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, অন্য দল ক্ষমতায় আসলে হিন্দুদের মা-বোনেরা ইজ্জত নিয়ে থাকতে পারে না। ২০০১সালের পর মনে হয়েছিল১৯৭১সাল। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি থেকে তারা এসব করেছে। তারা ভেবেছিল হিন্দুরা আওয়ামী লীগের ভোটার। তাই তাদের দেশছাড়া করার চেষ্টা করেছে। যতো দিন এই সরকার আছে ততো দিন মাইনরটির পাশে আছে, থাকবে। যারা স্বাধীনতা বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া দরকার। এর আগে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জেএল ভৌমিকের সভাপতিত্বে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, স্বাস্থ্যও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার। সনাতন ধর্মের মানুষের উদ্দেশে ওবায়দুল কাদের বলেন, মাইনোরিটি ভাবনাটাই দাসত্বেও দোসর, এটাকে ভেঙে ফেলতে হবে।নিজেদের মাইনরিটি কেন ভাববেন! এদেশের ইতিহাস, অর্জন সব বাঙালির অবদান। কিছু লোক তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জায়গা মন্দিরের জায়গা দখল করে কষ্ট দেয়। এরা যদিও রাজনৈতিক পরিচয়ে থাকে, আসলে এরা দুর্বৃত্ত। এই দুর্বৃত্তরা আমাদের অভিন্ন শত্রু। এদের প্রতিরোধ করতে হবে, কোনো বিকল্প নেই। এসময় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কে তিনি বলেন,সরকার সিন্ডিকেট সমর্থন করে না। যে বা যারাই এই সিন্ডিকেট করুক কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না। নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি যন্ত্রণা শেখ হাসিনা অনুভব করেন। তার ওপর আস্থা রাখুন। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা বলেন, ১৯৭১সালের বন্ধনে বাংলাদেশ এবং ভারতের বন্ধুত্বের যে সম্পর্ক তা আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ হবে। চার প্রজন্ম ধরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্য, শিল্প,সাহিত্যের যে বন্ধুত্বপূর্ণ বিনিময়- তা আরও জোরদার হবে।

বঙ্গবন্ধুর ১০৪তম জন্মদিন ১৭ মার্চ

ঢাকা,১৬ মার্চঃ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মদিনওজাতীয় শিশু দিবস ১৭ মার্চ।১৯২০ সালের১৭মার্চ তদানীন্তন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার নিভৃত গ্রাম টুঙ্গীপাড়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করতে তাঁর জন্মদিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়।বাংলারএপ্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্ম নেওয়া শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন।বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন।দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ পেরিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতিই শুধু নন, বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎসও হয়ে উঠেন তিনি।প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে স্বাধীনতার জন্য উত্তাল ভারতের অগ্নিগর্ভে জন্ম নেন শেখ মুজিব। শৈশব থেকেই জমিদার, তালুকদারওমহাজনদের অত্যাচার, শোষণও নির্যাতন দেখেছেন।নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ব্রিটিশ-শোষণ থেকে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ মুক্ত হলেও বাঙালির ওপর জেঁকে বসে পাকিস্তানি-শোষণ-নির্যাতন।ধর্মীয় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র শুরু থেকেই বাঙালির ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাতে থাকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তখন থেকেই প্রতিবাদী হয়ে উঠে বাঙালি। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ধারাবাহিক আন্দোলনের পথ পেরিয়ে শেখ মুজিব বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। যার বহিপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে।১৯৭১সালের৭মার্চ তিনি ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়াতে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম,এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, তোমাদের যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়েই প্রস্তুত থাক, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। বঙ্গবন্ধুর এই চূড়ান্ত নির্দেশেই জাতিকে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে শক্তিওসাহস জোগায়। এর ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের মানুষ অস্ত্র নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে।শেখ মুজিবের নির্দেশেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি বিজয় ছিনিয়ে আনে।পিতা শেখ লুৎফর রহমানওমাতা সায়রা খাতুনের চার মেয়েওদুই ছেলের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তৃতীয় সন্তান। সাত বছর বয়সে তিনি পার্শ্ববর্তী গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুল, গোপালগঞ্জ সরকারি পাইলট স্কুল ওপরে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে লেখাপড়া করেন।১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন তিনি।ওই কলেজের বেকার হোস্টেলে আবাসন নেন।

ভগবানগোলা এবং বরাহনগরের বিধানসভা কেন্দ্রেও উপনির্বাচন

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চঃ লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভগবানগোলা এবং বরাহনগরের বিধানসভা কেন্দ্রেও ভোট হবে। ভগবানগোলায় উপনির্বাচন হবে ৭ মে। আর ১ জুন উপনির্বাচন হবে বরাহনগরে।দেশের আরও ২৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনও হবে। শনিবার তা-ও জানিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ, অধুনা বিধায়ক ইদ্রিস আলি। দীর্ঘ দিন ধরেই ক্যানসার এবং বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। ভর্তি ছিলেন একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর মৃত্যু তে ভগবানগোলা কেন্দ্রটিতে উপনির্বাচন হচ্ছে।অন্যদিকে, গত ৪ মার্চ বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন তাপস রায়। তিনদিন পরে, বৃহস্পতিবার তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিতে যোগ দেন তাপস রায়।

তাঁর ইস্তফার কারণেই বরাহনগরে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

ভারতের নাগরিকত্ব আইন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে নজর রাখছিঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ মার্চঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড.হাছান মাহমুদ বলেছেন, ভারতের নতুন নাগরিকত্ব আইন সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট-সিএএ তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র, সেই হিসেবে আমরা বিষয়টির দিকে নজর রাখছি। আজ শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর দেওয়ানজি পুকুর লেনস্থ ওয়াইএনটি সেন্টারে মতবিনিময় কালে সাংবাদিকরা ভারতের নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিভিন্ন দেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, এবিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান জানতে চাইলে মন্ত্রীএ কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের একটি দপ্তর আবারও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছে- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ড.হাছান মাহমুদ বলেন,যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো দপ্তর তাদের মতামত দিতেই পারে। তারা বলেছে,বিরোধী দল অংশগ্রহণ করেনি।বাংলাদেশে ৪৪টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৯টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এবং কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ করা না করা,সেটি সরকারের ওপর বর্তায় না, সেটি সেই দলের দায়িত্ব।দলটি বরং নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দিয়েছিল,সেই লক্ষ্যে দেশে সহিংসতা ঘটিয়েছিল এবং সেই সহিংসতার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল,তাদেরকেই শুধু গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। ড.হাছান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্ব এবং সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে তারা কাজ করছে,আমরাও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে আরো ঘনিষ্ঠ করার জন্য এবং আমাদের যে বহুমাত্রিক সম্পর্ক, সেটিকে আরো বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। সামনের দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একসাথে কাজ করার লক্ষ্যে আমরা আলোচনা করছি। যে কোনো দেশের ভিন্নমতকে আমরা সম্মান করি উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশিরভাগ রাষ্ট্র আমাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। পৃথিবীর প্রায় ৮০টি দেশের সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে সম্পর্ক দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নিত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় এই অঞ্চলের নিরিখে অত্যন্ত সুন্দর,অবাধও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। সামালিয়ায় জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ এবং ওই জাহাজের২৩ নাবিককে মুক্ত করে আনার উদ্যোগ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান বলেন, বাংলাদেশের টেলিভিশনে কি দেখাচ্ছে,কি হচ্ছে সেটা কিন্তু যারা হাইজ্যাক করেছে তারা দেখে, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশের সব টেলিভিশন দেখার সুযোগ আছে,যখন এই বিষয়টাকে অতি গুরুত্ব দেয়া হয়, জিম্মিদের পরিবারের প্রতিক্রিয়া যখন ওরা দেখে,তখন হাইজ্যাককারীদের অবস্থান আরো অনমনীয় হয় এবং হচ্ছে। এই নেগেটিভ ইম্পেক্টটা হচ্ছে। বিষয়টিকে সকলেরই সতর্কভাবে দেখা দরকার উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য তো নাবিকদের এবং জাহাজটাকে মুক্ত করা।সুতরাং আমরা সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্বশীলভাবে যদি আচরণ করি তাহলে এই পরিস্থিতি উত্তরণ সহজ হবে। ড.হাছান বলেন, এটি নিয়ে সরকার কাজ করছে, অতীতেও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে১০০ দিনের মাথায় একই কোম্পানির জাহাজ এবং নাবিকদের মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। এখনো আমরা আশা করছি আমাদের যে সমন্বিত প্রচেষ্টা আছে, সুস্থভাবে নাবিকদেরকেও জাহাজটাকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারব।

মন্দিরের দ্বার উদঘাটন,

উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের স্যান্ডেলের বিল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের নবনির্বিত মন্দিরের দ্বার উদঘাটন হল শনিবার। ফিতে কেটে মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করেন রামকৃষ্ন মঠ কাশীপুর উদ্যান বাটীর অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ন মঠ বেলুড়ের অছি পরিষদের অন্যতম সদস্য স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ।

Name Change

I, ATREYI BANDYOPADHYAY ALIAS ATREYI BANERJEE ALIAS ATREYEE BANDYOPADHYAY AND ATREYEE CHAKRABORTY(OLD NAMES), WIFE OF KAUSHIK BANDYOPADHYAY, RESIDING AT 17C2,PEAK TOWER, HILAND PARK, 1925 CHAKGARIA, PO-PANCHASAYAR, PS-SURVEY PARK, KOLKATA-700094, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATREYI CHAKRABARTI BANERJEE (NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT ATREYI BANDYOPADHYAY ALIAS ATREYI BANERJEE ALIAS ATREYEE BANDYOPADHYAY AND ATREYEE CHAKRABORTY ALSO ATREYI CHAKRABARTI BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUMITRA KUMARI, W/O PARAS NATH YADAV, R/O F3 - 266/2, NEW SREEMA PROJECT, SREEMA PROPERTIES ROAD, MAHESHTALA, SOUTH 24 PARGANAS-700141, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMITRA YADAV, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024, THAT SUMITRA KUMARI AND SUMITRA YADAV ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DEBASIS BHATTACHARYA(OLD NAME) S/O ANILENDRA NATH BHATTACHARYA R/O 154/3, M.B. ROAD, FLAT NO 101, 1ST FLOOR, PO SANTRAGACHI, PS CHATTERJEEHAT,DIST HOWRAH, PIN-711104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASISH BHATTACHARYYA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024, THAT DEBASIS BHATTACHARYA AND DEBASISH BHATTACHARYYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, Monoj Kumar Shaw (পুরাতন নাম) পিতা Mulchand Shaw, ঠিকানা GR-FR-FL-A, 39 Pally Mangal Colony, Thakurpukur, Paschim Barisha, Kolkata- 700063, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 15.03.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Manoj Kumar Shaw (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Manoj Kumar Shaw (নতুন নাম) এবং Monoj Kumar Shaw (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, DEBASIS BHATTACHARYA (পুরাতন নাম) পিতা ANILENDRA NATH BHATTACHARYA, ঠিকানা- 154/3, M.B. ROAD, FLAT NO 101, 1ST FLOOR, PO SANTRAGACHI, PS CHATTERJEEHAT,DIST HOWRAH, PIN-711104, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 14.03.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে DEBASISH BHATTACHARYYA (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। DEBASISH BHATTACHARYYA (নতুন নাম) এবং DEBASIS BHATTACHARYA (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SAKILA AKTARI,WIFE OF SK MAHAMMAD MASUD, RESIDING AT BHABANIPUR, DEBHOG, EAST MEDINIPUR -721657, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKILA AKTARI BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024.THAT SAKILA AKTARI AND SAKILA AKTARI BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHAIK MAHMMAD MASUD,SON OF SK FARID MAHAMMAD, RESIDING AT BHABANIPUR,DEBHOG, EAST MEDINIPUR -721657, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MAHAMMAD MASUD VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024.THAT SHAIK MAHMMAD MASUD AND SK MAHAMMAD MASUD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I Mohammad Almadiar Rahman, Son of Mohammad Bazlur Rahaman,Mother's name Magfera khatun residing at vill-Ghontola, P.O- Kamalabari, P.S-English Bazar, Dist-Malda, Pin.732103, West Bengal shall hence forth be known as MD Almadiar Rahman vide an Affidavit sworn before the Notary public at Malda on 12/03/2024.That Mohammad Almadiar Rahman and Md Almadiar Rahman (both), Mohammad Bazlur Rahman and Md Bazlur Rahman (both), Magfera Khatun and MST Magfera khatun(both) are same and identical person.

Name Change

I MD BAZUR RAHAMAN SON OF SHAMSUDDIN MIAH AND HUSBAND OF MAGFERA KHATUN RESIDING AT VILL GHONTOLA, PO KAMALABARI, PS ENGLISH BAZAR, DIST MALDA, PIN-732103, WEST BENGAL, SHALL HENCE FORTH BE KNOWN AS MD BAZLUR RAHMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT MALDA ON 12/03/2024, THAT MD BAZUR RAHAMAN AND MD BAZLUR RAHMAN (BOTH), MD SHAMSUDDIN MIAH AND MD SAMSUDDIN MIAH (BOTH), MAGFERA KHATUN AND MST MAGFERA KHATUN (BOTH), ARE SAME AN IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANGEETA SINGH, WIFE OF VINAY KUMAR SINGH, RESIDING AT 2157 M.G. ROAD, HARIDEVPUR, KOLKATA -700082, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGEETA KUMARI SINGH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT SANGEETA SINGH AND SANGEETA KUMARI SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I Magfera Khatun, daughter of Md Altamag Mia and Wife of Bazlur Rahaman residing at vill-Ghontola, P.O- Kamalabari, P.S-English Bazar, Dist- Malda, Pin.732103, West Bengal shall hence forth be known as Mst Magfera Khatun vide an Affidavit sworn before the Notary public at Malda on 12/03/2024.That Magfera Khatun and MST Magfera Khatun(both), Md Altamag Mia and Md Altamas Mia (both), Bozlur Rahaman and Md Bazlur Rahman(both) are same and identical person.

Name Change

I PROSENJIT ASH, S/O BHAGIRATH ASH, R/O VILL / PO- NOAPARA, PS AMTA, HOWRAH -711401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASENJIT ASH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024, THAT PROSENJIT ASH AND PRASENJIT ASH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ABUL AZAD MALLICK, S/O MURAD ALI MALLICK, R/O JALALSI, PO-ISLAMPUR, PS-JAGATBALLVPUR, DIST HOWRAH, PIN-711401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL AJAD MULLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024, THAT ABUL AZAD MALLICK AND ABDUL AJAD MULLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RUHUL AMIN KHAN, RESIDING AT AKRA BOGA NOAPARA,PO & PS - MAHESHTALA, SOUTH24PARGANAS - 700141,WEST BENGAL.DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR SON MOHAMMED AYAAN KHAN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AYAAN KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT MOHAMMED AYAAN KHAN AND AYAAN KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRANATI RAY, SON OF BHUPATI CHARAN DAS, RESIDING AT KANASREE,SHANTINAGAR,PO-RAHARA KHARDA, NORTH 24 PARGANAS - 700118,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANATI DAS RAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT PRANATI RAY AND PRANATI DAS RAY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ASISH KUMAR BANERJEE, S/O LATE BIMAL CHANDRA BANERJEE, R/O ROSE APPARTMENT, 195, SATYEN ROY ROAD, PO BEHALA, KOLKATA -700034, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASISH BANERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024, THAT ASISH KUMAR BANERJEE AND ASISH BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ASOKA SARKAR(OLD NAME),WIFE OF NIKHIL SARKAR, RESIDING AT VILL-KULPUKUR,PO-SATASHI,PS-GOPALNAGAR, NORTH24PARGANAS -743290,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOKA SARKAR(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/03/2024.THAT ASOKA SARKAR AND ASHOKA SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MONINDRA MOHAN BASAK, S/O LATE AMULYA MOHAN BASAK, R/O 64/10C, SUREN SARKAR ROAD, PO & PS BELEGHATA, KOLKATA -700010, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANINDRA MOHAN BASAK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024, THAT MONINDRA MOHAN BASAK AND MANINDRA MOHAN BASAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MANAS MAITY & MANASH MAITY (OLD NAME) S/O AMAL KUMAR MAITI, R/O SHIBGANJ, PS-SHYAMPUR, DIST-HOWRAH, PIN-711314, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANAS KUMAR MAITI(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024, THAT MANAS MAITY & MANASH MAITY AND MANAS KUMAR MAITI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Jebon Nisha (old name) W/O Sk Jasimuddin, residing at Vill- Dharampur, P.O.- Mainan, P.S.- Khanakul, Dist:- Hooghly, Pin:-712406, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jebunnesa Begam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/03/2024. Jebunnesa Begam (new name) and Jebon Nisha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sk Abdul Halim (Old name) S/O Sk Abdul Rahaman, Residing at 23, Panch Masjid Road, P.O. & P.S.- Thakurpukur, Kolkata- 700063, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdul Halim (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/03/2024. Abdul Halim (New name) and Sk Abdul Halim (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Abdul Rahaman (Old name) S/O Late Sk Abdul Kader, Residing at 709A, Panch Masjid Road, P.O. & P.S.- Thakurpukur, Kolkata- 700063, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Abdul Rahaman (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/03/2024. Sk Abdul Rahaman (New name) and Abdul Rahaman (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mrityunjoy Chattaraj (old name) S/O Dulal Chattaraj, residing at Vill & P.O.- Baradigrui, P.S.- Pursura, Dist.- Hooghly, Pin-712412, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shishir Chattaraj (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/03/2024. Shishir Chattaraj (new name) and Mrityunjoy Chattaraj (old name) both are same identical person.

Name Change

I BHARAT AGARWALLA, S/O VINAY KUMAR AGARWALLA, R/O LANSDOWNE COURT, 8TH FLOOR, 5/B, SARAT BOSE ROAD, R. SARANI, KOLKATA -700020, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHARAT KUMAR AGARWALLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024, THAT BHARAT AGARWALLA AND BHARAT KUMAR AGARWALLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Nachattar Singh (Old name) S/O Pritam Singh, Residing at Flat-4D, Block-A, 4th Floor, 17, Bedia danga 1st Lane, Tiljala, Kolkata- 700039, P.S.- Kasba, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nachatar Singh (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/03/2024. Nachatar Singh (New name) and Nachattar Singh (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ashish shaw (Old name) S/O Amit shaw, Residing at N.S road near new Dharamsala,Dis- Barddhaman (presently known as paschim Bardhamaan), pin - 713301,West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aashish shaw (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/03/2024. Aashish shaw (New name) and Ashish shaw (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Tapan Mondal (Old name) S/O Radhapada Mondal, Residing at Dingamanik, P.O.- Sekati Chandpara, P.S.- Gaighata, Dist- North 24 Pgs, Pin-743245, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Tapan Kumar Mondal (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/03/2024. Tapan Kumar Mondal (New name) and Tapan Mondal (Old name) both are same identical person.

Name Change

I ARUM KUMAR BAFNA,S/O LAXMIPAT SINGH BAFNA, RESIDING AT 3,VIDYAMANDIR ROAD,KHASMAHAL GROUND,PURBA PUTIARY, KOLKATA-700093,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN KUMAR BAFNA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT ARUM KUMAR BAFNA AND ARUN KUMAR BAFNA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ZEAR MD MULLICK, S/O MOULA BOKSH MALLICK, R/O PASCHIM BHAGBATIPUR, CHANDITALA, HOOGHLY -712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JIYAR KOKSH MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024, THAT ZEAR MD MULLICK AND JIYAR KOKSH MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I FARZANA KHATOON, D/O ALAUDDIN SEKH, R/O 6, OSTAGAR LANE, PO ENTALLY, PS BENIAPUKUR, KOLKATA -700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARZANA KARIM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024, THAT FARZANA KHATOON AND FARZANA KARIM, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NIZAMUDDIN GAZI, S/O JINNAT ALI GAZI, R/O VILL+PO LAUHATI, RAJARHAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIJAM UDDIN GAZI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024, THAT NIZAMUDDIN GAZI AND NIJAM UDDIN GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANDIP KUMAR DEY, S/O RUPAK KUMAR DEY, DOB-19/07/1975,R/O 141/1/1, BRAHMA SAMAJ ROAD, PO BEHALA, PS PARNASHREE, KOLKATA -700034, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDIP DEY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024, THAT SANDIP KUMAR DEY AND SANDIP DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I GULSANA BEGAM, W/O SEKH FEROJ, R/O DANKUNI ANKAN PARA, PS DANKUNI, HOOGHLY -712310, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GULSANA KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024, THAT GULSANA BEGAM AND GULSANA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHILPITA MITRA SENGUPTA & SHILPITA SEN GUPTA, W/O SAURAV SENGUPTA, R/O C-1/12, ANIMIKHA ACTION AREA, -1, PS NEW TOWN, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700156, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHILPITA MITRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024, THAT SHILPITA MITRA SENGUPTA & SHILPITA SEN GUPTA AND SHILPITA MITRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ABDUS SALEK,SON OF KHADEM HOSEN SEKH, RESIDING AT VILL & PO-BINODIA,MURSHIDABAD-742301,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOLAM SALEK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT ABDUS SALEK AND GOLAM SALEK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

বর্ধমানের শতাব্দী প্রাচীন টাউন হলে আনুষ্ঠানিক সংস্কারের সূচনা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৬ মার্চ ঃ বর্ধমান পৌরসভার উদ্যোগে প্রায় ৩০ বছর পর নতুন করে সাজতে চলেছে বর্ধমান বংশগোপাল টাউন হল অডিটরিয়াম। এলাকার মানুষের স্বার্থে প্রায় ১৮৯৪ সালের এই টাউন হল অডিটরিয়ামটি করা হয়। শতাব্দী প্রাচীন এই টাউন হল অডিটরিয়ামে আসেন বহু বড়ো বড়ো মনীষীরা। ১৯৯৪ সালে তৎকালীন সিপিএম পরিচালিত বর্ধমান পৌরসভার পক্ষ থেকে সংস্কার করা হয় এই টাউনহলটিকে। এরপর ফের নতুন করে সংস্কার করতে চলেছে বর্ধমান তৃণমূল পরিচালিত বর্ধমান পৌরসভা। শনিবার এক সংবাদিক সম্মেলনে বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার বলেন বর্ধমান পৌরসভার পক্ষ থেকে এর অনেকবার সংস্কার করা হয়েছিল। এবারই প্রথম এতো বড়ো করে সংস্কার করা হচ্ছে। পরেশবাবু বলেন এটা হেরিটেজের অধীনে থাকার ফলে এর বাইরের দিকে কিছু পরিবর্তন করা যাবে না। প্রায় ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যায় করে অডিটরিয়ামের ভিতরে নতুন করে কাজ করা হবে। কাজের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেন স্টেজ, লাইটের কাজ, বাথরুম নতুন করে করা হবে। বসানো হবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র। বিধায়ক খোকন দাস বলেন, শনিবার নির্বাচন ঘোষনা হতে চলেছে। সেই কারণে এদিন সকালে পূজোর মাধ্যমে এই কাজ শুরু করা হয়। কারন নির্বাচনী আবহে আগামী তিন মাস কোনো কাজ করা যাবে না। জুন মাসে ১ তারিখ থেকে টাউন হল বন্ধ থাকবে সেই সময় এর কাজ করা হবে।

খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় ২০ বছর পর রাস্তার শিল্যানাস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনে নির্ঘন্ট প্রকাশের আগে খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় ২০ বছর পর রাস্তায় শিল্যানাস হল। খড়িবাড়ির বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ভারত-নেপাল সীমান্ত দেবীগঞ্জ থেকে ডাঙ্গুজোত নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত ১.৩ কিলোমিটার পথশ্রী রাস্তার শিল্যানাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে বেহাল দশায় ছিল এই রাস্তা। মানুষের দাবি মেনে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে ৫০ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ব্যয়ে এই রাস্তার শিল্যানাস করা হল। এদিন রাস্তা শিল্যানাস হওয়ায় খুশি স্থানীয়রা। অন্যদিকে সভাধিপতি বলেন, এই এলাকা নেপালের সঙ্গে সম্পর্কিত। নেপালের মানুষ ও ক্রেতারা ভারতীয় বাজার আকৃষ্ট হয় তাই আজ রাস্তার শিল্যানাস করা হল। আগামীদিনে আরো বহু রাস্তা করা হবে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচন সাধারণ মানুষদের ভাওতাবাজি না দেখে উন্নয়নের পাশে থাকার আবেদন জানান তিনি।

দুটো ট্যাবলো এর মাধ্যমে তপশিলি সংলাপ যাত্রার সূচনা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ মার্চ ঃ কোচবিহার থেকে দুটো ট্যাবলো-এর মাধ্যমে তপশিলি সংলাপ যাত্রার সূচনা হলো শনিবার। শনিবার কোচবিহার কল্যাণ ভবনের সামনে থেকে ডাক্তার বিহার আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্য দানের মাধ্যমে এই যাত্রা সূচনা করেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মন, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কমলেশ অধিকারী, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় এবং কোচবিহার জেলা এসি ওবিসি সেলের সভাপতি পরেশ চন্দ্র বর্মন, পরেশবাবু জানান প্রথম অবস্থায় দুইটি গাড়ি দিয়ে এই যাত্রা সূচনা হয়। এই দিন এই দুইটি গাড়ি দিনহাটা এবং সিতাই দুই বিধানসভা এলাকায় ঘুরে বেড়াবে। মূলতঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তপশিলি উন্নযনে যে সমস্ত সুযোগ - সুবিধা এবং কাজকর্ম করেছেন তার প্রচারকে সামনে তুলে ধরার জন্যেই এই যাত্রা। পরবর্তীতে প্রতিটি বিধানসভা ভিত্তিক একটি করে গাড়ি দেওয়া হবে। সবুজ পতাকা উড়িয়ে এদিন যাত্রা সূচনা করেন চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে পা রাখেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ মার্চ ঃ প্রার্থী হবার পর শনিবার প্রথম হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে পা রাখেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সিঙ্গুর বিধানসভা এলাকার ডাকাত কালীমন্দিরে পূজা দেন রচনা ব্যানার্জি। ডাকাত কালী মায়ের নিকট পূজো দিয়ে জনসংযোগ এবং দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে শনিবার প্রচার শুরু করেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা। অভিনেত্রীকে দেখতে মন্দির চত্বরে ভিড় জমান প্রচুর মানুষ। ডাকাত কালীমন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন গ্রামের মহিলারা। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনির মাধ্যমে তৃণমূল প্রার্থীকে স্বাগত জানান তারা। পাশাপাশি নারকেল, ১০৮ জবার মালা, মিষ্টান্ন ও শাড়ি সহযোগে ডাকাত কালী মায়ের নিকট পুজো দেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূজো দেওয়ার পর সিঙ্গুরের লোহাপট্টি সেবা সমিতিতে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক বিধায়ক, ব্লক ও শহরাঞ্চলের তৃনমূল নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক এবং সিঙ্গুর বিধানসভার তৃণমূল কর্মীদের সাথে কর্মীসভা করেন রচনা। বৈঠক শেষে ধনিয়াখালিতে একটি জনসভা করেন রচনা ব্যানার্জি। শনিবার সন্ধ্যায় চুঁচুড়া বিধানসভা এলাকায় পূজো দিয়ে জনসংযোগ করার কথা ছিল তৃণমূল প্রার্থীর।

মহিলা শাখার নেতৃত্বে বাইক র‍্যালিতে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ মার্চ ঃ দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে বিকশিত একটি রাজ্যে, আজ সকালে রায়গঞ্জে সশক্ত মহিলা বাইক র‍্যালিতে, নিজেদের দক্ষতায় একটি অসামান্য বাইক র‍্যালি সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস মহিলা শাখার নেতৃত্বে বেশ কিছু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর প্রচারের সময়, একটি বাইক র‍্যালিতে নেমে মহিলা তৃণমূলের কর্মীরা জানান যে, কীভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর করেছেন। সেইসঙ্গে, এই বাইক র‍্যালিটি যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, সে বিষয়েও তারা জানিয়েছেন।

নদীয়ায় পরিবেশ কর্মীর উদ্যোগে তৈরী হচ্ছে স্বাস্থ্যসম্মত ভেষজ আবির তৈরি নদীয়ায়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ মার্চ ঃ সামনেই রঙের উৎসব, দেশের কোথাও হোলি, আবার কোথাও বা দোল উৎসব নামে পরিচিত। আর এই উৎসবে গোটা দেশবাসী মেতে উঠবে বিভিন্ন রং ও আবির খেলায়। তবে বাজারে আর পাঁচটা যা আবির বিক্রি হয় তাতে স্বাস্থ্যের কতটা উন্নতি হয়, বা স্বাস্থ্যসম্মতই বা কতোটা তা জানা নেই সিংহ ভাগ মানুষের। তাই বর্তমানে রং, বা আবির থেকে বিরত থাকেন অনেকেই। তবে এই দুশ্চিন্তা থেকে গত কয়েক বছরধরে কিছুটা স্বস্তি দিয়ে আসছে ভেষজ আবির। বিভিন্ন ব্যাক্তির ও সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে একেবারে ভেষজ আবির তৈরী করে তা বাজারে বিক্রি করতে দেখা যায়। আর সম্প্রতি এই ভেষজ আবিরের চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তেমনই প্রতিবছরের মতো এবছরও নদীয়ার শান্তিপুরের পরিবেশপ্রেমী শৈলেন চৌধুরীর উদ্যোগে প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে তৈরি করে ফেলেছেন বিপুল পরিমাণ ভেষজ আবির। জানা যায় আর এবছরের আবিরে উপকরণ হিসেবে রয়েছে পুঁইমুচুরি, কাঁচা হলুদ, সিমের পাতা, বিট ভুট্টার গুড়ো এবং অন্যান্য উপকরণ। লাল, হলুদ, নীল, সবুজ চারটি রংয়ের ভেষজ আবির তৈরি হচ্ছে এবছর। দীর্ঘ একমাস কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে এই আবির প্রস্তুত করতে হয় বলেই জানান শৈলেনবাবু। আর এই আবির তৈরীতে হাত লাগান মহিলারাও। আর এই আবির পাইকারি এবং খুচরা দুটি ভাবেই বিক্রয় করছেন শৈলেনবাবু । যদিও পাইকারি দর ২৫ টাকা প্রতি প্যাকেট এবং খুচরা দর ৩০ টাকা প্রতি প্যাকেট বিক্রি করছেন শৈলেনবাবু। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাজার এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্ডার চলে এসেছে শৈলেনবাবুর কাছে। এ বছর শৈলেনবাবু দেড় কুইন্টাল ভেষজ আবির তৈরি করেছেন । আবির তৈরী করতে করতে মহিলারা জানান, সারাদিন সংসারের সমস্ত কাজ মিটিয়ে ফাঁকা সময়ে, এই আবির তৈরিতে তারা কাজ করেন। মেলে কিছু পারিশ্রমিকও। ১০০ গ্রামে ৩ টাকা করে মজুরি পান প্রত্যেক মহিলারা। কিছুটা আক্ষেপের সাথে শৈলেনবাবু জানান যদি সরকারিভাবে সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে কর্মসংস্থানের একটা বড় জায়গা হতে পারে এই ভেষজ আবির শিল্প, আর এই ভেষজ আবিরের প্রোডাকশন, আরও বাড়াতে পারবে বলেই আশাবাদী। তবে এই আবির মেখে ত্বকের কোন ক্ষতি হবে না বলে, একশো শতাংশ আশাবাদী শৈলেনবাবু।

দফা বাড়িয়ে, কেন্দ্রীয় বাহিনী এনেও বিজেপি ধরাশায়ী হবে, শেষ হাসি হাসবে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ মার্চ ঃ দফা বাড়িয়ে, কেন্দ্রীয় বাহিনী এনেও বিজেপি ধরাশায়ী হবে, শেষ হাসি হাসবে তৃণমূল। কেন্দ্র সরকার পারলে বুথ প্রতি দফা করবে। তা করুক। শেষ হাসি হাসবে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে সারা রাজ্যে এক দফায় ভোট হলে মানুষের ভালো হতো। যদিও প্রতিক্রিয়ার সময় কমিশন সাত দফার কথা ঘোষণা করে নি। তবুও দফা যে বাড়তে পারে তা অনুমান করেই এমন মন্তব্য করেন বিদায়ী সাংসদ শতাব্দী রায়। তারাপীঠে মা তারার পুজো প্রচার শুরু করলেন সাংসদ শতাব্দী রায়। প্রতিবারের মতো এবারও তিনি পুজো দিয়ে প্রচার করেন। পাথর চাপুড়িতেও চাদর চড়ান। এদিন সন্দেশখালি প্রসঙ্গে শতাব্দী বলেন, ভালো কাজ এত বেশি যে মানুষ ভালোর দিকেই নজর দেবে। ভুল ত্রুটির থেকে ভালো কাজ অনেক আছে। মানুষ সেটাই খেয়াল রাখবে। নির্বাচনের পর ভোট বাক্স খুললে বোঝা যাবে। তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কে প্রার্থী হবে সেই ব্যাপারে তিনি কোনভাবেই চিন্তিত নন। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালো বাসার মানুষ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার নতুন প্রজন্মকে নামিয়ে দেওয়া ভালো ফল করবে। ইতিহাস বলছে, প্রতিবার লিড বাড়ছে। রামপুরহাট শহর প্রসঙ্গে শতাব্দী বলেন, ছ'ফুকো থেকে গোটা শহরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা উন্নয়ন করেছেন। এরপর মানুষ যা বলার বলবেন। একইভাবে খয়রাসোল বা মুরারই প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত শতাব্দী রায়। পুজোর আগে ছয় হাজার বোনাস ঘোষণা প্রসঙ্গে শতাব্দী বলেন, কেন্দ্র সি এ এ করে মানুষকে তাড়াতে চাইছে। সেখানে তৃণমূল মানুষের পাশে আছে। মানুষই এর বিচার করুক। দুই হাজার নয় সাল থেকে এক টানা জিতে চলেছেন তিনি। নিজেকে বীরভূমের মানুষ বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন তিনি। অনুব্রত মণ্ডল যে একজন ভালো সংগঠক ছিলেন সেকথা নিজ মুখে স্বীকার করেন তিনি।

বীর শহীদ জওয়ান শুভেন্দু রায়ের আবক্ষ মূর্তি তুলে দেওয়া হলো ধূপগুড়ি হাইস্কুলের হাতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ ঃ বীর শহীদ জওয়ান শুভেন্দু রায়ের আবক্ষ মূর্তি তুলে দেওয়া হলো ধূপগুড়ি হাইস্কুলের হাতে। শনিবার শহীদ জওয়ান শুভেন্দু রায়ের আবক্ষ মূর্তি এসজেডিএর তরফে তুলে দেওয়া হলো স্কুল কর্তৃপক্ষকে। উল্লেখ্য বাড়ি থেকে ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থল কাশ্মীরে যাওয়ার পথে উধমপুরে সশস্ত্র জঙ্গিদের সামনে পরে গিয়েছিলেন ধূপগুড়ির যুবক শুভেন্দু। বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করার পর চালকের পিছনে বসে থাকা শুভেন্দুবাবু গুলিবিদ্ধ হন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় শুভেন্দু রায়ের। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে তার একটি আবক্ষ মূর্তি বসানো দাবি জানানো হয়েছিল এসজেডিএর কাছে। অবশেষে এসজেডিএর তরফে বীর শহীদ শুভেন্দু রায়ের আবক্ষ মূর্তি তৈরি করা হয়। জেলাপরিষদ এখানে মূর্তিটি স্থাপন করবে বলে জানা গেছে। বীর শহীদের মূর্তি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে তার স্ত্রীর অঞ্জনা রায়। তিনি বলেন এটা এক গর্বের বিষয় স্বামীকে হারিয়ে যেমন পাচ্ছি। আনন্দ যেমন রয়েছে তেমনই কষ্টই রয়েছে। মানুষটিকে মূর্তি রূপে দেখে ভেতর টা কষ্টে ফেটে যাচ্ছে। এসজেডি- এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন শুভেন্দু রায় বীর শহীদ। তার আবক্ষ মূর্তি বসানোর কথা জানিয়েছিলেন। এদিন ধূপগুড়ি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হল। বিদ্যালয়ের শিক্ষক গুনময় ব্যানার্জি বলেন বীর শহীদ শুভেন্দু রায় আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। শহীদের আবক্ষ মূর্তি বিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেওয়া হল। পূর্ণ মর্যাদায় এই মূর্তি বিদ্যালয়ে বসানো হবে। আবক্ষ মূর্তি বিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেওয়ার ছোট অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন এসজেডি- এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, শহীদ জওয়ানের স্ত্রীর অঞ্জনা রায়, ছোট মেয়ে সৃষ্টি রায়। পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেযারম্যান রাজেশ কুমার সিং, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি অরুপ দে সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক - শিক্ষিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দিলীপের গড়ে অভিষেকের ‘জনগর্জন’

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬ মার্চ ঃ বাংলার ৪২টি লোকসভা আসনের প্রচার মেদিনীপুর থেকে শুরু করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, দিলীপ ঘোষ কি পরিষেবা দিয়েছে আপনারা দেখেছেন। সকালবেলা খালি মর্নিং ওয়াক ওঁর কাজ। খালি মর্নিং ওয়াক করছেন। চা খান। চায়ে আপত্তি নেই। শরীরচর্চা আর মর্নিংওয়াক যিনি করছেন তাঁকে সাংসদ করবেন নাকি যে মেয়ে রাস্তায় লড়বেন, তাঁকে সংসদে পাঠাবেন? শপথ নিন, মর্নিং ওয়াক করা দাদা পার্কে থাক, বাংলার মেয়ে দিল্লি যাক।'' অভিষেক বলেন, ''দিলীপ ঘোষ বার বার নারীশক্তিকে আক্রমণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে অসম্মানজনক কথা বলেছেন। তিনি কুড়মি সম্প্রদায়কে অসম্মান করেছেন।''-ভিডিয়োয় মেদিনীপুরের বিদায়ী সাংসদকে আক্রমণ করেন তৃণমূলের অভিষেক। অভিষেক বলেন, ''দিলীপ ঘোষ যে জিতেছিলেন, তার পর পাঁচ বছরে সাত বিধানসভা কেন্দ্রে যদি একটা উন্নয়নমূলক বৈঠক হয়েছে বলে দেখাতে পারেন, তা হলে আমি আর ভোট চাইতে আসব না। এত বড় কথা বলে দিয়ে যাচ্ছি। অন্য দিকে দেখুন মুখ্যমন্ত্রীকে। কথা দিয়ে কথা রেখেছেন।'' তিনি বলেন, ''বলেছিলাম, নারায়ণগড় দিয়ে প্রচার শুরু করব। শুরু করলাম। আমি আগে থেকে জানতাম না যে, আজই নির্বাচন ঘোষণা হবে। কী করে জানব, যে দিন নির্ঘণ্ট প্রকাশ হবে, সে দিনই আন্দোলনের পীঠস্থান মেদিনীপুরে থাকব! এটা সৌভাগ্যের।'' সভা থেকে তিনি বলেন, ''মায়েরা যাঁরা বাড়ির কাজকর্ম ছেড়ে আমাদের সভায় এসেছেন, তাঁদের প্রণাম। মাতৃশক্তি না-জাগলে এ পৃথিবী জাগে না। নবজোয়ারের সময় আমি যখন অবিভিক্ত মেদিনীপুরে এসেছিলাম, প্রত্যেক বিধানসভায় পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি।'' শনিবার বেলদা স্টেডিয়ামে সভা করেন অভিষেক। মেদিনীপুরের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার হয়েই পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রথম প্রচার শুরু করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ২০১৯ সালে মেদিনীপুর সদর থেকে লোকসভা ভোটে জিতে সাংসদ হন দিলীপ ঘোষ। এ বার ওই কেন্দ্র থেকে এখনও প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিজেপি। তবে এ বারও যিনি তিনিই প্রার্থী হবেন, তা নিশ্চিত করেছেন বিদায়ী সাংসদ দিলীপবাবু নিজেই। তিনি তৃণমূলের তারকা প্রার্থী তথা বর্তমান বিধায়ক জুন মালিয়াকে ২ লক্ষ ভোটে হারানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। জুনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলেছেন, ''যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই হবে। খেলা হবে। হাসি হবে। কান্না হবে। মাইন্ড করবেন না দিলীপদা।'' জুন মালিয়ার সমর্থনে সভা থেকে অভিষেক যে কেন্দ্রের বাংলার প্রতি বঞ্চনার কথাই তুলে ধরবেন তা আগেই স্পষ্ট করে দেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলেন কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজ ও আবাস প্রকল্পে টাকা দেয়নি। এ নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি করেছিলেন। বিজেপি যুব নেতৃত্বকে পাঠানোর দাবি করলেও এখন কেউ আসেনি। সুতরাং চ্যালেঞ্জ বেলদার সভাতেও থাকবে।''

ক্ষীরপাই পৌরসভাতে ডেপুটেশন দিল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬ মার্চ ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাই পৌরসভাতে ডেপুটেশন দিল বিজেপি। পৌরকর্মী নিযাে়গে দুর্নীতি, বিভিন্ন পৌর এলাকার উন্নয়নের কাজে কাটমানি নেওয়া সহ পৌর বোর্ডের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালো ক্ষীরপাই মন্ডল বিজেপি। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় ক্ষীরপাই পৌরসভার পৌরপ্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত। তিনি বিভিন্ন উন্নয়নে স্বজন-পোষণ সহ কাটমানি ছাড়া উন্নয়ন করেন না। এমনকি তার দলের অনেক কাউন্সিলর তার প্রতি এতটাই ক্ষুব্ধ বোর্ড মিটিংয়ে আসেন না। তিনি নানা কৌশলে তার দলের কাউন্সিলরদেরই অর্থের লোভ দেখিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে রেজুলেশন লিখে বোর্ড চালান। বিজেপির মন্ডল কমিটির সভাপতি সবুজ মজুমদার বলেন আমরা আগাম জানিয়ে চেয়ারম্যান কে ডেপুটেশন দিতে পারলাম না। চেয়ারম্যান সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। তাই পৌরসভার নির্বাহী অফিসার কে আমরা আমাদের ডেপুটেশন দিয়েছি। তিনি বিষয়গুলি দেখবেন বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী দিনে আমাদের দাবি গুলি সমাধান না হলে বিজেপি ক্ষীরপাই পৌরসভায় বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

বানগরে গড়ে উঠতে চলেছে পর্যটন কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৬ মার্চ ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বানগরে গড়ে উঠতে চলেছে পর্যটন কেন্দ্র। ইতিমধ্যে (ভারতীয় প্রত্নতত্ব বিভাগ) আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া)- র পক্ষ থেকে প্রায় ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে বানগরে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য। এমন খবরে খুশি গঙ্গারামপুর সহ জেলাবাসী। যদিও লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্র সরকারের এমন ঘোষণাকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক চমক বলেই কটাক্ষ করা হয়েছে। এদিকে বানগড়ে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে ভারতীয় প্রত্নতত্ব বিভাগের প্রায় তিন কোটি টাকা অনুমোদনে আশার আলো দেখছেন জেলার ইতিহাসবিদ, ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ। প্রসঙ্গত জেলার ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম গঙ্গারামপুরের বানগর। জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বানগরে খনন কার্য চালিয়ে সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার। যদিও আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে বহুবছর আগে খননকার্য চালানো হয় বানগরে। তবে বর্তমানে সংস্কার ও সঠিক রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে নষ্ট হচ্ছে বানগর। জায়গা দখল করে চলছে চাষবাস। এমতো অবস্থায় বানগরে পুনরায় খনন ও পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি ওঠে জেলাজুড়ে। অবশেষে লোকসভা নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে বানগরে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলো ভারত সরকার। বরাদ্ধ করা হলো প্রায় ৩ কোটি টাকা। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এটি রাজনৈতিক চমক বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চালু হল বায়োপসি পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ ঃ এবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেই হবে বায়োপসি। শনিবার বায়োপসি পরিষেবার উদ্বোধন করলেন মেয়র তথা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের রোগী কল্যান সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। পাশাপাশি এদিন হাসপাতালের বহির্বিভাগে পাঁচটি কাউন্টার চালু করা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলা, বয়স্ক, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্যও আলাদা আলাদা কাউন্টার খোলা হয়েছে। এছাড়াও আরও বেশকিছু পরিষেবা চালু করা হয়েছে এদিন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের কায়াকল্প প্রকল্পে প্রথম হয়েছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল। যদিও এবার প্রথম নয়, এর আগেও প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এই হাসপাতাল। সেই কারণে জেলা হাসপাতালকে আরও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথা জানিয়েছেন গৌতম দেব।

পবিত্র রমজান মাসে নিজের বেতনের একাংশ উৎসর্গ করলেন সাধারণের মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ মার্চ ঃ পবিত্র রমজান মাসে নিজের বেতনের একাংশ উৎসর্গ করলেন সাধারণ মানুষদের মধ্যে। কংগ্রেস নেতা সাদিকুল ইসলামের স্ত্রী সরকারি চাকরি পাওয়ায় তার নিজের বেতনের প্রথমের অংশ দিয়ে রমজান মাস উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ করলেন। সাধারণ মানুষও এতে যথেষ্ট খুশি। কংগ্রেস নেতা সাদিকুল ইসলাম বলেন প্রতিবছরই বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করে থাকি। তবে এ বছর আমার স্ত্রী একটি সরকারি চাকরি পেয়েছেন সেই চাকরি পাওয়ার পর তিনি বলেন যে তার বেতন থেকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে কিছু দিতে চান সেই মতনই আজ এই শাড়ি বিতরণ করা হলো।

গৃহবধূকে মেরে ফেলার অভিযোগ, পলাতক অভিযুক্ত স্বামী স্বপন রায় ও পরিবারের সদস্যরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ ঃ গৃহবধূকে মেরে ফেলার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই অভিযুক্ত স্বামী স্বপন রায় ও পরিবারের সদস্যরা পলাতক। শনিবার দুপুর ২ টা নাগাদ জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের সামনে মৃত গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছে। জানা গেছে, জলপাইগুড়ির তুরুকভিটা বাসিন্দা স্বপন রায়ের সঙ্গে পাশ্ববর্তী গ্রামের ঝুনু রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। এরপর ঝুনু রায়কে বিভিন্ন সময় পণের দাবিতে অত্যাচার করতো বলে অভিযোগ। গৃহবধূকে ১১ দিন আগেও বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। পরিবারের সদস্যরা থানায় লিখিত করতে চাইলে গৃহবধূর স্বামী পরিবারের সদস্যরা মীমাংসা করে বাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এরপর এই মাসের ১১ তারিখ ঝুনু রায় শ্বশুর বাড়িতে অসুস্থ হয়েছে বলে তার পরিবারের সদস্যদের জানায় স্বামী। এরপর ঝুনুর পরিবারের সদস্যরা গিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়। শুক্রবার দুপুর ১২ টা নাগাদ সেখানে মারা যায়। এরপরই স্বামী ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবারের সদস্যরা। শনিবার ঝুনুর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হচ্ছে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে উপস্থিত পরিবারের সদস্যরা। তারা অভিযোগ করে ১১ তারিখ যেদিন ঝুনু অসুস্থ হয়েছে বলে জানায়। সেদিন আমরা গিয়ে দেখি তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল। তাই আমরা মনে করছি বিষ জাতীয় কিছু খাইয়ে খুন করা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি বিধানসভার গারোপাড়া শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন আলিপুর দুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিক বাড়াইক। এদিন গারোপাড়া এলাকার রাভাবস্তিতে তৃণমূলের যোগদান কর্মসূচিতে যোগদান করে। এদিন রাভাবস্তিতে নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য সহ ২৯৩ জন তৃণমূলে যোগদান করে বলে দাবি করেন তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইক।

কেশপুরে র‍্যাগিং করে ভোটে লিড নেয় শাসক দল, অভিযোগ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৬ মার্চ ঃ নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ না হলেও, রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে কেশপুরে। বিরোধী দল বিজেপির অভিযোগ, কেশপুরে র‍্যাগিং করে ভোট নিয়ে শাসকদল ঘাটাল লোকসভায় বারবার জিতে আসছে। তাই এখন থেকেই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ভয় দেখানো ও শাসানো শুরু হয়ে গেছে শাসন দলের পক্ষ থেকে। লোকসভার নির্বাচন ঘোষণা না হলেও বিজেপি ও তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়েছে ঘাটাল লোকসভায়। ঘাটাল লোকসভার ৭ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে কেশপুর বিধানসভা অন্যতম। ২০১৪ হোক বাহ ২০১৯! লোকসভা নির্বাচনে কেশপুর বিধানসভা থেকে ব্যাপক সংখ্যক লিড দেয় ঘাটাল লোকসভাকে। তবে বিরোধীদের অভিযোগ শাসক দল কেশপুরে ভোট লুট করে! বিভিন্ন কৌশলে চলে র‍্যাগিং! কোথাও রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিরোধী তথা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের হুমকি প্রদান, তো কোথাও আবার ভোটের দিনের দেদার ছাপ্পা! প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে কেশপুরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোটে জেতে শাসক দল এমনই অভিযোগ বিজেপির। তবে বিজেপির ওই অভিযোগ মানতে নারাজ শাসক দল।

নবীন বরন জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৬ মার্চ ঃ জামালপুর ব্লক প্রাথমিক তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ জামালপুর ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিসে নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সদ্য প্রাথমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্লকে ২৩ জন নতুন শিক্ষক ও শিক্ষিকা যোগদান করেছেন তাদেরই আজ বরণ করে নেওয়া হয়। জামালপুর ব্লকের দুই চক্র থেকে প্রায় ৩০০জন শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন আজকের এই অনুষ্ঠানে। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, জেলা সম্পাদক রমেন চন্দ্র, চার আহ্বায়ক অর্ঘ্য ঘোষ, শেখ আব্দুর রহমান, সৌমেন ভট্টাচার্য্য ও দিব্যেন্দু সেনশর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে দুই শিক্ষক তরুণ নাড়ু ও সৌমেন অধিকারী বিরোধী সংগঠন থেকে তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের যোগদান করেন। উপস্থিত বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন শিক্ষকরাই হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। তাদের মত সম্মান অন্য কোনো পেশার কেউ পান না। তাই তারা সবসময়ই শ্রদ্ধার পাত্র। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে শিক্ষক সংগঠনকে পাশে পেতে চান তারা। এছাড়াও ব্লকের সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিতে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেন। শেখ আব্দুর রহমান বলেন তারা দলের শাখা সংগঠন হিসাবে দলের জন্য কাজ করে যাবেন।

Office of the Bishnupur Gram Panchayat
Bishnupur: Sabang: Paschim Medinipur
NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/PMZP/SBG/BGP/NIET-60/2023-24
For and on behalf of Bishnupur Gram Panchayat, The Pradhan invites e-Tender for 2(Two) different works. Last date of submission of Tender 20.03.2024 at 16.00 Hrs. Date and time of opening technical bid: 23.03.2024 after 14:00 hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in.
Sd/- Pradhan
Bishnupur Gram Panchayat

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for Construction of 5 nos. Paver Block Roads in different wards vide Tender ID No - 2024_MAD_687330 1, 2024_MAD_687353_2, 2024_MAD_687387_1, 2024_MAD_687391_1 & 2024_MAD_687396_1. eTender submission end date -15/04/2024 Details information will be available from the website - (i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com
Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

Office of The Khalore Gram Panchayat
Vill-Khalore, PO- Bagnan-1 Block, Dist-Howrah
NOTICE INVITING E-TENDER No:
(1) WB/HZP/KGP-103/NIET-27/2023-24, Date: 16/03/2024
(2) WB/HZP/KGP-104/NIET-26/2023-24, Date: 16/03/2024
(3) WB/HZP/KGP-105/NIET-28/2023-24, Date: 16/03/2024
(4) WB/HZP/KGP-106/NIET-29/2023-24, Date: 16/03/2024
For and on behalf of the Prodhan, Khalore Gram Panchayat invites percentage rate tenders through e-tendering for the total 4 Nos. works. Source of Fund: 15 th CFC. Bid submission start date on 16/03/2024 from 01.00 pm up to 22/03/2024 at 12.00 pm. Date of Opening of Tender on 24/03/2024 at 01.00 am. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Khalore Gram Panchayat

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সূচি

নিয়ন, ১৬ মার্চঃ সুইজারল্যান্ডের নিয়নে শুক্রবার রাতে ২০২৩-২৪ আসরের কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনালের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেখে নেওয়া যাক কে কার মুখোমুখি। শেষ আটে মুখোমুখি যারা- আর্সেনাল-বায়ার্ন মিউনিখ, আতলেতিকো মাদ্রিদ-বরুশিয়া ডর্টমুন্ড,রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার সিটি, বার্সেলোনা-পিএসজি। শেষ আটের প্রথম লেগ- ৯ ও ১০ এপ্রিল ফিরতি লেগ-১৬ ও ১৭ এপ্রিল।শেষ চারের প্রথম লেগ-৩০ এপ্রিল ও ১ মে। দ্বিতীয় লেগ- ৭ ও ৮ মে ফাইনাল-১ জুন, লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে।

আইপিএলের মাঝপথেই অন্যের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেবেন ধোনি!

১৬ মার্চ ঃ আইপিএলে আরও একবার ধোনির ম্যাজিক দেখতে মুখিয়ে রয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীরা। হলুদ জার্সিতে ফের তাঁর হেলিকপ্টার শটের ঝলক দেখা যাবে পাক্কা একবছর পর! ধোনির নেতৃত্বেই আরও একবার মিলবে সাফল্য। সেই আশাতেই বুঁদ চেন্নাই সুপার কিংসের ভক্তরা। কিন্তু তার মধ্যেই শোনা গেল একটি কথা। জানা গিয়েছে, টুর্নামেন্টের মাঝপথেই অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়াবেন ক্যাপ্টেন কুল। ব্যাটন তুলে দেবেন অন্যের হাতে। ব্যাপারটা তাহলে একটু খোলসা করে বলা যাক। ক্রিকেট মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, এটাই হয়তো ধোনির শেষ আইপিএল। তাই এবারই শেষবারের মতো নেতা হিসেবে তাঁকে পাবে দল। কিন্তু সিএসকে-র প্রাক্তন তারকা রায়ডু মনে করছেন, ধোনি যদি ফাইনাল পর্যন্ত দলকে নেতৃত্ব দিতে চান, তাহলে মাঝপথে কয়েকটা ম্যাচে নেতৃত্বের ভার কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখাই ভালো। সেক্ষেত্রে নিজের পরিবর্তে অন্য কাউকে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিতে পারেন ধোনি। কিন্তু কেন এমন পরামর্শ? আসলে আইপিএলের গত মরশুমে হাঁটুতে চোট নিয়ে খেলেছিলেন ধোনি। পরে তাঁর অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। ফলে এই মরশুমে টুর্নামেন্টের মাঝে খানিকটা বিশ্রাম পেলে উপকৃত হবেন ধোনি। বর্তমানে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম চালু হয়ে গিয়েছে পুরোদমে। তাই নিজেকে পিছনের সিটে বসিয়ে অর্থাৎ ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে থেকে বিশ্রাম নিতে পারেন। এতে গোটা টুর্নামেন্টে তাঁর খেলতে সুবিধা হবে বলেই মনে করছেন রায়ডু। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে জল্পনা উৎসকে দিয়েছিলেন ধোনি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক জানিয়েছিলেন, নতুন মরশুমে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে! তবে ঠিক কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তিনি, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। উত্তর জানতে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতেই হবে।

রনজি ট্রফির পারিশ্রমিক বাড়ানোর পরামর্শ গাভাসকরের, বোর্ড কি শুনবে তাঁর কথা?

১৬ মার্চ ঃ রনজি ট্রফির পারিশ্রমিক দ্বিগুণ বা তিনগুণ করে দেওয়া হোক। তাহলেই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে উৎসাহী হবেন ক্রিকেটাররা। ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে বিতর্ক চলছে! ঈশান কিষান, শ্রেয়স আইয়ার ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলায় তাঁদের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। সেই ঘরোয়া ক্রিকেটকেই আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য, ক্রিকেটারদের মোটিভেশন বাড়ানোর জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন সুনীল গাভাসকর। জানা গিয়েছে তিনি বলছেন, রনজি ট্রফি যারা খেলবে, তাদের জন্য ভালো উদ্যোগ নিয়েছে বিসিসিআই। তবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে অনুরোধ করব, রনজি ট্রফি যারা খেলছে, তাদের দিকে যেন আরও নজর দেওয়া হয়।

রনজি ট্রফির আর্থিক অঙ্ক প্রসঙ্গে গাভাসকর বলছেন, রনজি ট্রফির আর্থিক অঙ্ক যদি দ্বিগুণ বা তিনগুণ করে দেওয়া হয়, তাহলে আরও বেশি ক্রিকেটার রনজি ট্রফিতে অংশ নেবে। সেক্ষেত্রে খুব কম সংখ্যক ক্রিকেটার রনজি ট্রফি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেবে। গতবছর বিসিসিআই রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়নদের প্রাইজ মানি বাড়িয়ে ৫ কোটি টাকা করেছে। এবার রনজি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই। অজিঙ্ক রাহানের দলকে অতিরিক্ত ৫ কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। গাভাসকরের পরামর্শ বোর্ড শোনে কিনা, সেটাই এখন দেখার বিষয় হয়ে রইল। কারণ লিটিল মাস্টারের এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য কতটা পূরণ করা হয় তা দেখার জন্য দেশের তাবড় তাবড় লোকেরা বসে রয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাঁর কথার কতটা দাম দেয়।

আইপিএল-এর দ্বিতীয়ার্ধ কি মরুদেশে? মেগা টুর্নামেন্ট নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

১৬ মার্চ ঃ আইপিএলের বল গড়াচ্ছে ২২ মার্চ। মেগাটুর্নামেন্টের দ্বিতীয়ার্ধ কি হবে মরুদেশে? লোকসভা নির্বাচনের জন্য এমনই জল্পনা হঠাই তৈরি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে দেশ থেকে সরতে পারে মেগা টুর্নামেন্ট। আইপিএলের দ্বিতীয়ার্ধের আসর বসতে পারে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। তবে সবটাই জল্পনার উপরে রয়েছে। পাকাপাকি কোনওটাই নয়। কারণ নির্বাচনের তারিখ এখনও জানানোই হয়নি। শনিবার দুপুর তিনটে নাগাদ নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করবে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। তার দিনকয়েক পরেই হয়তো প্রকাশিত হবে আইপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি। দেশ থেকে সরে বিদেশের মাটিতে আইপিএল হবে কিনা, তা জানা যাবে তখনই। তবে আইপিএল নিয়ে এখন থেকেই কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে জল্পনা। যদিও সরকারি ভাবে বোর্ডের তরফ থেকে বা আইপিএল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সূচি নিয়ে এখনও কিছুই শোনা যায়নি। এক সূত্র জানিয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কয়েকজন এই মুহূর্তে দুবাইয়ে রয়েছেন। আইপিএলের দ্বিতীয়ার্ধ দুবাইয়ে করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। যদিও অতীতে মরুদেশে আইপিএল অনুষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেও মেহাটুর্নামেন্ট হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু রিপোর্টে এমনও লেখা হয়েছে, আইপিএলের কয়েকটি দল তাদের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে পাসপোর্ট চেয়েছে। তার ফলেই জল্পনা আরও বেড়ে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে আইপিএলের দ্বিতীয়ার্ধটা হতেও পারে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ২১টি ম্যাচের সূচি আপাতত ঘোষিত হয়েছে। ঘোষিত সূচির শেষ ম্যাচ ৭ এপ্রিল। তার পরে কী হবে তা জানা যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট জানার পরেই আইপিএল নিয়ে পদক্ষেপ করা হবে। তাই এখনই হয়তো জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না আইপিএল সরে যাচ্ছে বিদেশের মাটিতে। মেগা টুর্নামেঃট নিয়ে উত্তর দেবে সময়।

নারিনের সঙ্গে নাইট শিবিরে যোগ দিলেন দ্রে রাস

১৬ মার্চ ঃ কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্য সুখবর। শনিবার, ১৬ মার্চের সকালেই দলের সঙ্গে যোগ দিলেন দুই ক্যারিবিয়ান তারকা। গত কয়েক বছর ধরেই নাইটদের সংসারে অন্যতম ক্রিকেটার হিসেবে রয়েছেন সুনীল নারিন ও আন্দ্রে রাসেল। ২২ মার্চ থেকে শুরু আইপিএল। ২৩ মার্চ ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে নাইটদের প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এর আগে স্বভাবতই ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ক্রিকেটার কলকাতায় পা রাখার জন্য, নাইটদের শক্তি যে বাড়ল সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিন কেকেআরের তরফে সোশাল মিডিয়ায় দুই তারকার শহরে আসার ছবি পোস্ট করা হয়। দুজনকেই উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওযা হয়। মিস্ট্রি স্পিনার নারিনের ছবি পোস্ট করে কেকেআরের তরফে লেখা হয়, ' আজ সূর্য চমকাচ্ছে। তিনি সুনীল নারিন।' এদিকে তারকা অলরাউন্ডার 'দ্রে রাস'-এর ছবি দিয়ে লেখা হয়েছে, ' জোন সক্রিয় হয়ে উঠল। আন্দ্রে রাসেল।' গত কয়েক বছর ধরেই নাইটদের অন্যতম সদস্য দুই ক্যারিবিয়ান। একজন, স্পিনের ওস্তাদ, সুনীল নারিন। যাঁর বল এক সময় ব্যাটারকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিত। ব্যাটাররা বুঝতেই পারত না বল পিচে পড়ে ভিতরে ঢুকবে, না বাইরের দিকে বেরবে। শেষমেষ উইকেট সঁপে দিয়ে ড্রেসিংরুমের রাস্তা ধরত। যে কারণে তাঁকে বলা হতো বিস্ময় স্পিনার। বয়স বেড়েছে। অ্যাকশন বদলেছে। ভিডিও অ্যানালিস্টরা তাঁর বোলিং নিয়ে নিরন্তর কাটাছেঁড়া করে ফেলেছেন। তবুও তাঁর বোলিংয়ের ধার কমেনি। এখনও তিনি দলের সেরা বোলিং অস্ত্র। অন্যদিকে রাসেল চোট-আঘাতে ভুগলেও, নাইট টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করে বাইশ গজে রাসেল বিস্ফোরণ ঘটালে যে কোনও বিপক্ষ উড়ে যেতে পারে। এহেন নারিন ও রাসেল আসন্ন ক্রোড়পতি লিগে কেমন পারফর্ম করে সেটাই দেখার।

কর্নাটকের হয়ে আগুনে বোলিং আর্চারের, আউট করলেন তাঁরই দুই সতীর্থকে, ব্যাপারটা কী?

১৬ মার্চ ঃ কর্নাটকের হয়ে খেলছেন জোফ্রা আর্চার। এই পর্যন্ত পড়ার পরে অনেকেই অবাক হয়ে যেতে পারেন। ইংল্যান্ডের তারকা পেসার জোফ্রা আর্চার কীভাবে কর্নাটক দলের হয়ে খেলেন?

কাউন্টি দল সাসেক্স এদেশে ১০ দিনের প্রি সিজনে এসেছে। আর্চার নিজে সাসেক্সের ক্রিকেটার। কিন্তু প্রস্তুতি ম্যাচে কর্নাটক দলে পরিবর্ত হিসেবে খেলেন ইংল্যান্ডের তারকা পেসার। কর্নাটক দলে অনূর্ধ্ব ১৯, অনূর্ধ্ব ২৩ ক্রিকেটারদের ভিড়। সেই দলের হয়েই নিজের কাউন্টি ক্লাব সাসেক্সের বিরুদ্ধে নামেন আর্চার।

দুদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে প্রথম দিন বল করেননি আর্চার। দ্বিতীয় দিন বল করেন তিনি। সাসেক্সের দুই সতীর্থকে আউট করেন ইংল্যান্ডের এই তারকা পেসার। ১২ মাস প্রতিযোগিতা মূলক ক্রিকেট খেলেননি আর্চার। কিন্তু ম্যাচে তাঁকে বেশ ছন্দে বল করতে দেখা গিয়েছে। উল্লেখ্য, বেঙ্গালুরুতে কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা সাসেক্সের। এবারের নিলামের আগে পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স রিলিজ করে দেয় আর্চারকে। গতবারের আইপিএলে একসময়ে সবাই ধরেই নিয়েছিলেন আর্চার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে চ্যাম্পিয়ন করবেন। কিন্তু কনুইয়ের চোট তাঁর পারফরম্যান্সের উপরে প্রভাব ফেলে। শেষ পর্যন্ত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাঁকে ছেড়েই দেয়।

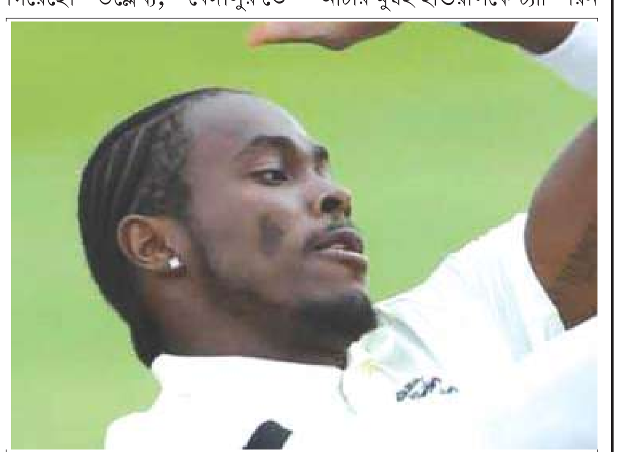

আইপিএল সার্কাস', বললেন নাইট তারকা?

১৬ মার্চ ঃ দীর্ঘ নবছর পরে আইপিএলের মূলস্রোতে ফিরেছেন মিচেল স্টার্ক । এবারের নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্স অজি তারকাকে প্রায় ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছে। স্টার্কের দিকে তাকিয়ে কেকেআর ভক্তরা। তাঁর আগুনে বোলিংয়ের ফায়দা কি এবারের টুর্নামেন্টে নিতে পারবে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবির? সময় এর উত্তর দেবে। তবে মেগা ইভেন্টে নামার আগে অস্ট্রেলিয়ান তারকা মিচেল স্টার্ক আইপিএলকে 'তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অজি তারকাকে বলতে শোনা গিয়েছে, দলে কয়েকজন ক্রিকেটারকে পাব যাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটও খেলেছি। এটা অত্যন্ত উত্তেজক একটা টুর্নামেন্ট। বিশ্বের অন্যতম সেরা টি-টোয়েন্টি লিগ যখন, তখন এটা অনেকটা সার্কাসের মতোই।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নকআউট ম্যাচ নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত আইসিসির

দুবাই, ১৬ মার্চ ঃ আগামী জুনে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই আসরকে ঘিরে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। শুক্রবার (১৫ মার্চ) রাতে দুবাইতে বোর্ড-এর এক বৈঠকে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নতুন নিয়ম তুলে ধরেছে আইসিসি। নতুন নিয়মগুলি কি কি- আইসিসির আগের নিয়ম ছিল বৃষ্টি বিঘ্নিত নক আউট পর্বের ম্যাচে ফল নির্ধারণে দ্বিতীয় ইনিংসে কমপক্ষে ৫ ওভারের খেলা সম্পন্ন হওয়া লাগতো। কিন্তু নতুন নিয়মে নক আউট পর্বের ম্যাচ দ্বিতীয় ইনিংসে কমপক্ষে ১০ ওভার খেলা হতে হবে। আর বৃষ্টির কারণে বিঘ্নিত গ্রুপ পর্ব ও সুপার এইট পর্বের খেলা সমপন্ন হবে আগের নিয়মেই। এছাড়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডে রাখার ব্যবস্থা থাকবে। আগামী ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ২০টি দল সুযোগ পাবে। আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কাসহ ১২টি দল সরাসরি মূল পর্বে খেলার সুযোগ পাবে। ১২ দলের মধ্যে ২০২৪ বিশ্বকাপের সেরা ৮ দল আর বাকি দলগুলো সুযোগ পাবে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত আইসিসির র‍্যাঙ্কিং বিচারে। অন্যদিকে বাকি ৮ দলকে নেওয়া হবে বাছাইপর্ব থেকে।

আল-নাসরের জার্সিতে মাইলফলক ছুঁয়ে দলকে জেতালেন রোনাল্ডো

রিয়াদ, ১৬ মার্চ ঃ আল-নাসরের জার্সিতে মাইলফলক ছুঁয়ে জয় তুলে নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, জেতালেন আল নাসরকে। সেই সঙ্গে আল নাসরের জার্সিতে ৫০-তম গোলের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শুক্রবার (১৫ মার্চ) রাত ১টায় সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয় আল নাসর ও আল আহলি। সেই ম্যাচে ১-০ গোলে জয় পায় আল নাসর। জয়সূচক গোলটি পেনাল্টি থেকে করেন রোনাল্ডো। আল নাসরের জার্সিতে সবমিলিয়ে এটি রোনাল্ডোর ৫০তম গোল। এই বছর তিনি ছয়টি গোল করলেন। এছাড়া সৌদি প্রো লিগের ২৩তম গোল ছিল আহলির বিপক্ষে। এই গোলের মাধ্যমে রোনাল্ডোর ক্লাব ক্যারিয়ারের ৭৫১তম গোল হয়ে গেল। আল নাসর এই ম্যাচে জয় পেলেও তারা থাকছে টেবিলের দুইয়ে। শীর্ষে রয়েছে আল হিলাল।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা পর্বে ২১ মার্চ আফগানিস্তানের মুখোমুখি ভারত

১৬ মার্চ ঃ বিশ্বকাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচে ২১ মার্চ আফগানিস্তানের মুখোমুখি ভারত। সেই লড়াইয়ের জন্য ২৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে দিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ২৬ মার্চ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হোম ম্যাচ রয়েছে ভারতের। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্যাচে কুয়েতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ভারতীয় দল। এবার আফগানদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল কী করে সেটাই দেখার। এদিকে অর্থের অভাবে এবং চার্টার্ড বিমানের অভাবে ৪০ সদস্যের ভারতীয় ফুটবল দলকে ড্রেএউস্থঢ ক্ষণণত-জ্রস্থডড স্থণ্ণস্তুড) সাধারণ বিমানে পাঠানো হবে বিশ্বকাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচ খেলতে। ভারত-আফগানিস্তান বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচের আগে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে ভারতীয় দলের হেড কোচ ইগর স্টিমাচকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভারতীয় ফুটবল দলকে চার্টার্ড বিমানে পাঠানো হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসছে ফেডারেশন। এআইএফএফ-এর একটি সূত্র জানাচ্ছে, দিল্লি থেকে জেদ্দা, তার পরে সেখান থেকে আভা যাবে ভারতীয় দল। অর্থের অভাবের জন্যই চার্টার্ড বিমান জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানানো হয়েছে। আরও একটি সূত্র মতে শোনা যাচ্ছে, চল্লিশ জনের ভারতীয় দলকে নেওয়ার মতো বিমানই নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। ডিফেন্ডার-আকাশ মিশ্র, মেহতাব সিং, রাহুল ভেকে, নিখিল পূজারী, শুভাশিস বোস, আনোয়ার আলি, অময় রানাওয়াড়ে, জয় গুপ্তা মিডফিল্ডার-অনিরুদ্ধ থাপা, ব্রেন্ডন ফার্নাঃদেজ, লিস্টন কোলাসো, নাওরেম মহেশ, সাহাল আব্দুল সামাদ, সুরেশ সিং, জিকসন সিং, দীপক টাংরি, লালেংমাওয়াই রালতে, ইমরান খান, ফরোয়ার্ড-সুনীল ছেত্রী, ছাংতে, মনবীর সিং, বিক্রম প্রতাপ সিং। ২৫ জনের দলে জায়গা হল না নন্দকুমারের। ডার্বি ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন লালচুংনুঙ্গা। এই দুজন জায়গা পাননি ২৫ জনের দলে। সৌদি আরবে উড়ে গেল ভারতীয় দল।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মেয়েদের ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা

১৬ মার্চ ঃ ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া নারী দলের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ওয়ানডে দল থেকে বাদ পা।ছেন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান শামীমা সুলতানা। অলরাউন্ডার লতা মন্ডল ও ব্যাটসম্যান শরীফা খাতুনের মূল দলে জায়গা হয়নি। দুজনকে রাখা হয়েছে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে। দলে নতুন মুখ ফারজানা হক লিসা। যথারীতি দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা। সহ-অধিনায়ক থাকছেন নাহিদা আক্তার। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে সর্বশেষ বাংলাদেশে এসেছিল অস্ট্রেলিয়া নারী দল। দুই দল এর আগে কখনোই দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয়নি। অ্যালিসা হিলির নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া দলের আগামীকাল ঢাকায় আসার কথা। বাংলাদেশ সফরে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে অস্ট্রেলিয়া। সব ম্যাচই হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ওয়ানডে সিরিজের তিনটি ম্যাচ হবে ২১, ২৪ ও ২৭ মার্চ। এরপর ৩১ মার্চ এবং ২ ও ৪ এপ্রিল হবে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ওয়ানডে সিরিজটি ২০২২-২৫ আইসিসি নারী চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। ওয়ানডে ম্যাচগুলো শুরু হবে সকাল সাড়ে ৯টায়। টি-টোয়েন্টি ম্যাচ শুরুর সময় দুপুর ১২টা। বাংলাদেশের ওয়ানডে স্কোয়াড নিগার সুলতানা (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার (সহ-অধিনায়ক), ফারজানা হক পিংকি, মুরশিদ খাতুন, সোবহানা মোস্তারি, স্বর্ণা আক্তার, রিতু মনি, রাবেয়া খান, সুলতানা খাতুন, ফাহিমা খাতুন, মারুফা আক্তার, দিশা বিশ্বাস, সুমাইয়া আক্তার, নিশিতা আক্তার ও ফারজানা হক লিসা।

পাকিস্তানের আকিব জাভেদ শ্রীলঙ্কার পেস বোলিং কোচ

কলম্বো, ১৬ মার্চ ঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দলের পেস ইউনিটের শক্তি বা।াতে পাকিস্তানের আকিব জাভেদকে শ্রীলঙ্কার পেস বোলিং কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আকিবের অধীনে ২০০৯ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল পাকিস্তান। শনিবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে শ্রীলংকা ক্রিকেট বোর্ড। আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত আকিব লঙ্কান পেস ইউনিটের দাযিত্বে থাকবেন। তবে পারফরম্যান্স দেখে বাড়তে পারে চুক্তির মেয়াদ। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সিউও অ্যাশলি ডি সিলভা বলেছেন, ' বিশ্বাস করি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আকিবের খেলা এবং কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা আমাদের বোলারদের আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে।'

পাকিস্তানের প্রধান কোচ হওয়ার ভাবনা থেকে সরে এসেছেন ওয়াটসন

১৬ মার্চ ঃ জাতীয় দলের কোচ হিসেবে শেন ওয়াটসনকে পছন্দ করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এর আগে জানা গিয়েছিল, ওয়াটসনকে কোচ বানাতে তাঁকে বছরে ২০ লাখ ডলার বেতন দিতে চায় পিসিবি। অর্থাৎ, দায়িত্ব নিতে রাজি হলে বছরে প্রায় ২২ কোটি টাকা বেতন পেতেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই অলরাউন্ডার। কিন্তু ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ওয়াটসন পাকিস্তানের প্রধান কোচ হওয়ার দৌড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ইএসপিএনক্রিকইনফোর দাবি, ওয়াটসন নাকি ব্যাপারটা নিয়ে শুরুতে আগ্রহীও ছিলেন। পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে ওয়াটসনের ধারণাও একেবারে কম নেই। খেলোয়া।জীবনে পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) কোয়েটা গ্লাডিয়েটর্স ও ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে খেলেছেন ৪২ বছর বয়সী ওয়াটসন। এ মৌসুমে কোয়েটার কোচের দায়িত্বও তাঁর কাঁধে। আর গত সপ্তাহেই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পাকিস্তানের কোচ হওয়া নিয়ে নাকি কথাও চালাচালি করেছেন।

তবে ওয়াটসন সেই ভাবনা থেকে সরে এসেছেন। তিনি আপাতত নিজের বর্তমান কোচিং ভূমিকা এবং ধারাভাষ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চান। আইপিএলে তিনি ধারাভাষ্যকার হিসেবে চুক্তিবদ্ধ। এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নসের প্রধান কোচের দায়িত্বেও আছেন ওয়াটসন। তাঁর পরিবার বাস করে সিডনিতে। পূর্ণকালীন কোচ হিসেবে পাকিস্তানের দায়িত্ব নেওয়া এখন তাই ওয়াটসনের পক্ষে সম্ভব নয়। আর সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পাকিস্তানের পরবর্তী সিরিজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে এপ্রিলে। মোটামুটি বছরজুড়েই পাকিস্তানের প্রধান কোচ হিসেবে ব্যস্ত থাকতে হতো ওয়াটসনকে। অন্যান্য দায়িত্ব এবং পরিবার সামলানোর পাশাপাশি কাজটা প্রায় অসম্ভবই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলছে, এবারও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতবে ম্যান সিটি

১৬ মার্চ ঃ চ্যাম্পিয়নস লিগে ৩২ দলের লড়াই এখন নেমে এসেছে আটে। আজ হয়ে গেছে শেষ আট অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালের ড্র। এরপর আর তিন ধাপ পেরোলেই একটি দলের হাতে উঠবে ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের ট্রফি। শেষ আটের টিকিট পাওয়া প্রতিটি দলের আছে শিরোপা জয়ের দারুণ সম্ভাবনা। নিজেদের সেরাটা দিতে পারলে বাজিমাত করতে পারে যে কেউ। তবে মাঠে নানা রোমাঞ্চ ও উত্তেজেনার পথ পেরিয়েই ছুঁতে হবে সেই ট্রফি। উত্তেজনা শুরুর আগেই অবশ্য সম্ভাব্য বিজয়ী দলের নাম জানিয়ে দিয়েছে ফুটবলের তথ্য-পরিসংখ্যান বিশ্লেষণী ওয়েবসাইট ' সুপারকম্পিউটার।

শেষ আটের ড্রর আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে বানানো অপ্টার বাছাইয়ে দেখা গেছে এবার প্রিমিয়ার লিগ জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটির। পেপ গার্দিওলার দলের শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা ৩২.৩০ শতাংশ। এরপর দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রতিযোগিতার সবচেয়ে সফল দল রিয়াল মাদ্রিদ। যদিও শতাংশের হিসাবে রিয়ালের অবস্থান সিটির বেশ পেছনে। কার্লো আনচেলত্তির দলের চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের সম্ভাবনা ১৬.৮৭ শতাংশ। সুপার কম্পিউটারের তৃতীয় ফেবারিট নামটি অবশ্য কিছুটা চমকে যাওয়ার মতোই। তাদের তালিকায় থাকা সম্ভাব্য তৃতীয় ফেবারিট দল হলো আর্সেনাল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষে থাকা দলটি কখনোই এ শিরোপার স্বাদ পায়নি। তাদের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ১৩.০৯ শতাংশ। লম্বা সময় ধরে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে পিএসজি। দলটির হয়ে এবারই হয়তো শেষবার চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে সুপার কম্পিউটার বলছে, এবারও শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা পিছিয়ে আছে তারা। প্যারিসের ক্লাবটির শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ১১.৮০ শতাংশ। পরের অবস্থান বায়ার্ন মিউনিখের। বুন্দেসলিগায় ধুঁকতে থাকা বায়ার্নের ইউরোপ জয়ের সম্ভাবনা ১০.৭৫ শতাংশ। তবে অপ্টার এ তালিকা হতাশ করবে বার্সেলোনা সমর্থকদের। শেষ দিক থেকে দুইয়ে অর্থা ফেবারিটের তালিকায় ৭ নম্বরে জায়গা পেয়েছে জাভি হার্নাঃদেজের দল। এমনকি ৫.৬ শতাংশ সম্ভাবনা নিয়ে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডও বার্সার ওপরে। এরপর তলানিতে থাকা দলটি হচ্ছে আতলেতিকো মাদ্রিদ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com